# অভিজ্ঞান-শকুন্তলা।

---

সম্ভব পর্ব্ব।

(১ম।)

দৃশ্যকাব্য।

---

মহাভারত নাট্যকাব্য হইতে সংগৃহীত

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত ও প্রকাশিত।

---

*CALCUTTA.*

PRINTED BY NUNDO MOHUN BANERJEE & CO.

AT THE FULL MOON PRINTING WORKS,

No. 4, Garstin's Place.

---

1889.

# নিবেদন।



মহাভারত বিরাটগ্রন্থ। ইহার মূল্য ও অধিক। অনেকে ইহার পুরা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কয়েক জন বন্ধু বিশেষের বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া, সাধারণপাঠকবর্গের সুবিধার্থ, আমরা মহাভারত হইতে এক একটি বিষয় নির্ব্বাচন করতঃ এক এক খানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুলভ করা গেল।

নিবেদক,

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# অভিজ্ঞান-শকুন্তলার চরিত্রবৃন্দ

বক্তা ... ... ... বৈশম্পায়ন।

শ্রোতা ... ... ... জন্মেজয়।

ইন্দ্রাদিদেবগণ।
মদন।
বসন্ত।
মাতলি।
বিশ্বামিত্র।
কণ্বমুনি।
কশ্যপ।
বৈখানস।
দুর্ব্বাসা।
সারদ্যত।
শার্ঙ্গরব।
গালব।
সোমরাত।
ঋষিগণ।
তাপসকুমারগণ।
ধীবর।

দুষ্মন্ত।
সর্ব্বদমন।
সেনাপতি।
সারথী।
মাধব্য।
দৌবারিক।
দূত।
কঞ্চুকী।
।
চিত্রকর।

## স্ত্রী চরিত্র।

মেনকা।
অপ্সরাগণ।
বনদেবীগণ।
সানুমতী।
রতিরমণীগণ।

গৌতমী।
শকুন্তলা।
অনসূয়া।
প্রিয়ম্বদা।
তপস্বিনীগণ।
তাপসীদ্বয়।

# অভিজ্ঞান-শকুন্তলা।

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতং।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপিসন
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—চতুর্থোঽঙ্কঃ।

## সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়

(কথা-প্রবেশ)

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥"

ভগবতেবাসুদেবায়

# গ্রন্থসূচনা।

( হস্তিনা—যজ্ঞস্থল )

জন্মেজয়, বৈশম্পায়ন, সভাসদগণ ও মহর্ষিগণ

জন্মেজয়। শেষ হ'ল ভারতের মঙ্গলাচরণ,
ব্যাসজন্ম শুনিলাম তব শ্রীমুখাৎ,
দিব্যজ্ঞান উপজিল মানসে আমার।
জ্ঞান-তত্ত্ব-নিধিময় নিখিল ভারতে.
দারুণ প্রপঞ্চময় সংসারের লীলা,
কর্ম্মসূত্রে সুন্দর গ্রথিত।
হে পণ্ডিত—ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন!
দ্বৈপায়ন-লিখিত এ ভারতসাগরে,
অমূল্য রতন যত আছে লুক্কায়িত,
তোমা হতে এইবার ভারত-সমাজে,
পূর্ণভাবে হবে প্রদর্শিত,
পুনঃ সারোদ্ধার হবে পুরাণ-রতন।
বড় কৌতূহল মম হতেছে অন্তরে,
কিরূপে ক্ষত্রিয়বর্ণ হৈল সমুদ্ভূত,
কিরূপে হইল স্থিতি ভারতমণ্ডলে?
কহ কহ বিবরণ সব,
অজ্ঞতা অভাব মম নাশ' দ্বিজবর!
বৈশম্পায়ন। উপযুক্ত শ্রোতা তুমি রাজা জন্মেজয়!
উপযুক্ত প্রশ্ন তব হয়েছে এখন।
এ সব নিগূঢ় তত্ত্ব করিলে প্রকাশ,

আমারো হইবে ত্বরা জ্ঞানের বিকাশ।
অতি গুহ্য রহস্য-মিশ্রিত এ কাহিনী,
দেবলোকেও প্রচারিত নাই,
ত্রিলোক জানে কি তাহা সন্দেহ আমার।
তোমার এ প্রশ্নপাশে জড়ীভূত হয়ে,
অনাদি সৃজন—
স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পদে করি প্রণিপাত,
শ্রীহরিপদারবিন্দ লইয়ে শরণ,
গুরুদেব ব্যাসপদে করিয়ে প্রণাম,
সমাগত হে সাধু সুজন!
আমার বিনীতভাবে লয়ে নমস্কার,
শুন শুন পুরাণ-কাহিনী।
অবধান কর জন্মেজয় ;—
অতি পূর্ব্বকালে
শ্রীবিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার,
বলেন্দ্র পরশুরাম প্রতিহিংসাবশে,
একবিংশবার—অবনীরে করি নিক্ষত্রিয়া,
রক্তস্রোতে প্রবাহিতা করি বসুন্ধরা,
হয়ে আত্মহারা
তপস্যায় মগ্ন হ'ল মহেন্দ্র অচলে।
ভগবান তেজস্বী ভার্গব,
প্রলয় করিয়ে ক্ষত্রকুল,
হাহাকার তুলিলেন ধরণীমণ্ডলে।
হায় রে বিধবা যত ক্ষত্রিয় রমণী,
পতিপুত্রশোকে আহা হয়ে উন্মাদিনী,
আলুথালু বেশে, ছিন্নভিন্ন কেশে,
শোকক্লেশে হয়ে অভিভূতা,
ইতস্ততঃ ধাইল সকলে।

দয়াময় ব্রহ্মাদেব
অবলার এ দুর্দ্দশা স্বচক্ষে হেরিয়ে,
সন্তাপিত হইলেন প্রাণে।
প্রনষ্ট ক্ষত্রিয় বংশ করিতে উদ্ধার,
ক্ষত্রিয় রমণীগণে দিলেন আদেশ,—
'শুন মা জননীগণ!
বিশ্বের কল্যাণ সাধিবারে,
নারীরূপে জন্ম সবাকার।
এই হেতু শুন শুন ত্যজি হাহাকার,
স্থির হয়ে মহাকার্য্য কর মা উদ্ধার।
আমি ব্রহ্মা—দিতেছি বিধান,—
ঋতুকাল হৈলে উপনীত,
ধর্ম্ম হেতু সুতার্থিনী হয়ে,
অতিমাত্র পবিত্র হৃদয়ে,
নিষ্ঠাবান সুব্রাহ্মণ কাছে
কর গো গমন সবে।
নাহি রবে অধর্ম্মের ডর,
প্রত্যবায়ে না হবে পতিতা,
পুত্র কোলে পাইবে সকলে,
আবার ক্ষত্রিয়কুল হইবে উদ্ভব।'
ব্রহ্মার অমোঘ বাক্যে হইয়ে সম্মতা,
উপযুক্ত কালে সংযত হইয়ে,
ক্ষত্রিয় কামিনীগণ সুব্রাহ্মণ কাছে,
কামভাব করি পরিহার,
পুত্র হেতু করিল গমন;
মনস্কাম হইল পূরণ।
এইরূপে ক্ষত্রিয়াঙ্গনারা,
দ্বিজ সংযোগে—গর্ভবতী হয়ে

যথাকালে পুত্রকন্যা করিল প্রসব,
আবার ক্ষত্রিয় বংশ হইল স্থাপিত।
জন্মেজয়, অপূর্ব্ব বিষয় শুন ;—
তৎকালে সেই বিধি বলে,
কামতঃ বা ঋতুকাল অতিক্রম হ'লে,
কেহ কভু করিত না রমণী সম্ভোগ।
এ কারণ তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণ,
নির্ব্বাধি নিরাধি আর দীর্ঘজীবি হয়ে,
জীবিতেন পৃথিবী মাঝারে।
ক্রমে ক্রমে যতদিন যাবে,
যত কলি দম্ভভরে আগুয়ান হবে,
সুন্দর নিয়ম এই ক্রমে লোপ পাবে।
কলির সুহৃৎগণ লইবে আশ্রয়,
প্রলয় ঘটাবে ভবিষ্যতে ;
সর্ব্বনাশী জরা আসি লবে অধিকার,
পাপ কাম কুপ্রবৃত্তিগণ,
একে একে জীব হৃদে করিবে বসতি।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের মহিমা গরিমা,
কলিকালে হইবে বিলোপ,
দুরাচারী কদাচারী হইবে মানব,
ধর্ম্মকর্ম্ম যাবে রসাতলে,
প্রলয় সলিলে মগ্ন হবে বসুমতী।
আহা, শুন মহীপতি,
সেই সর্ব্বসুখাবহ সুন্দর সময়ে,
ছিল না অকালমৃত্যু—আত্মহত্যা ভয়,
না হ'লে যৌবনপূর্ণ অন্য কোন জন,
করিত না দারপরিগ্রহ,
বহিত না সংসারের দুর্ব্বিষহ ভার।

সে সময় মহাবল ক্ষত্রিয় সকলে,
ধনদানে ব্রত-অনুষ্ঠানে,
পুণ্যকর্ম্ম সদাই করিত ;
মহাপূজ্য বর্ণশ্রেষ্ঠ দ্বিজাতি সকলে,
বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, সংহিতা পঠনে,
সদাই তৎপর ছিল ;
কথন শূদ্রের দান নিত না তাহারা,
শূদ্রের সমক্ষে কভু
করিত না বেদ উচ্চারণ,
ব্রহ্মপদে সদা প্রাণ আছিল অর্পিত।
হে রাজন,
তোমারও রাজ্য-রবি অস্তমিত হবে,
অমনি কলির রাজ্য হবে সংস্থাপিত।
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য রহিবে না আর,
ক্ষত্রিয়ের রাজধর্ম্ম হবে অপলাপ,
সদাচারভ্রষ্ট হবে নর নারীগণ।
হায় হায়—
সত্যযুগে কলিযুগে দেখ হে প্রভেদ।
সত্যময় সত্যযুগ অভ্যুদয় কালে,
জন্মিল অসুরগণ কণ্টকস্বরূপ,
সুরাসুরে ঘটিল বিবাদ।
মহাবলী দেবগণ অসুর নিকরে,
পরাজিত দূরীকৃত করিল অচিরে।
অনন্তর দৈত্যগণ নিরুপায় ভাবি,
ধরাতল করিল আশ্রয়।
দনুর ঔরসে আর দিতীর জঠরে,
পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত দানবগণ,
ঘোর রোলে কাঁপায়ে ভুবন,

অবিলম্বে উদ্ভূত হইল,
চরাচর শঙ্কায় কাঁপিল !
মদমত্ত দুরন্ত দানবগণ,
দেব দ্বিজে করি অপমান,
বড় তারা অত্যাচার আরম্ভ করিল।
চৌদিকে উঠিল আর্ত্তনাদ—
থর থরি প্রকম্পিত হইল বাসুকি !
দুর্ব্বার দানবভারে হইয়ে পীড়িতা,
বসুমতী বাষ্পাকুল চোখে
ব্রহ্মার শরণাগতা হইল তখন।
স্বয়ম্ভু সর্ব্বান্তর্যামী,
এবম্বিধ ভূমির দুর্দ্দশা হেরি,
কহিলেন আশ্বাস বচনে ;—
'ধৈর্য্যের প্রতিমা তুমি অয়ি বসুন্ধরে !
বুঝিয়াছি আগমন কারণ তোমার !
অচিরাৎ তাপ তব করিব অন্তর।'
অনন্তর পদ্মযোনি দেবগণে করিয়ে আহ্বান,
করিলেন সত্বর আদেশ।
'দেবগণ, শুন শুন আমার বচন ;
দিনু ভার যথাযোগ্য জনে,
পৃথ্বীর দারুণ ভার করিতে হরণ।
যাও শীঘ্র মেদিনীমণ্ডলে,
স্ব স্ব বল বীর্য্য অনুসারে,
অসুরের বধ সাধিবারে,
নরাকারে লহ গে জনম,
বিশ্বের কল্যাণ হেতু কর প্রাণপণ।'
অতঃপর দেবগণ
ব্রহ্মার অমোঘ বাক্য শিরোধার্য্য করি,

উপনীত হইলেন বৈকুণ্ঠ ভবনে।
অন্তর্যামী নারায়ণ
দেবদের আগমন হয়ে পরিজ্ঞাত,
হাস্যমুখে কহিলেন সহস্রলোচনে ;—
'বুঝিয়াছি অভিপ্রায় হে ইন্দ্র তোমার!
ব্রহ্মার প্রেরিত হয়ে এসেছ হেথায়।
কহি শুন দেবরায়,
দেবগণে লয়ে ভুবন আলয়ে,
মূর্ত্তিমান হও ত্বরা ত্রিদশ-ঈশ্বর!
আমিও নূতন রূপ করিয়ে ধারণ,
ধরা মাঝে হব অবতার,
ঘুচাব ধরার ভার,
সুশৃঙ্খলে বিশ্বরাজ্য করিব স্থাপন।'
এইরূপে অংশক্রমে দেবতা সকলে,
ভূমণ্ডলে আবির্ভাব হইলা রাজন।

জন্মেজয়। দেবাসুর অংশাবতরণ
সংক্ষেপত করিলে কীর্ত্তন,
প্রাণ মন হইল শীতল,
জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইল হৃদয়।
সদাশয় ওহে সাধুত্তম।
শুনিতে ভরতবংশ করেছি মনন,
আদ্যোপান্ত কর হে বিস্তার।
হের হের সমাগত মহর্ষি সকলে,
কৌতূহলে চেয়ে র'ন তব মুখপানে।

বৈশম্পায়ন। হে ভরতকুলপ্রদীপ—পরীক্ষিতাত্মজ!
বিস্তীর্ণ ভরতবংশ করিব কীর্ত্তন,
কৌতূহল না রাখিব তব।
ঋষিগণ, নমস্কার করি সবাকারে,—

অবধান কর হে সকলে ;—
পুরাকালে পুরুকুলে দুষ্মন্ত নামক
মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন নৃপতি।
মান্য গণ্য বদান্য-প্রবর—
নরবর দুষ্মন্ত ধীমান,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি চতুর্ব্বর্ণ অধিষ্ঠিত হয়ে
যবনাদি ম্লেচ্ছজাতি করি বশীভূত
স্থাপিলা একাধিপত্য সদ্বীপা ধরারে।
তাঁহার ধর্ম্মের রাজ্য শাসন সময়ে,
পরদার-রত বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি
কোন লোক পাপাসক্ত ছিল না তখন।
সকলেই ধর্ম্মজ্ঞানী ধর্ম্মপরায়ণ,
চৌর্য্যভয় ব্যাধিভয় ছিল না তথায়,
স্বধর্ম্মে সবাই মগ্ন আছিল তখন।
তাঁর রাজ্য অধিকার কালে,
ঘনাবলী যথাকালে মূষলধারায়,
দিত জল, শস্যদল হইত শীতল,
নানা রত্নে ধরা সতী ছিলেন শোভিতা।
অসামান্য শক্তিমান দুষ্মন্ত রাজার
শরীর বজ্রের ন্যায় ছিল দৃঢ়ময়,
অথচ অন্তর তাঁর করুণা-নিলয়।
সমরে পরমানন্দ—
ক্ষিপ্র হস্ত শর বরিষণে ;
ভুজবীর্য্যে বিষ্ণুর সমান,
তেজে দিবাকর সম,
গাম্ভীর্য্যে অনলোপম,
ধৈর্য্যতায় বসুন্ধরা হইত লজ্জিতা।
ফলতঃ রাজন্,

দুষ্মন্তের সমসাময়িক,
অন্য কেহ ছিল না তখন।
এ হেন ধার্ম্মিক রাজা দুষ্মন্ত চরিত,
সভাস্থলে করিব কীর্ত্তন;
এক মনে শুন সভাজন।—

---

## শকুন্তলার জন্ম-সূচনা।

### প্রথম দৃশ্য।

( স্বর্গ—ইন্দ্রালয় )

ইন্দ্রাদি দেবগণ।

### পটপরিবর্ত্তন।

( অপ্সরকানন )

মেনকা প্রভৃতি অপ্সরীগণ।

গীত।

নট্ বেহাগ্—যৎ।

জোছনা ফুটিছে হাসি, চন্দ্রমা উঠিছে ভাসি,
তারাহীরা রাশি রাশি, শোভা করে নভস্থল।
শুভ্র চাঁদিনী রাত, চল ফিরি নাথ সাথ,
পবিত প্রণয়স্রোত, উছলায় অবিরল।

হৃদয়ে ধরে না প্রেম, কারে দিই উপহার,
মনমত কেবা আছে, মিশে যাই প্রাণে তার ;—
ডালি দিব কার পায়, জীবন যৌবন কায়,
কে আছ প্রেমিক এস, নিবাও এ প্রেমানল।

---

## ( ইন্দ্রের নিকট মেনকার আগমন )

মেনকা। ( প্রণামান্তর )
কি আদেশ হে দেবেশ এ দাসীর প্রতি ?
দেহ অনুমতি,
শির পাতি পালিব যতনে।

ইন্দ্র। শুন শুন রূপবতি—অপ্সরীপ্রধানা!
বড় দায়ে ঠেকেছি সকলে,
বড়ই বিপদ আজি স্বর্গ-নিকেতনে,
উপকার কর দেবতার।
সূর্য্য সম মহান তেজস্বী,
জিতেন্দ্রিয় মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ঋষি,
ঘোরতর তপোমগ্ন অবনীমণ্ডলে,
তাপিত ত্রিলোক তার তীব্র তপানলে।
প্রকম্পিত সুরপুরী নেহার' সুন্দরি!
তপ-বহ্নিশিখা সমাচ্ছন্ন করেছে চৌদিক ;
দেবতার না দেখি নিস্তার,
হৃদ্‌কম্প হতেছে আমার।
নিতম্বিনী বরারোহে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি!
ধর গো নিদেশ মম ;
বিশ্বামিত্রে ভুলাও অচিরে,
রক্ষা কর দেবতা নিকরে।

মুনি-মনোমোহিনী তুমি কামরসময়ী,
অমোঘ কটাক্ষ তব হাব ভাব লীলা,
বিদিত এ সর্ব্ব চরাচরে।
সাক্ষাৎ রতির মূর্ত্তি তুমি সুলোচনে,
প্রলোভনে ভুলাও ঋষিরে,
বিরত করহ তারে তপযোগ হতে।

মেনকা। বজ্র সম নিদারুণ তীক্ষ্ণ বাক্য চেয়ে,
বজ্রাঘাত শত অংশে শ্রেয়স্কর মম।
দেবরাজ, পদাশ্রিতে এ আদেশ কেন ?
তেজস্বী তপস্বী সেই বিশ্বামিত্র কাছে,
অবলায় কি বোলে পাঠাও ?
যাঁর ভয়ে ভীত আজি স্বয়ং বাসব,
বজ্রাস্ত্র যাঁহার তেজে নিস্তেজ পতিত ;
দেবকুল ভয়াকুল যে ঋষির কোপে
কিরূপে ভুলাবে তারে হীন মতি নারী ?
পুরন্দর, উপযুক্ত করহ বিচার।
যে রাজর্ষি মহাভাগ বশিষ্ঠ মুনির,
প্রাণ সম শত সুতে করেছে সংহার,
যে জন ক্ষত্রিয়কুলে লভিয়ে জনম,
তপোবলে ব্রহ্মত্ব লভিল ;
যিনি অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন তরে,
সৃজিলা পবিত্রা নদী আশ্রম-সম্মুখে ;
( অদ্যাপি কৌশিকী নামে যে নদী বিখ্যাত )
ক্রুদ্ধ হয়ে যে মহর্ষি প্রতিজ্ঞা করিয়ে,
দ্বিতীয় নক্ষত্রলোক করিল সৃজন ;
যিনি গুরুশাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কু রাজনে,
করিয়ে অভয় দান দিলেন আশ্রয় ;
অলৌকিক অসামান্য ক্ষমতা যাঁহার,

কিরূপে তাঁহার কাছে হব অগ্রসর?
বদন বিবরে যাঁর সাক্ষাৎ অনল,
জিহ্বা যাঁর কৃতান্ত স্বয়ং,
কি সাহসে তাঁরে প্রভো করিব স্পর্শন?
ধরি শ্রীচরণ, সহস্রলোচন,
কিঙ্করীরে কর' আশ্বাসন,
কোপানল হ'তে বল কেমনে তরিব?

ইন্দ্র। কামধনু সম,
কামময় ভ্রূযুগ কার্ম্মুক যেবা ধরে,
হৃদি বিদ্ধ কটাক্ষ ভিতরে,
বীর্য্যবান মহাবাণ ছুটে উভরড়ে,
সে জন সংসারে বল, কভু কি লো ডরে?
শত শত বীর রণে মানি পরাজয়,
যার পাছে ছুটে আসে লইতে আশ্রয়,
শান্তি নদী প্রবাহিতা যার হৃদি মাঝে,
যার রণে পরাভূত আপনি দেবেশ,
এ কাজে ত্রাসিতা কেন সেই বীর নারী?
লো সুন্দরি,
কেন হও আপনা বিস্মৃত?
যাও ত্বরা মুনি সন্নিধানে,
ধ্যান তার দেহ ভুলাইয়ে,
সুরপুরে শান্তি স্থাপ' শান্তিস্বরূপিনি!

মেনকা। ধন মান জীবন যৌবন,
সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ,
সবি আমি তোমা প্রতি করেছি নির্ভর;
শ্রেয়ঃ যাহা কর পুরন্দর,
এ ললনা শরণ তোমার।
শচীকান্ত,

একান্ত যদ্যপি মোরে পাঠাবে তথায়,
তবে কোন সদুপায় বল হে আমায়,
নিরাপদে এই কার্য্য করি হে সমাধা।
হে মেনকা-হিতৈষী—দারুণ কুলীশধারি!
যে সময়ে উগ্রতপাঃ মহর্ষি সমীপে,
মদনাভিনয়ে মত্ত হইবে এ দাসী;
যবে সেই তপঃগ্রস্ত তাপসের আঁখি
সচকিতে দর্শিবে আমায়,—
সেইকালে কাম-সখা যেন হে বসন্ত,
তথায় বসন্তে মাতি—বাসন্তী মারুতে
বিবসনা করেন আমায়;
পঞ্চশর কামমন্ত্রে হইয়ে দীক্ষিত,
হয় যেন নিপতিত মহর্ষির বুকে;
অকস্মাৎ প্রেমোন্মাদ—
হয় যেন দুর্ম্মদ তাপস।

ইন্দ্র। তথাস্তু।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

(তপোবন)

### ধ্যানমগ্ন বিশ্বামিত্র।

### মদন ও বসন্তের প্রবেশ।

মদন। বাসন্তীর আকর্ষণী মহাশক্তি বলে,
শীতের ধূম্রলরূপ হইল বিলোপ,—
পীতাভ বাসন্তী ছটা চৌদিকে রঞ্জিত।

মুকুলিত বিমল মল্লিকা মুখগুলি,
আছিল অফুটভাবে তপের আতপে,
কোকিল-কাকলী গান ছিল শুষ্ঠাগত ;
এখন তোমার সখে শুভ আগমনে,
জীবিত হইল যেন নির্জ্জীব প্রকৃতি ;
ওই শুন পিকবধূ বসন্ত বাহারে,
সুধাকণ্ঠে সুধা বর্ষি তুলিছে সুতান ;
ওই দেখ মুকুলিত ফুল্ল ফুলকুল,
তোমারে দেখিতে আহা খুলিল আনন,
ফুলের হাসিতে কত উড়িছে সুবাস ;
ঝুরু ঝুরু মলয়ের শীতল সমীর,
দহিতে বিরহী জনে দিগন্তে ছুটিল,
বসন্তে ডুবিল পৃথ্বী বাসন্তী জাগিল।
পীতাম্বরা মনোহরা বসন্ত-শোভনা,
এলোকেশী শশীমুখী প্রকৃতি সুন্দরী,
উদিল মোহনবেশে তপোবনাশ্রমে।
ভুলাতে যোগীর মন, এই ত সে শুভক্ষণ ;
এস সখে, তপস্বীর কঠোর হৃদয়ে,
অক্ষয় কামের বীজ করিগে রোপণ।

( অগ্রসর হইয়া )

যোগের আশ্চর্য্য ধর্ম্ম দেখ কাম-সখা !
যে যথায় ছিল জীব তপোবনাশ্রমে,
বসন্ত উৎপাতে ত্রস্তে জাগিয়ে উঠিল,
রসাল হইল যত রসহীন তরু ;
কিন্তু ভাই, দেখ দেখ ধ্যানস্থ তপস্বী,
সেইরূপ নিমগন সমাধি জঠরে।
জ্ঞানশূন্য—চিন্তাশূন্য বিশ্বামিত্র ঋষি।

না জানি কেমনে তাঁরে মাতাবে মদনে,
না জানি কেমনে কার্য্য হইবে সাধন ।

মদন । গুরুত্ব ভুলিলে ভাই যোগের মাহাত্ম্যে ?
অন্যমন কেন তব হে রতিরমণ ?
মদনের আগমন বুঝেনি এখনো,
এখনো বসন্তানিল যোগীর হৃদয়ে
হয় নাই প্রবাহিত,—তাই হে মন্মথ !
নিশ্চল পর্ব্বত সম যোগে যোগীশ্বর ।
ওই আসে রত্নার্থিনী রতি-সহচরী—
অপ্সরী-প্রধানা মরি মেনকা-সুন্দরী ।
হাব ভাবাবেশে হেসে হেসে মুক্তকেশে
সুরাঙ্গনা আসে ঢুলে ঢুলে ; মনসিজ !
ছাড় ছলা ; এ রূপসী যাহার নয়নে
একবার চমকিবে, কাম-হুতাশনে
তখনি জ্বলিবে তার হৃদয়-নিলয় ।

( মেনকার প্রবেশ )

মেনকা । যাঁহার কল্পিত মূর্ত্তি করিয়ে গঠন,
সংসারে সংসারী জন পূজে ভক্তিভাবে,
যাঁহার অভাবে বিশ্ব ছিল শূন্যাকার,
যাঁহার কৃপার বলে জগতের জীব
সৃষ্টিশক্তি পাইয়াছে পূর্ণ পরিমাণে ;
সেই সর্ব্বলোক-পূজ্য মহাত্মা মদনে,
সভক্তি বিনীতভাবে করিছে প্রণাম ।

( মদনকে প্রণাম )

প্রণমি চরণে তব মন্মথ-সুহৃৎ,
রতির প্রাণের ধন হে প্রকৃতিনাথ ।

অনুকূল হও প্রভো কিঙ্করীর প্রতি।

( বসন্তকে প্রণাম )

বসন্ত। স্বস্তি স্বস্তি—রতিমতি মেনকা তোমায়।

মদন। সুখে থাক সুরবালে সুন্দরি সুশীলে!
মদনের সর্ব্বস্ব রতন তুমি ধন ;
দিন দিন নাম মম করলো ঘোষণা,
শিখাও জগত জনে মদন-মহিমা।
ওই দেখ প্রাণাধিকে, বিশ্বামিত্র ঋষি
জ্ঞানহীন—তনময় সমাধি মগন!
গম্ভীর—গম্ভীর শান্তভাব,
কি প্রভাব জ্যোতিছটা নেহার মেনকে!
আছি আমি পশ্চাতে তোমার,
কিছু নাহি ভয় জেন' সার!
সাহসে হৃদয় বাঁধ,
হিত সাধ দেবমণ্ডলীর।
যাও রসময়ি, কামরসে রসাও ঋষিরে।

( প্রস্থান )

বসন্ত। সুসজ্জিতা হও লো সুন্দরি,
রহিনু পশ্চাতে তব অনিল আকারে ;
যাও—মুগ্ধ কর মহর্ষিরে।

( প্রস্থান )

মেনকা। গীত।

হরশৃঙ্গার—একতালা।

উঠ না উঠ না এস না এস না,
একবার বুকে এস, না এস না,
মিটাও আমার মনের বাসনা,
ও আমার মন মজানে হে!

আমি যে তোমায় কত ভালবাসি,
তাকি হে জান না ও হৃদয়শশী।
মুরে সারানিশি কতবার আসি,
কত আশা নিয়ে পরাণে হে।

পরমেশধ্যানমগ্ন মনে,
হায় হায় সাধ্য নাই মাতাতে মদনে।
নাহি জানি কেমনে ভুলাব ঋষিরাজে।
মনমুগ্ধকারী শৃঙ্গার রাগিণী তানে,
উতরোলে তুলিনু সুতান,
ব্যর্থ হ'ল আবাহন গান।
বধির শ্রবণ—অন্ধ দু'নয়ন,
নাহি জ্ঞান—জড়পিণ্ড সম,
ইন্দ্রিয়ের নাহিক চেতন—
মৃতবৎ বিশ্বামিত্র মুনি।
হায় হায় কত পাপে আমি রে পাপিনী,
ধ্যানগ্রস্ত মহামুনি জনে,
কুৎসিত কামনা পাশে যাই জড়াইতে!
হা দেবেন্দ্র, মহর্ষির যোগের প্রভাবে,
ব্যর্থ হ'ল মেনকার অমোঘ কটাক্ষ,
ধ্যানভঙ্গ সাধ্যাতীত মম।

নেপথ্যে মদন। নাহি ভয় মেনকা সুন্দরি!
ধ্যানমগ্ন মহর্ষির মনের মাঝারে,
ধীরে ধীরে হইতেছে বৃত্তির সঞ্চার,
নাহিক বিলম্ব আর লভিতে চেতনা।
না ত্যজ উদ্যম,
সোৎসাহে নৃত্যগীত কর আরম্ভন,

কার্য্যোদ্ধার অবিলম্বে হবে;
এই আমি হানিলাম ফুলময় শর।

( মহর্ষির হৃদয়ে ফুলময় শর পতন )

বিশ্বামিত্র। কেরে কেরে ধ্যানভঙ্গ করিলি আমার?

মেনকা।—( ত্রস্তে ) গীত।

হরশৃঙ্গার—দাদ্‌রা।

মরি মরি প্রাণে মরি, এস প্রাণ ত্বরা করি,
তব দুটি পায়ে ধরি হে।
কি ছার নীরস ধ্যানে, কেন ক্লেশ পাও প্রাণে?
আমি নারী পায়ে ধরি হে!
সুখ দিব প্রেম দিব, মুখে মুখে বুকে বুকে,
কত খেলা খেলিব হে।
নন্দনকাননে গিয়ে, নাথ হে, তোমায় নিয়ে,
কত খেলা খেলিব হে।
মরি মরি প্রাণে মরি, এস প্রাণ ত্বরা করি,
তব দুটি পায়ে ধরি হে;
আমি নারী পায়ে ধরি হে!

---

( নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান )

বিশ্বামিত্র। চপলা চমকি গেল, চক্ষের নিমেষে,
একি একি ভৌতিক স্বপন?
অকস্মাৎ প্রাণ মম কেন উচাটন?
টলিল আসন—
অন্য মন কেন রে আমার?
মহাযোগে মগ্ন ছিল প্রাণ,

বাহ্যজ্ঞান ছিল অন্তর্হিত
ত্রিসংসার ভুলেছিনু যোগের নিদ্রায়;
আচম্বিতে কে আমায় করিল চেতন ?
কেও নারী—সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী—
হাবভাবাবেশে—আলুথালু বেশে,
হেসে হেসে মনোরম নৃত্য গীত করি
চলে গেল মন ভুলাইয়ে ?
হেরিয়ে তাহার রূপ—ক্রোধ বিনিময়ে,
ভালবাসা কেন উপজিল ?
বহুবর্ষ ধ্যানাসনে আছি সমাসীন,
বিভুরূপ-কল্পনা ব্যতীত,
অন্যরূপ দেখিনি কখন,
আজ কেন সহসা বিভ্রম ?
কেন ধ্যান ভাঙ্গিল আমার ?
একি একি মনের বিকার !
বহিল বসন্তানিল অন্তরে আমার,
সুখাবেশে উন্মত্ত হইনু—নিজেরে ভুলিনু ;
তপস্যায় বীতরাগ,—নারীর সোহাগ
প্রাণে বড় হতেছে বাসনা,
কে আমার পূরায় কামনা ?
কোথা গেল ললনা সুন্দরী ?
আয় তোরে আলিঙ্গন করি !
দেখা দেরে পুনঃ,
আগুন জলেছে হৃদে ।
মরি মরি সুখাবেশে প্রাণ শিহরিল !

( নেপথ্যাভিমুখে )

ওই না ওই না সেই মূর্ত্তি ললনাময়ী ?

ইঙ্গিতে কটাক্ষ করে, প্রাণ আকর্ষণ করে,
নে রে নে রে মধুরিয়ে সুধা হাসি তোর;
হাসিতে আগুন জলে, প্রাণে মম জ্বালা জলে,
সর্ব্বনাশি, কোথা হতে এলি?
মোরে মজাইলি,
ভুলাইয়ে দিলি রে আমায়!
বিবসনা—বিবসনা—রূপসী ললনা!
লজ্জাহীনা হায়রে হা রমণি!
যেই হও পূজিব তোমায়!
তপ জপ দিনু জলাঞ্জলী,
তোরে নিয়ে মিটাইব কামনার সাধ।

( বেগে প্রস্থান )

---

## তৃতীয় দৃশ্য।

( বনপথ )

### মেনকার প্রবেশ।

মেনকা। এতদিন ভস্মাবৃত ছিল হুতাশন,
সামান্ত ফুৎকারে আজ হইল প্রকাশ।
কি দুর্দ্দিন আজি রে আমার!
ওই ওই আসে ঋষি কাঁপাইয়ে দশদিশি,
ওই সেই ভয়াল রক্তাক্ত দু'নয়ন—
হয় ঘূর্ণমান—রক্ষ' ভগবান!
প্রাণ যায়—কি হবে উপায়!
না না বিশ্বামিত্র নয়,

ত্রাসহেতু মনে হয় তারে,
মনে হয় ছুটে আসে পশ্চাতে আমার।
হা তেজস্বী তপস্বী প্রবর!
কি দোষ আমার বল ?
ব্রহ্মচারী মহাযোগী তুমি ;
মোরে হেরে মদনে মাতিলে,
তপ জপ জলাঞ্জলি দিলে,
আমারে লইয়ে তুমি হইলে সংসারী,
প্রেমরঙ্গে মত্ত হ'লে দিবা বিভাবরী ;
এতে আর কি দোষ আমার ?
হায় পুনঃ একি অবিচার!
সুরম্য কাননে, বাসন্তী পবনে
দু'জনে বেড়াই মনোসাধে,
প্রেম কথা ছাঁদে, হৃদি প্রাণ বাঁধে,
সুখের আবল্য শুধু আসে ;
এ হেন সুখের কালে হারে অপ্রেমিক !
রসভঙ্গ করি—বক্ষে বজ্রাঘাত করি,
সন্ধ্যা বন্দনাদি হেতু দিলে হে আদেশ,
'কোশাকুশী গঙ্গাজল আনিতে ত্বরায়।'
'একি ঋষি পূজার সময় ?'
উপহাসি' কথামাত্র কহিলাম তারে।
অমনি দ্বিনেত্র হ'তে অগ্নি উথলিল,
প্রেমখেলা ঘুরে গেল ;
হায় মোরে ভস্মীভূত করণ মানসে,
যেমন আমার প্রতি নেত্র নিক্ষেপিল,
গন্ধর্ব্ববিদ্যার বলে আঁখির পলকে,
অমনি অনিল সনে হইয়ে বিলীন,
নানা দেশ উপবন অতিক্রম করি'

মূর্ত্তিমতী হইলাম এই বন মাঝে।
কিন্তু,
এখনো পশিছে যেন শ্রবণে আমার
ঋষির সে ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার স্বর!

( সহসা অস্থির হইয়া )

উহুঃ উহুঃ একি রে হইল!
গর্ভের যন্ত্রনা কেন হয় অনুভব?
দেহগ্রন্থী সব মম হইল শিথিল,
অকস্মাৎ আবির্ভাব প্রসব বেদনা!
কোথা যাব—কোথায় প্রসব হব—
ওমা—ওমা—প্রাণ যায়!

( যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া )

ীন হ'ল দু'নয়ন,
পদদ্বয় ক্রমে গুরুভার,
শক্তি নাই—চলিতে না পারি,
হায়—হায় বুঝি প্রাণে মরি!
অদূরে নেহারি' ওই মালিনীর তীর,
যাই যাই—হোথা গিয়ে হইগে প্রসব—

( প্রস্থান )

---

## চতুর্থ দৃশ্য ।

( মালিনী নদীতীর )

শকুন্তগণ পরিবৃতা একটি সদ্যপ্রসূতা কন্যা শায়িতা ।

নেপথ্যে ।—        গীত ।

শুক্ল-বেলাবলী—চৌতাল ।

দানবদল-দলন, দীনেশ দীনতারণ,
পতিতপাবন প্রভু পরমেশ সনাতন ।
রমাপতি ওহে অগতির গতি,
দেহি দীনে শ্রীচরণ বিপদ-ভয়-বারণ ।
কংস-নিসূদন, কৃপাময় জগজ্জীবন,
ভ্রান্তজনে তার হে অনন্ত অবিনাশি ;
হৃদাসন পূর'—মুরহর হরি !
দীন হীনে দাও দরশন ।

---

কণ্বমুনির প্রবেশ ।

কণ্ব । দিনদেব দেখা দিল দীপ্যমান দেহে,
প্রভাত উদিল ধরাধামে,
স্নিগ্ধ হ'ল এ শরীর উষার সমীরে ।
পুণ্যতোয়া মালিনীর নীরে,
করিয়ে অবগাহন দেহ শুদ্ধ করি ।

( অগ্রসর হওন )

মরি কি সুন্দর দৃশ্য নয়নে আমার !

সুপ্তোত্থিত বন্যপাখী শকুন্ত সকলে,
কিবা দলে দলে আহা শান্তমূর্ত্তি ধরি—
বসিয়াছে তীরস্থিত তরুবর তলে।
পেয়েছে আহার বুঝি, তাই পক্ষিগণ
শান্ত হয়ে বসে আছে গহন মাঝারে!
ধীরে ধীরে হই অগ্রসর,
দেখি দেখি বিহঙ্গ নিকর,
ভোজ্যবস্তু করি পরিত্যাগ,
পলাইয়ে যায় কি না আমার শঙ্কায়!

( সচকিতে )

একি একি!
রক্তবর্ণ সদ্যজাত সুন্দর সন্তান,
কিরূপে আইল বনস্থলে?
কেরে পাষাণ-হৃদয়ে!
সন্তান প্রসব করি
হিংস্রজন্তু সমাকুল গহন কাননে—
ফেলে গেলি—নিরাশ্রয়ে ফেলি,—
স্নেহ ধর্ম্ম দিলি জলাঞ্জলি!
হা পাষাণি দুঃশীলা রমণি!
এত যদি মনে ছিল তোর,
কেন তবে এ রতনে গর্ভে দিলি স্থান?
কেন তবে এ সংসার মাঝে
জননী ধরিলি নাম?
দেখ্ রে নিষ্ঠুরে! মাতা তুই—
তোর প্রাণে নাহি ঠাঁই অপত্যের মায়া,
কিন্তু হায় বন্যজাতি বনের বিহগ,
স্বতঃসিদ্ধ বদ্ধ হয়ে বাৎসল্য প্রণয়ে

রক্ষা করে পক্ষ আবরিয়ে!
দেখে যা—মমতা শিক্ষা লভ' রে পাপিনি!
ধন্য রে অপত্যস্নেহ!
মমতায় মজিল সন্ন্যাসী।
দেখি দেখি সন্তানটি মৃত কি জীবিত!

( নিকটে গমন ও শকুন্তগণ শূন্যে উড্ডীন )

আহা, ভীত বিহঙ্গমগণ
মোর ভয়ে ভীত হয়ে হইল উড্ডীন!
পক্ষী জাতি দিব্যজ্ঞান দিল আজি মোরে!
আহা আহা কোন্ কুলে জন্মিয়াছে শিশু?
মরি রে—এমন রূপ কভু ত হেরিনি?
একবার বুকে তুলি অমূল্য রতনে!

( ভূমি হইতে শিশুকে উত্তোলন ও বক্ষে স্থাপন )

এখনো জীবিত আছে,
ধীরে ধীরে শ্বাস বহিতেছে;
উপযুক্ত পাইলে আশ্রয়,
নিশ্চয় বাঁচিতে পারে।
কন্যা বলি বোধ হয় মম;
আমি এরে নিয়ে যাই আশ্রমে আমার,
কন্যা ধনে করিব পালন,
এরে নিয়ে মিটাইব সংসারের সুখ।
কিন্তু যদি যোগধর্ম্মে পড়ে রে ব্যাঘাত!
হয় হবে—কি ক্ষতি তাহার?
অন্তরে প্রবোধ দিব,
ভাবিব—কীটাণু হয়ে,
সাধিয়াছি জগতের মহা উপকার!
জগদম্বে, হও মা সহায়,

বল দাও—বুদ্ধি দাও—অকৃত সন্তানে।
ছায়াময়ি,
ছায়ারূপে রক্ষ' মা আমায়!—

( প্রস্থান )

---

# প্রথম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

( কাননপথ )

সশর হস্ত, রথারূঢ় মৃগয়ানুগামী দুষ্মন্ত রাজা ও সারথীর প্রবেশ।

সারথী। ভো আয়ুষ্মন্!
দ্রুতগামী কৃষ্ণসার প্রতি,
আর জ্যারোপিত ধনুর্ধারী আপনার প্রতি,
যুগপৎ যখনি দেখেছি,
অমনি অন্তরে পড়ে অতি দূর ছায়া;
যেন—সাক্ষাৎমৃগানুসারী
ধনুর্ধারী ত্রিপুরারি সম্মুখে আমার।

দুষ্মন্ত। সূতবর, ওই হের—
ত্রাসাচ্ছন্ন কুরঙ্গ সুন্দর,
গ্রীবা বক্র করি—প্রাণভয়ে হইয়ে আকুল,
মুহুর্মুহুঃ চায় মম পানে।

আহা, দেখ হে সারথে!
আমার অব্যর্থ বাণ নিপতন ভয়ে
মুখভাগ পশ্চাদ্ভাগে আনি'
সঙ্কুচিত করে দেহখানি।
শ্রম হেতু কুরঙ্গের আনন হইতে,
হায় রে চর্ব্বিত অর্দ্ধ কুশাঙ্কুরদল
ভূমিতলে বিকীর্ণ হতেছে।
দেখ দেখ—অতিশয় প্লুতগতি হেতু,
শূন্যেতে শুইয়া যেন যায় কুরঙ্গম,
মৃত্তিকায় রেখামাত্র পড়ে।
বল দেখি হে ধীমান!
কি কারণ মৃগটিরে ক্ষুদ্রকায় হেরি?

সারথী। হে নৃপতি!
সমতল নয় ভূমিতল;
বন্ধুর প্রস্তরময় বনভূম হেতু
কুরঙ্গমে ক্ষুদ্রকায় হেরি।
আমার এ অশ্বরশ্মি সংযত কারণে,
রথগতি হইয়াছে হ্রাস।
সম্প্রতি হে মহীপতি!
আসিয়াছে সমতল ভাগ।

দুষ্মন্ত। হে ধীমান, তবে দ্রুত চালাও শকট,
কুরঙ্গও হতেছে নিকট,
নয়ন সরল দৃষ্টি এখনি পাইবে,
কুরঙ্গ সন্ধানে মম সুবিধা হইবে।

সারথী। (রথ চালাইয়া)
দেখুন মৃগয়াপ্রিয় দুষ্মন্ত রাজন!
অশ্বরশ্মি শ্লথহেতু সম্মুখের ভাগ,
কতই প্রশস্ত দীর্ঘ হতেছে গোচর!

তুরঙ্গের চামরাগ্রভাগ,
কেমন নিষ্কম্প স্থির হতেছে নেহার।
নিশ্চল ঊর্দ্ধাবস্থিত হতেছে শ্রবণ।
সুশিক্ষিত অশ্বগণ তব,
নিজোদ্ধৃত ধূলিকেও করি অতিক্রম,
মৃগ বেগ সহিতে না পারি,
উভরড়ে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।

দুষ্মন্ত। সত্যই সূর্য্যাশ্ব আর ইন্দ্রাশ্বকে জিনি,
তব অশ্ব তীরবেগে দিক্ ভেদ করে।
এইক্ষণে যে পদার্থ সূক্ষ্ম বোধ হয়,
ক্ষণকাল না হতে অতীত,
সুবৃহৎ হতেছে দর্শিত।
যে বস্তুর মধ্যভাগ বিচ্ছিন্ন নেহারি,
অবিলম্বে হেরি তারে সংযুক্ত সুন্দর।
রথের দারুণ বেগবশে,
যেই স্থান করি অগ্রসর,
মুহূর্ত্তে পশ্চাতে দূরে হয় নিপতিত।
দেখ হে চৌদিক যেন হয় ভ্রাম্যমান!
আমাদের তীব্রগতি হেতু,
বোধ হয় সারথী-প্রবর!
বৃক্ষগণ অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলিছে।
পেয়েছি নিকটে মৃগ,
উপযুক্ত এই অবসর।
উল্কাবেগে হানি তীব্র শর!

(শরসন্ধান)

নেপথ্যে। (গম্ভীর স্বরে) মহারাজ!
ব'ধ না ব'ধ না ওই আশ্রম-কুরঙ্গে।—

( গীত গাইতে গাইতে সশিষ্য বৈখানস মুনির প্রবেশ )

মুলতান—আড়াঠেকা।

"ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোয়মস্মিন্
মৃদুনি-মৃগশরীরে তুলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক বত হরিণকাণাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক চ নিশিত-নিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে।"

---

বৈখানস। ভো রাজন্—সদ্‌গুণ-নিলয়!
প্রণিধান করহ বচন।
ভয়ার্ত্ত কুরঙ্গ শিশু তপোবনাশ্রিত
আশ্রম-পালিত,—
রক্ষা কর—ব'ধ না জীবন।
কোথায় নবনীতুল্য কৃষ্ণসার প্রাণ,
কোথায় নিশিত তব বজ্রসার বাণ!
বিপরীত কেন ভাব রাজা?
সংহার করহে কৃত-সন্ধানসায়ক,
দেহ হে শরণাগতে অভয় প্রদান।
দুষ্টের দমন তরে, পীড়িতে উদ্ধার তরে,
শর তব সদা রত সর্ব্বচরাচরে।
নির্দোষী-বিনাশে তবে কেন হে তৎপর?
দুষ্মন্ত। শিরোধার্য্য বাক্য তব ওহে মহাভাগ,
অমোঘ আদেশে তব সংহারিনু শর।
বৈখানস। মহারাজ!
মৃগয়ায় বরবপু শ্রান্ত ক্লান্ত তব,
এই হেতু কহি আমি শুন হে পৌরব!
অদূরে নেহার' ওই মালিনীর তীরে

কুলপতি কণ্বের আশ্রম দেখা যায়।
কার্য্যের ব্যাঘাত যদি না হয় তোমার,
ওই স্থানে গিয়ে শ্রান্তি কর পরিহার।
মহর্ষি তপস্বীদের বিঘ্ন বিরহিত,
নিরখি পবিত্রতম ক্রিয়াযোগসার,
দেখিবে হে নরবর,
তব ওই জ্যাঘাত-চিহ্নিত ভুজদ্বয়,
কিরূপে হে বনাশ্রম করিছে রক্ষণ।

দুষ্মন্ত। আছেন কি কুলপতি আশ্রমে এখন ?
একবার দেখে যাব তাঁরে,
সযতনে পদধূলি ল'ব শিরে তুলি।

বৈখানস। কণ্বহীন তপোবন এবে।
অধুনা প্রাণপ্রতিমা স্বভাব-সুন্দরী
স্নেহময়ী কন্যারত্ন শকুন্তলা প্রতি,
কুলপতি দিয়ে ভার আতিথ্য সৎকার,
তাঁহার দুর্দ্দৈব শান্তি হেতু,
গিয়াছেন সোমতীর্থে মঙ্গলাচরণে।

দুষ্মন্ত। বিনীত প্রণাম মম মহর্ষি চরণে।

বৈখানস। আশীর্ব্বাদ,—
লভ' ত্বরা বংশের দুলাল !

( মুনিদ্বয়ের প্রস্থান )

দুষ্মন্ত। চালাও হে সূতবর, শিক্ষিত তুরগে,
আত্মাকে পবিত্র করি হেরি পুণ্যাশ্রম।

( উভয়ের প্রস্থান )

## দ্বিতীয় গৰ্ভাঙ্ক।

( তপোবন )

দুষ্মন্ত ও সারথীর প্রবেশ।

দুষ্মন্ত। আহা, কি সুন্দর স্থান!
দু'নয়ান পবিত্র হইল।
দেখ হে সারথে!
আহা মরি মরি, সুখে শুকসারী—
বসে আছে বৃক্ষের কোটরে।
শুক-মুখভ্রষ্ট হয়ে নীবার সমূহ,
সুখাবহ তরুতলে বিকীর্ণ হতেছে।
স্থির ধীর উন্নত পাদপরাজি,
কিবা ফল ফুলে সাজি,
শান্ত হয়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে।
বিশ্বস্ত পরাণে, কুরঙ্গমগণে
ভয় ভুলি'—না হয়ে চকিত—
রথের ঘর্ঘরধ্বনি করিয়ে শ্রবণ
তবু নহে বিচলিত।
হিংসা দ্বেষ মদশূন্য রম্য তপোবন
যেন শান্তি-নিকেতন।
চপল-মলয়ানিল মল্লিকা-আনন
চুমি' চুমি' উড়ায়ে সুবাস,
বিটপীর মূলদেশ ধৌত করিতেছে।
ঋষিদের যজ্ঞ-ধূমোদ্গমে,
বিবর্ণ হয়েছে হের কিসলয় দল।
পিকবধু উল্লাসে পঞ্চম তান তুলে,

গুন গুন গানে, ভ্রমর ভ্রমরীগণে
ফুলবধূ সীধু লোভে হয়ে লালাইত,
ফুল মুখ চারিপাশে ঘোরে অবিরত।
শান্তি শান্তি শমময় এ পুণ্য প্রদেশ,
নাহি ক্লেশ লেশ,
সুখাবেশে ভাসে প্রাণ মম।
নিরুপম মনোরম সৌন্দর্য্যের মনোলোভা শোভা
নিরখিয়ে নয়ন আমার
বড় তৃপ্তি পাইল এখন ;
আনন্দের আভা খেলে মানস-দর্পণে।
এস প্রিয়বর,
আঁখি ভরি হেরি শোভা রাশি।

( পরিক্রমণ )

অশ্বরশ্মি করহ শিথিল,
এই স্থানে রক্ষা কর রথ,
আশ্রমের সন্নিকট হয়েছি আমরা।

( রথ হইতে দুষ্মন্তের অবতরণ )

দস্যুবেশে পশিব না তপোবনাশ্রমে ;
তেয়াগি উদ্ধত এই মৃগয়ার ভাব,
অতীব বিনীতভাবে করিব গমন ;
ধনুর্ব্বাণ আভরণ করহ গ্রহণ।

( আভরণ ও ধনুর্ব্বাণ প্রদান )

দেখ সূত,
যে পর্য্যন্ত নাহি ফিরি আশ্রম হইতে,
তদবধি অশ্বদের পৃষ্ঠ স্নিগ্ধ কর।
ছায়াপ্রদ ওই তরুতলে,

যাও, গিয়ে করগে বিশ্রাম।

সারথী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

( রথ লইয়া সারথীর প্রস্থান )

দুষ্মন্ত। অবিশ্রান্তভাবে চলে বাসনা-সাগর।
আশার তরঙ্গ ফুটে, দেশ দেশান্তরে ছুটে
ছায়াময়ী মূর্ত্তি ধরে আসে ফুটে ফুটে,
তাই রে অবশ হৃদি যেন জেগে উঠে।
ওই ত অদূরে হেরি আশ্রমের দ্বার,
অবারিত—নহে রে মোদিত,
যেন অভ্যাগত জনে করিছে আহ্বান ;
যাই—ওই স্থান দিয়ে করিগে প্রবেশ।

( আশ্রমদ্বারের নিকট আগমন )

অকস্মাৎ কি কারণ
আমার দক্ষিণ হস্ত হইল স্পন্দন ?
কেন প্রাণ শুভ গান গায় ?
যেন মনে হয়
গুণবতী ভার্য্যা লাভ ঘটিবে অচিরে।
এ হেন শম-প্রধান মহা পুণ্য স্থানে
কিরূপে সম্ভব হবে স্পন্দনের ফল ?
অথবা ভবিতব্যতা কার্য্যের কারণ,
তাই বুঝি অবারিত আশ্রমের দ্বার !

নেপথ্যে। এ দিকে এ দিকে সই, এস সই প্রেমময়ি,
মল্লিকার মুখ খানি গিয়াছে শুখায়ে লো,
ব'সে আছে সন্তাপিতা তব মুখ চেয়ে লো !

দুষ্মন্ত। বীণার ঝঙ্কার চেয়ে সুমিষ্ট সুতানে
কে কাহারে করে আবাহন ?
প্রাণ মন স্নিগ্ধ হ'ল শুনি বীণাবাণী।
সলিল সিঞ্চন শব্দ শুনিতেছি কানে ;

বোধ হয় তপস্বিনীগণ
উপযুক্ত সময় আগত হেরি,
বৃক্ষগণে জলদান করিছে যতনে।
পদশব্দ হতেছে নিকট,
এ দিকে আসিবে ব'লে দিতেছে প্রমাণ।
সহসা সম্মুখে আমি হব না প্রকাশ,
বামাজাতি বড় ভয়াকুলা!
সুবৃহৎ বটবৃক্ষ মূল-অন্তরালে,
আপনায় রাখি লুকাইয়ে;
নয়ন ভরিয়ে হেরি প্রকৃতির খেলা।

( বটবৃক্ষ অন্তরালে অবস্থান )

---

পটপরিবর্ত্তন

( বৃক্ষবাটিকা )

কলসীকক্ষে শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা

স্ব স্ব সাধ্য অনুসারে—এই যে বরাঙ্গীত্রয়
জলকুম্ভ কক্ষে লয়ে হইল প্রকাশ।
অকস্মাৎ যেন পূর্ণশশী
তারা রাশি পরিবৃতা উঠিল অম্বরে!
আহা, কি মধুর আকৃতি সবার!
যার পানে ফিরাই নয়ন,
মুগ্ধ হয়ে অনিমেষে দৃষ্টি চেয়ে রয়।
আহা, স্বর্ণলতা সম,

অনুপম সরলতামাখা
ওই যে অপূর্ব্বমূর্ত্তি হেরি মধ্যস্থলে,
সমান তুলনা ওঁর আছে কি ভূতলে ?
ওই অন্তঃপুর-দুর্লভা আকৃতি
যদি হ'ল আশ্রমবাসীর,
তা হইলে সুনিশ্চয় বনলতা দিয়ে,
দূরীকৃত হইয়াছে উদ্যানলতাটি।
এই স্থানে বসে দেখি সৌন্দর্য্যমাধুরী।

শকুন্তলা। ও সই, এ দিকে দেখ, মাধবীলতাটি
আমার কলসী জল পেয়ে
কেমন সরস হয়ে উঠেছে দাঁড়ায়ে !

অনসূয়া। ওলো শকুন্তলে,
বোধ হয় তোর চেয়ে তাত কণ্ব মুনি
অধিক ভালবাসেন নবমল্লিকারে।
নহিলে, ফুলের মত তুই লো কোমলা,
তোকে কি না মাধবীর মূলে জল দিতে
নিযুক্ত করেছে পিতা দিবস শর্ব্বরী ?

শকুন্তলা। না ভাই অনসূয়া,
শুধু বাবা বলেছেন ব'লে—বাবার কথায়
আমি যে উহারে জল দিই নিশিদিন,
তাহা নয়—তা' ভেবো না ভাই,
আমিও মাধবীকাটি সহোদরা মত
সর্ব্বদাই স্নেহচক্ষে দেখি,
সর্ব্বদাই ভালবাসি।

( জল সিঞ্চন )

দুষ্মন্ত। ইনি কি কণ্বের কন্যা শকুন্তলা ধন ?
ওঃ—ভগবান কণ্ব মুনি নিশ্চয় তা হ'লে
যোগশ্রমে হয়েছেন বিবেচনা হীন।

এই আদর্শ সুন্দরী
নিতম্বিনী সুকুমারী তনয়া-রতনে,
নিয়োগ করেছে হায় আশ্রম-ধরমে।
এ সুন্দর মনোহর বর বপু খানি,
ইচ্ছা যাঁর তপক্লেশে করিতে কঠিন,
তাঁর চেয়ে কে আছে নিষ্ঠুর ?
হা কণ্ব—মুনি চূড়ামণি !
সুকোমল হায় নীলোৎপল-পত্রধারে
শমীবৃক্ষ ছেদন করিতে কেন সাধ ?
সহস্র নয়ন যদি হইত আমার,
তা হ'লেও রূপ-তৃষ্ণা মিটিত না মম !

শকুন্তলা। সই অনসূয়ে,
প্রিয়ম্বদা পাষাণী হইয়ে,
অমার বাকল খানা এমনি সবলে
ক'ষে দে'ছে বক্ষস্থলে ;
বড় ব্যথা পাই যে স্বজনি !
দেনা ভাই করিয়ে শিথিল ?

অনসূয়া। ধিক্ তুই প্রিয়ম্বদা !
চোখের মাথাটি খেয়ে দেখ্ দেখি চেয়ে,
কি কুকাজ করেছিস আজ !
ননীর প্রতিমাটিরে
আহা কি এমন ক'রে বেঁধে দিতে হয় ?
দেখ্ লো রক্তের রেখা পড়েছে বুকেতে।

প্রিয়ম্বদা। বটে লা, আমায় ধিক্ ! আমি কি করিব ?
পয়োধর-সুবিস্তারকারী—
যৌবনে দিগে যা ধিক্,
আমাকে কি হেতু দোষ দিস্ ?

দুষ্মন্ত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ চমৎকার মিষ্ট তিরস্কার !

বাস্তবিক প্রিয়ম্বদা, কি দোষ তোমার ?
যৌবন ফুটেছে অঙ্গে,
কূলে কূলে পূরেছে যৌবন,
আর কি বাঁধন সহে ?
কিন্তু আ'হা, কি অপূর্ব্ব শোভা !
যৌবনের অনুরূপ অলঙ্কার নাই,
তা ব'লে কি শকুন্তলা হয়েছে শ্রীহীনা ?
সুন্দর বল্কল-আভরণে
কত যে সুন্দরী হেরি,
বর্ণনায় কিরূপে প্রকাশি ?
পঙ্ক-লিপ্ত বলি,
পঙ্কজিনী কভু কি কুৎসিতা ?
কলঙ্ক মলিন বটে,
কিন্তু যবে শশাঙ্কের অঙ্কে বসে থাকে,
মলিনত্ব থাকে কিরে আর ?
বল্কলেও শকুন্তলা পূর্ণ শোভাময়ী ।

শকুন্তলা । প্রিয়ম্বদা, ওই দেখ,
সাধের বকুল তরু,
পবন-কম্পিত পল্লব-অঙ্গুলি দিয়ে
আমাকে আদর ক'রে করিছে আহ্বান ;
চল্ সই, জল দিয়ে শীতল করিগে ।

( বকুল বৃক্ষ সন্নিধানে আগমন )

প্রিয়ম্বদা । শকুন্তলা, একবার দাঁড়া এই থানে ;
তুই হেথা এসেছিস্ বো'লে,
বকুল গাছটি যেন উন্মত্ত হইয়ে,
বাহু তুলে তোর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়িবে ।
আহা—হা—দাঁড়া লো একবার ।

শকুন্তলা। সখি, মনে পড়ে সেই দিন ?
যেদিন বকুল শিশু লয়ে পিতা মম,
আমার হাতেতে সই দিলেন সঁপিয়ে,
সেই দিন মনে পড়ে ভাই ?
আজ দেখ, সেই মোর অমূল্য রতন
কত বড় হয়েছে কেমন!
প্রিয়ম্বদা, আজ বড় আনন্দ আমার।

প্রিয়ম্বদা। শকুন্তলা, কে যে তুমি,
এত দিনেও নারিনু জানিতে।
একবার পদার্পণ করেছ কাননে,
অমনি কানন শুদ্ধ তরুলতাগণ,
সকলে আনন্দভরে—মা—মা বলিয়ে
যেন সই নাচিয়ে উঠিল!
দেখ্ লো—দেখ্ লো আহা, কুরঙ্গ শিশুটি
তোর পানে ছুটে আসে ;
শকুন্তলা, একবার কোলে কর্ ওরে।

( একটি কুরঙ্গ শিশুর প্রবেশ )

শকুন্তলা। ও বাবা, আমাকে তুমি এত ভালবাস ?
আমাকে দেখিবা মাত্র,
ত্যজিয়ে মায়ের স্তন—
মায়ের অভয় কোল,
একেবারে ছুটে এলে পাগল হইয়ে ?

( মুখচুম্বন )

বাছা রে, যখন তোর স্নেহময়ী মাতা
পূর্ণগর্ভা ছিল এ আশ্রমে,
কত আমি করেছিনু সেবা,

তাই কি মায়ের ধার এসেছ সুধিতে?
আহা—আহা—
প্রসব-ব্যথায় ব্যথী হয়ে তোর মাতা,
অনর্গল অশ্রুজল ফেলি,
পড়িল লুটায়ে বাছা আমার চরণে,
তার দুখে আমারও আঁখি বিদরিল।
কত দেবতার আমি ধরিনু দুয়ার,
শ্রীহরিরে অন্তরে ডাকিনু,
ভালয় ভালয় কিসে হইবে প্রসব।
মুখ চাহিলেন হরি কৃপা বরষিয়ে;
অচিরাৎ জননী তোমার,
তোমা ধনে করিল প্রসব,
সাধ ক'রে 'দীর্ঘাপাঙ্গ' নাম দিনু তোরে।
বেঁচে থাক বাছা,
দুষ্ট ব্যাধে যেন তোরে না করে তাড়না,
ভুলিও না বাঁশীর আওয়াজে।
যাও বাবা, নির্ভয় অন্তরে—
খেল' গিয়ে কান্তার মাঝারে।

(কুরঙ্গ শিশুর প্রস্থান)

দুষ্মন্ত। আমি কি জাগ্রত—
কিম্বা হেরি নিদ্রায় স্বপন!
হেন অলৌকিক লীলা কভুত হেরিনু!
কে তুমি—কে তুমি—শকুন্তলা!

অনসূয়া। ওসই, ভাবের বশে সব ভুলে গেলে?
লতা-ভগ্নী বন-জ্যোৎস্নাটিরে
এক বারো জল নাহি দিলে?
মাধবীকা—সহকার-স্বয়ম্বরা বধূ—

বড়ই অভিমানিনী ;
তারেই হইল ভুল ?
শকুন্তলা। না ভাই ভুলিনি ওরে,
ক্রমে ক্রমে সকলকে জল দিয়ে যাব ।
নিজেরে ভুলিতে পারি,
কিন্তু সই তপোবনস্থিত বৃক্ষগণে
কারেও ভুলিতে পারিব না।

( লতার নিকট গমন ও জলসিঞ্চনান্তর )

ওলো—দেখে যা—দেখে যা,—
কেমন যুগল সাজে সেজেছে লতিনী !
নব কুসুমযৌবনা বন-জ্যোৎস্নাধনে
নববর সহকার করে আলিঙ্গন ;
বর ক'নে দেখে যা—দেখে যা !
দুষ্মন্ত। ধন্য রে মাধবীলতা—ধন্য সহকার !
প্রিয়ম্বদা। শকুন্তলা !
প্রস্ফুটিত মুখ খানি তোর
হাসিমাখা—ভালবাসাময়,
সেই হেতু মনের কথন কিবা ভাব
কিছু না বুঝিতে আমি পারিনু স্বজনি !
সহকার—মাধবীকা যুগল মিলন,
সত্য বটে আনন্দদর্শন ;
কিন্তু ভাই, আজ তোর প্রাণের মাঝারে
আনন্দে বিষাদ মিশে হয়েছে উদয়।
যেমন মাধবীলতা অনুরূপ বরে
মহানন্দে হয়েছে মিলিতা,
তেমতি আমিও যেন অনুরূপ বরে,
মাধবীর মত পারি হইতে মিলিতা।

চন্দ্রাননি, সত্য কথা বল দেখি খুলে,
এই ভাব মনে তব হইয়াছে কিনা ?

শকুন্তলা। এটি ভাই, নিশ্চয় তোমারি মন আশ !
দেখ দেখ, অসময়ে মাধবীলতার
হৃদয়ে কোরক কত,
আজি কালি ফুটিবে কুসুম।

অনসূয়া। শকুন্তলা, তোমাতেও ধরেছে মুকুল,
আজি কালি ফুটিবে লো বিবাহের ফুল।

শকুন্তলা। অনসূয়া, রাখ পরিহাস।

প্রিয়ম্বদা। নহে পরিহাস ;
শুনিয়াছি মহর্ষির মুখে,
মাবধীলতায় যবে ফুটিবে কলিকা,
সরলা বালিকা, সে সময়ে তোমার লো
প্রস্ফুটিবে বিবাহের ফুল।

শকুন্তলা। তোমরা এতও জান,
পরিহাস কথায় কথায়।
ওই যাঃ কলসী-জল সব ফুরাইল !
ও ভাই, তোমরা যদি মোরে দয়া ক'রে,
দু'কলসী জল ধার দাও,
এখনো অনেক গাছে জল দিতে বাকী।

প্রিয়ম্বদা। দয়া করে ধার দিতে পারি,
কিন্তু ভাই,
তুমি যদি দয়া ক'রে শোধ দিতে পার !

( সখীদ্বয়ের প্রস্থান )

শকুন্তলা। ততক্ষণ সুকোমল মালতীর মূল,
কোমল মৃত্তিকা দিয়ে করিগে লেপন।

( তথাকরণ )

দুষ্মন্ত। শকুন্তলা সত্যই কি কণ্বের দুহিতা ?
কিম্বা কোন অসবর্ণা কামিনী হইতে
উদ্ভব হয়েছে এই রমণী রতন ?
দারত্যাগী চিরদিন জানি কণ্ব মুনি,
তিনিই কি বাস্তবিক শকুন্তলা-পিতা ?
অথবা সন্দেহে মোর কিবা প্রয়োজন ?
নিশ্চয় ক্ষত্রিয় কোন শকুন্তলা-পাণি
অবাধে গ্রহিতে পারে ;
যে হেতু আমার সাধু মন,
শকুন্তলা অভিলাষী হয়েছে যখন।
ঔচিত্যের নিরূপণ স্থলে,
সাধুদের সাধু মনোবৃত্তি,
সন্দেহকে সর্ব্বদাই করে প্রত্যাখ্যান।
কিন্তু না, এখনো মম মনে
জন্মে নাই নিশ্চয় প্রতীতি,
যথার্থের নিরূপণ পূর্ণ প্রয়োজন।
শকুন্তলা। দেখেছ, এখনো তারা এল না হেথায়,
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা বড় কুঁড়ে দোঁহে।
দুষ্মন্ত। কি অবাধ্য বৃত্তিগণ মম !
আপনায় আর আমি রাখিতে না পারি !
শকুন্তলা। ও অনু—ও প্রিয়ম্বদা ! সাধ ক'রে কুঁড়ে বলি ?
আমায় একেলা ফেলি,
কতক্ষণ গিয়েছিস্ সরসীর তীরে ?
এখনও কেন তোরা না আইলি ফিরে ?
আয় লো, ত্বরায় আয় !
নেপথ্যে। ( উভয়ে ) যাই সই !

( উভয়ের পুনঃ প্রবেশ )

শকুন্তলা। পদ্মময় সরসীর জলে,

জল তুলিবার কালে—
পদ্মনালে—
জড়ায়ে গে'ছিল বুঝি পাদপদ্ম দুটি ?
কিম্বা বুঝি কোকিল পঞ্চমে ডেকেছিল,
তাই তোরা ভুলেছিলি মোরে এতক্ষণ ?

প্রিয়ম্বদা। শকুন্তলা, একি তাই ভ্রম হ'ল তোর ?
আমাদের এই পদে পদ্ম জড়াইবে ?
আমরা কোকিল গানে হইব উন্মনা ?
আমরা তোমারে এই নিরালায় ফেলি
কোথাও সুস্থির হয়ে বসেছিনু সই ?
ছি ভাই, পাগল হ'লি নাকি ?

অনসূয়া। হাঁ লো শকুন্তলা !
দল বেঁধে নল দল এসেছিল বটে ;
কিন্তু শোন্ সই, যখন তাহারা—
আমাদের শ্রীপদ হেরিল,
অমনি জলের তলে লুটায়ে পড়িল।
আহা, তারা বড় সাধে এসেছিল ;
ভেবেছিল, পে'নু বুঝি শকুন্তলা-পদ।
খানিক পায়ের তলে লুটায়ে পড়িব,
খানিক পায়ের শোভা বিস্তার করিব ;
তা ভাই, তাদের সাধ হ'ল না পূরণ।
আরো শোন্ শকুন্তলা,
কোকিলও উঠেছিল ঝঙ্কার করিতে।
যখন আমরা আসি বনপথ দিয়ে,
একটা কোকিল ভাই বৃক্ষ ডালে বসে,
দেখিল চকিতে আহা মুখ বাড়াইয়ে,
শকুন্তলা আছে কি না আছে এর মাঝে,
তা হ'লে তাহার রূপ গানেতে ঘোষিত।

কিন্তু আহা, মরি মরি, যখন হেরিল
এর মাঝে দয়াময়ী শকুন্তলা নাই,
অমনি চক্ষের ধারে পাখীটি ভাসিল,
তার সে সুখের গান মুখেই রহিল!

দুষ্মন্ত। চমৎকার অভিনয় প্রেমরঙ্গস্থলে,
পবিত্র সখীত্বভাব অপূর্ব্ব নয়নে।

শকুন্তলা। (সসম্ভ্রমে) ওমা আমি কোথা যাব!
বিষাক্ত ভ্রমর দুষ্ট মাধবীকা ছেড়ে
উড়ে এল আমার মুখের পানে;
ওলো—ওলো এখনি দংশাবে!

দুষ্মন্ত। ধন্য ধন্য ভাগ্যধর—তুমি মধুকর!
চঞ্চল চপলাময় খঞ্জন নয়নে,
কি ভাব দেখিয়া তুমি হও অগ্রসর?
সুন্দরীর শ্রবণের পাশে,
গুন গুন গান গেয়ে গোপন-কৌশলে
কি কথা শুনাতে এত হয়েছ ব্যাকুল?
তুমি ধাও সুধা হেতু প্রেমোন্মাদ হয়ে,
আর ইনি সসম্ভ্রমে হস্ত সঞ্চালনে
বাধা দেন, তথাপি তুমি ত
সকল সুখের সারভূত—
চন্দ্রাধর চুম্বনে ছাড় না।
তত্ত্ব অন্বেষণে আমি হয়েও মগন
সত্যতত্ত্ব নারিনু জানিতে,
আর তুমি মুহূর্ত্তেকে সমর্থ হইলে?

শকুন্তলা। (অস্থির হইয়া)
যা—যা—যা—আ মোলো—দুষ্ট এখনো গেল না?
যেথা যাই সেখানে যে আসে!
হাঁ লা, তোরা চুপ করে আছিস্ দাঁড়ায়ে,—

তামাসা দেখিস্ নাকি ?

( সখীদ্বয়ের হাস্য )

সকল সময়ে হাসি ?
যাই আমি ব'লে দি'গে গৌতমী পিসীকে !

( প্রস্থানোদ্যম )

উভয়ে । না—লো, না লো—যাস্‌নে যাস্‌নে শোন্ বলি !

প্রিয়ম্বদা । বলি সই, অলির কি দোষ ?
ফুটেছে কুসুম কলি ফুলেশ্বরী হয়ে,
সুবাসে পূরেছে দশদিক্,
দিগ্বিদিক্ হারা হয়ে,
মধুলোভে অন্ধ হয়ে,
তাই লো জুটেছে অলি ;
আহা, তারে তাড়িয়ে দিস্‌নে !
মাথা খাস্ কথা শোন্ ভাই !

শকুন্তলা । আবার যে এ দিকেও আসে !
দূর হ—দূর হ—
না বাপু, হেথায় থাকা হ'ল না আমার ।

অনসূয়া । সাধ্য কি মোদের সই রক্ষা করি তোরে ?
মহারাজা দুষ্মন্তের লহগে শরণ ।
দুষ্টের দমন তিনি শিষ্টের পালন ;
তপোবন যাঁর গুণে শান্তভাব ধরে ।

দুষ্মন্ত । আপনাকে করিতে প্রকাশ,
উপযুক্ত এই অবকাশ ।
ভয় নাই—ভয় নাই !
( অর্দ্ধোক্তে স্বগত )
না না না না রাজভাব হইবে প্রকাশ,
এইরূপে দিই গে আভাস—

অনসূয়া। মাথা খাস্ যাস্‌নে স্বজনি!
ওই ওই দেখ্ না লো, ভ্রমরটা উড়ে গেল!

( শীঘ্র দুষ্মন্ত প্রকাশিত হইয়া )

দুষ্মন্ত। দণ্ডবিধানের তরে দুর্ব্বিনীতগণে
যে দুষ্মন্ত রত সদা সমগ্র ভুবনে,
যার দাপে পাষণ্ড বিনীত;
তথাপি সরলা ওই তপস্বী কন্যায়
কে অন্যায় অবিনয় করে ব্যবহার?

( সকলে চমকিত হওন )

প্রিয়ম্বদা। একি—না না—
মহাশয়, হয় নাই কোন অত্যাচার!
দুষ্মন্ত। তপস্যার কুশল ত' আনতবদনে!

( শকুন্তলা মৌনবতী )

অনসূয়া। ভবাদৃশ মহাত্মার শুভ আগমনে,
অমঙ্গল নাহি ঘটে তপস্যা-ধরমে।
শকুন্তলে,
সর্ব্বগুন-অলঙ্কৃত পেয়েছ অতিথি;
যাও ভাই পর্ণ কুটীরেতে,
ফল-মিশ্র অর্ঘ্য নিয়ে এস,
যথোচিত সেবা কর অভ্যাগত জনে,
পাদ্য হের পূর্ণকুম্ভ-জল।
দুষ্মন্ত। পাদ্য অর্ঘ্য নাহি প্রয়োজন,
তোমাদের মিষ্ট বাক্যে হয়েছি শীতল,
পূর্ণভাবে আতিথ্য পেয়েছি।
প্রিয়ম্বদা। তবে এই ছায়াময় সুশীতল স্থানে,
সপ্তপর্ণ বেদীকায় ব'স মহাভাগ!

দুষ্মন্ত। আসিয়ে এ ধৰ্ম্মারণ্যে নহি শ্রান্ত আমি ;
শান্তিপূর্ণ বাসন্তী হিল্লোলে
বড় শান্ত হয়েছে অন্তর।
লৌকিকতা অনুরোধে কহি হে কল্যাণি,
সরল প্রসন্নময়ী এ তিন মূরতি,
হেরি আমি বড় শ্রমবতী,
অনুরোধ তাঁহাদের প্রতি,
লইয়ে এ অতিথিরে এই বৃক্ষতলে,
তাঁরাও বিশ্রাম লাভ করুন এখন।

অনসূয়া। আমরা আশ্রমী ;
অতিথির বাসনা-আদেশ
মোদের কর্ত্তব্য কৰ্ম্ম করিতে পালন।
শকুন্তলে,
এস ভাই বসি এই স্থলে।

( সকলের উপবেশন )

শকুন্তলা। ( স্বগত ) নেহারিয়ে দেবোপম এ মহাপুরুষে,
কেন হেন তাপস-বিরোধী—
দারুণ বিকৃতভাব হতেছে হৃদয়ে ?

প্রিয়ম্বদা। ( জনান্তিকে ) অনসূয়ে,
মধুর গম্ভীরাকৃতি কে এ মহাজন ?
প্রশান্ত দেবত্বভাব লক্ষিছে ইহাঁয়,
ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি সম হেরি দীপ্তিময়,
কেমন মধুরভাষী কেমন বিনীত !
অতুল প্রভাবশালী নরাধিপ সম
অলক্ষিতে গুণরাশি হতেছে প্রকাশ।

অনসূয়া। সত্য সই, আমারো হতেছে কৌতূহল,
ইচ্ছা হয় লই পরিচয়।

প্রিয়ম্বদা। ভাল, তবে বিলম্বে কি ফল ?
জিজ্ঞাসা কর্ না সই!
দেখ—দেখ,
শকুন্তলা বিস্ফারিত চোখে—
ইঙ্গিতে এ কথা নিতে দিতেছে আভাস।

অনসূয়া। ও ভাই, আমার মনে কেমন আনন্দ হ'ল,
কে যেন কানের পাশে কি কথা বলিয়ে গেল।
যা থাকে কপালে, আমি জিজ্ঞাসি ইহাঁরে।
( দুষ্মন্তের প্রতি )
হে মহাত্মা অতিথি-প্রবর!
নিরখিয়ে অসামান্য কান্তি বপু তব,
ত্বদীয় মধুরালাপে আশ্বাসিত হয়ে
জিজ্ঞাসি পবিত্র মনে সাহস করিয়ে,
কহ দেব, কোন্ কুল করেছ উজ্জ্বল ?
কোন্ দেশবাসিগণে বিরহে কাঁদায়ে,
বন ভ্রমণের ক্লেশ করেছ গ্রহণ ?

শকুন্তলা। ( স্বগত ) হে হৃদয়, হয়ো না উতলা,
তোমারি মনের কথা হয়েছে জিজ্ঞাসা!

দুষ্মন্ত। ( স্বগত ) এ বড় দারুণ প্রশ্ন হয়েছে আমায় ;
কেমনে প্রকাশ করি,
আপনায় কেমনে লুকাই ?
উপস্থিত বুঝিতে না পারি।
দুই দিকে আবর্ত্ত নেহারি,
অতি সুকঠিন সূক্ষ্ম এই মধ্যস্থল,—
হোক্—তবু বলি এইরূপে ;—
মহারাজা দুষ্মন্ত শাসনে,
তপোবনে মহর্ষিগণের
যাগক্রিয়া হয় কি না নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন,

ধর্ম্মারণ্যে তাই আমি করেছি প্রবেশ।

অনসূয়া। এক্ষণে সনাথ হ'ল ধর্ম্মাচারিগণ।

( শকুন্তলার একবার দুষ্মন্তের ও আরবার
অনসূয়ার প্রতি সলজ্জ দৃষ্টি )

প্রিয়ম্বদা। ( স্বগত ) অস্ফুট প্রণয়চিহ্ন শকুন্তলা চোখে,
অনুরাগ হতেছে সঞ্চার—
ধন্য বিধি ঘটনা তোমার,
অপূর্ব্ব মিলনভার দে'ছ যোগ্য জনে।
( কম্পিত হইয়া )
মা মঙ্গলময়ি!
মঙ্গল কর মা এই কণ্ব-তনয়ার।

অনসূয়া। আহা প্রিয়ম্বদে!
আজ যদি মহর্ষি হেথায় থাকিতেন!

শকুন্তলা। ( সোৎসাহে ) কেন কেন—তা' হ'লে কি হ'ত?

অনসূয়া। জীবন-সর্ব্বস্ব দিয়ে অতিথি বিশেষে,
আজ তিনি ভালবেসে করিতেন সেবা!

শকুন্তলা। ( কপট রোষে ) যাও—যাও—খালি পরিহাস!
হয় চুপ কর,
না হয় এখনি আমি হেথা হতে যাব।

( উঠিয়া উপবেশন )

দুষ্মন্ত। তোমাদের সখীর সম্বন্ধে
বিশেষ জিজ্ঞাস্য কিছু আছয়ে আমার।

প্রিয়ম্বদা। আপনার এরূপ প্রার্থনা,
আমাদের এ'ত' অনুগ্রহ;
বলুন, কি প্রশ্ন আপনার?

দুষ্মন্ত। জানি আমি কণ্বমুনি চিরব্রহ্মচারী,

এ সংসারে ত্যেয়াগি পুরুষ;
তবে কহ সখীগণ!
কিরূপে সৌন্দর্য্যময়ী ললনা-রতন,
'কণ্ঠা' নামে অভিহিতা হইল তাঁহার?

প্রিয়ম্বদা। রাজঋষি কৌশিক ঔরসে,
আর স্বর্গ-নিবাসিনী মেনকা জঠরে
জন্মেছেন শকুন্তলা বালা;
মহাতপা কণ্ব মুনি এঁর পালয়িতা।

দুষ্মন্ত। বুঝিনু এখন,
মোহিনী তরলপ্রভা ক্ষণপ্রভা কভু,
পঙ্ক হতে জন্মিতে কি পারে?
নচেৎ মানুষীগর্ভে
এরূপের সম্ভব কোথায়?
( স্বগত ) এত ক্ষণে আশা বুঝি বলবতী হ'ল;
হে হৃদয়, যাকে তুমি অনল ভাবিয়ে
এতক্ষণ অতি দূরে ছিলে;
এবে বুঝ—সে অনল নয়,
স্পর্শক্ষম-মহারত্ন উজ্জ্বলে বিমল।
কিন্তু এখনো সন্দেহ আছে;
অসামান্যা অনূঢ়া কন্যায়
কণ্ব যদি অন্য কারে কন্যা শুভদানে
মনস্থ করিয়ে থাকে—তা হ'লে কি হবে?

প্রিয়ম্বদা। মনভাব—মুখভাগে হয় প্রকটিত;
মহাশয়,
বোধ হয় আরো কিছু করিবে জিজ্ঞাসা।

দুষ্মন্ত। পবিত্র জাহ্নবী জলে অবগাহনিতে
কাহার অসাধ হবে বল?
শুনিবারে তোমাদের সখীর চরিত

মনে বড় হতেছে বাসনা,
তাই আমি আরো কিছু করিব জিজ্ঞাসা।

প্রিয়ম্বদা। আদেশ করুন প্রভো,
তপোবন-বাসিনী বালায়
জিজ্ঞাসিতে কেন দেব হও সঙ্কুচিত ?
বলুন, অম্লান মুখে দিব হে উত্তর।

দুষ্মন্ত। এই যে পরমা নারী বিদ্যা-স্বরূপিণী,
যাঁরে হেরি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী,
ইনি কি কৌমার-ব্রত লয়েছেন শুভে ?
চারুনেত্রা—সরলতাময়ী—
বিজন-সঙ্গিনী কুরঙ্গিনী সনে
চিরদিন করিবেন বাস ?
বাণপ্রস্থ আশ্রয় কি তাঁর ?

প্রিয়ম্বদা। ইচ্ছায় যাঁহার পদে বুদ্ধি প্রাণ মন
সমর্পণ করেছেন গুরুপদ-প্রাণা,
সেই শ্রীগুরুর ইচ্ছা সখীর বাসনা,
তাঁহারি ইচ্ছার বশে সখী পরাধীনা।
সম্প্রতি ঋষির ইচ্ছা হয়েছে ধীমান,
সৎপাত্রে সমর্পণ করি শকুন্তলে,
দায়ভার হতে তিনি বিমুক্ত হবেন।

দুষ্মন্ত। আমার প্রাণের আশা পূর্ণ কি হবে না ?
হৃদয়, আশ্বস্ত হও ;
স্বপ্ন তব সত্য বলি হ'ল নিরূপণ।

প্রিয়ম্বদা। শকুন্তলা, একবার হাস দেখি ভাই,
মনের মতন বর এসেছে আশ্রমে,
ভাল ক'রে কথা ক'না সই !

শকুন্তলা। ( ক্রোধের ভান করিয়া )
অনু, আমি যাই,—

কখন রব না হেথা।

অনসূয়া। কেন কেন—কোথা যাবে অতিথিরে ফেলে ?

শকুন্তলা। দেখ দেখি, প্রিয়ম্বদা—
যাহা খুসী বলে তার যাহা মুখে আসে।

( গাত্রোত্থান )

প্রিয়ম্বদা। ( ত্রস্তে শকুন্তলার অঞ্চল ধরিয়া )
কোথা যাও রোষময়ি !
দু'কলসী জল ধার মনে আছে ত লো ?
আগে তার শোধ দাও,—
তার পর অতিথির আতিথ্য ফেলিয়ে,
মাতৃহীন করিয়ে কানন,
যথা ইচ্ছা চলে যেও !

দুষ্মন্ত। প্রিয়ম্বদে, বিবাদের প্রয়োজন নাই,
ধর ধর অতিথি মিনতি।
দেখ আহা, মৃণাল জিনিয়া হাত দুটি,
সলিল সেচনে মরি হয়েছে অবশ।
অবিরত কুম্ভ উত্তোলনে,
অংস দেশ সমন্বিত,
হস্ততল হয়েছে লোহিত,
পরিশ্রান্তা সুকোমলা কুমারী রতন।
আহা, দেখ ঘন শ্বাসে
স্তনদেশ হতেছে কম্পিত ;
কমলাস্যে ঘর্ম্মজল,
শিরীষ প্রসূনময় মনোহর কর্ণভূষা—
সংরুদ্ধ করত—
অবিরত হয় বিগলিত।
নেহার নেহার ওই ফুলের কবরী

মালিকা-বন্ধন টুটি'—হতেছে শিথিল।
প্রিয়ম্বদে, ক্ষমা কর ওঁরে ;
যদি তাঁর ঋণ পরিশোধ—
একান্তই তব প্রয়োজন,
লহ মম হীরক অঙ্গুরী ;
কৃপা করি ঋণভার তাঁর,
দেহ লো আমার প্রতি !

উভয়ে। ( অঙ্গুরীয়কে দুষ্মন্ত নাম পাঠ করিয়া সচকিতে )
একি—একি !
"মহারাজাধিরাজ দুষ্মন্ত !"

( পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন )

দুষ্মন্ত। বিস্ময়ের নাহিক কারণ ;
রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজার সাম্রাজ্য
পরিদর্শনের ছলে এসেছি বলিয়ে,
মহারাজ কৃপা করি অঙ্গুরীয় দিয়ে
করেছেন বরণ আমায় ;
নগরের শান্তিরক্ষী আমি হে অতিথি।

প্রিয়ম্বদা। আমরা তাপসী,
অমূল্য অঙ্গুরী-মূল্য না পারি বুঝিতে ;
ত্বদীয় অঙ্গুলী হতে এ হেন অঙ্গুরী
ভ্রষ্টযোগ্য নয় কভু দেব !
বিশেষ রাজার দান,
তাহে মোরা কেন লোভী হব ?
অতএব অঙ্গুরীয় নাহি প্রয়োজন,
জলেই জলের ধার হবে পরিশোধ।
প্রিয়সখী জলঋণী আমাদের কাছে,
অঙ্গুরীয় চাহি না আমরা।

শুন শকুন্তলে, এই কৃপালু মহাত্মা,
কিম্বা মহারাজ তোকে মুক্ত করেছেন,
যাও ভাই, এখন অঋণী হ'লে।

শকুন্তলা। (স্বগত) এখন ত উঠিতে পারি না,
পদদ্বয় চলিতে চাহে না,
আমার এমন কেন হ'ল?
নিরখি অপূর্ব্বমূর্ত্তি পুরুষউত্তমে,
কেন মনে হতেছে যন্ত্রণা?
আমি যাই—
মন কেন যেতে নাহি চায়?

অনসূয়া। এখন বসিয়া কেন—পা সরে না বুঝি?

শকুন্তলা। আমার যদি না ইচ্ছা হয়;
থাকি, যাই—তাতে তোরা বলিবার কে?

দুষ্মন্ত। (স্বগত) আসক্তির চরম বিকাশ!
উচ্ছৃঙ্খলে হম অগ্রসর—
পিছে অনুরাগ যেন করে আকর্ষণ!
যৌনবতী হেরি সুশীলায়,
তথাপি কি ভাবে যেন কি কথা বলিতে,
শকুন্তলা হতেছে তৎপর।
অন্য মনে অন্য ভাবে অন্তরাল দিয়ে,
আমার চক্ষুর সনে ওই চক্ষুদ্বয়,
মুহুর্মুহুঃ হতেছে মিলিত।
শকুন্তলা মোর প্রতি
হয়েছে কি অনুরাগবতী?

নেপথ্যে। সন্নিহিত হে তপস্বিগণ!
হও সাবধান,—
আশ্রম-কুরঙ্গগণে রক্ষা কর সবে;
দারুণ মৃগয়াপ্রিয় দুষ্মন্ত রাজন

এসেছেন মৃগয়া করিতে,
হায় রে কুরঙ্গকুল হইল ব্যথিত!
বজ্রপাত সম ওহো অশ্ব-পদস্বনে—
তপোবন বিদীর্ণ হইল!
ধূলিরাশি অন্ধকার করিল চৌদিক—
মহাবিঘ্ন তপোবনাশ্রমে।

দুষ্মন্ত। (স্বগত) হা ধিক্!
হায় রে! নিশ্চয় যত পুরবাসিগণে,
আসিয়াছে মোর অন্বেষণে!
এদের কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই?

নেপথ্যে। সাবধান—সাবধান!
রাজেন্দ্রের মহাধ্বজ-রথ নেহারিয়ে—
মহাভয়ে ভীত হয়ে বন্য-হস্তিগণ,
মদমত্ত ছুটে উভয়ায়!
হায় হায় সর্ব্বনাশ হ'ল—মোদের তপস্যা ভঙ্গ হ'ল—
পলাইল কে কোথায়—কুরঙ্গিনীগণ।—

দুষ্মন্ত। বিনা দোষে হায় আজি ঋষিদের কাছে
বিরাগভাজন হতে হ'ল!

প্রিয়ম্বদা। চ' ভাই কুটীরে যাই;
কি জানি যদি বা আসে এই দিক পানে।
মহোদয় হে সজ্জন অতিথি-প্রবর!
নিদারুণ কোলাহলে—সভয়—চকিতা—
বিবর্ণ—হয়েছে হের লজ্জাবতী লতা,
আমরাও হয়েছি সভীতা।
ক্ষম' দোষ অবলা বালার!
মিনতি করি হে পদে শুন মহাভাগ,
পুনঃ যেন পাই হে দর্শন।
বড় সাধ ছিল সবাকার,

করিতাম অতিথির মনমত সেবা,
সে সাধে ঘটিল আজি দারুণ বিষাদ।

দুষ্মন্ত। বিধাতা যদ্যপি কভু দিন দেন মোরে,
পুনঃ দেখা হবে পুনঃ আতিথ্য লভিব!

শকুন্তলা। উহুঃ উহুঃ কুশাঙ্কুরে পা'টা কেটে গেল!
অনসূয়ে, দেখ্ না—দেখ্ না।

( কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া )

আবার বাকল খানা কুরবকের ডালে
গেল জড়াইয়ে,—
ছাড়িয়ে দাও না বোন্!

অনসূয়া। আরো কত হবে!

( অলক্ষ্যে দুষ্মন্তকে দেখিতে দেখিতে ছলক্রমে বিলম্ব করতঃ সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলার প্রস্থান )

দুষ্মন্ত। ( দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া )
চলে গেল—
শকুন্তলা শল্যাঘাত করে চলে গেল!
আহা এই স্থান—
এই স্থানে শকুন্তলা ছিল এতক্ষণ।
না রে না—যাব না,—
এই স্থান ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।
আমার কনক-লতা এই লতাটিতে—
এতক্ষণ জল দিতে ছিল।
হে লতিনি! বড় তুমি যতনের ধন—
থাক—থাক—শকুন্তলা নিয়ে সুখে থাক।
যাই—যাই—
কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাই!

ভুলিতে কি পারিব রে শকুন্তলা মুখ,—
সেই হাসি সেই চক্ষু ভুলিতে পারিব ?
দেহ যায়—
হৃদয়-পতকা কিন্তু—যে দিকে উড়িতেছিল,—
সেই দিকে ফিরিয়ে রহিল !—

( প্রস্থান )

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

( শিবির-সম্মুখ )

### মাধব্য।

মাধব্য। এই গর্‌মী হাওয়ায় গর্‌মী ধূলায়—
বিজন্ বনের গাচ্ তলাটায়—
আকাট্ মেরে বসে আছে কে ?
ভবের হিড়িক্ দেখ্‌ছে যে !
গাছ্‌টার পাতা পড়ে,
পাগল্‌টার টনক নড়ে ;
ফল্‌টা পেকে উঠে,
পাগল্‌টা খেতে ছুটে ;
পাখীটা নিঝুম মেরে গাছের ডালে শোয়,
ক্ষ্যাপাটার ঘুমের ঘোরে ভূমে মাথা নোয়।
দেখ্ দেখ্ দেখ—মাছ্‌রাঙ্গাটা—
মরিরে টুক্ টুক্ টুক্,
পুকুর পাড়ে বসে আছে চুপ্ চুপ্ চুপ্ ;
দিচ্ছে সাড়া—মাছের পাড়া,

পাখীটা মনের বলে উঠ্‌লো খাড়া,
ঝপাং ক'রে পড়্‌লো জলে,
ভাস্‌ছিল যে মর্‌বে বোলে,
ওই ওই নিলে তুলে—গেল চ'লে যাঃ !
ও পাগল ! সকাল থেকে কাজ কল্লে কি ?
ক্ষুধানলে কল্‌জে জলে শুষ্‌ছে তোমার জী।
ছি ছি ছি ! মিছামিছি রাজার সাথে এলে,
কাজ কি গোলে,—এই বেলাটায় যাও না কেন চ'লে ?
সাধ করে কি বলি আমি সোনার জগৎ খানা,
একটা আস্ত পাগল-খানা !
রাজা পাগল—আমি পাগল—পাগল ভাবলোক,
পাগলের বুঝ্‌তে নারি হর্ষ-বিষাদ শোক !
ওরে ও তরুলতা !
শোন্‌ রে শোন্‌ আমার কথা !
রাজার সনে এসে মৃগয়ায়,
এখন আমার প্রাণটা জ্বলে যায়।
তোমরা সব সাক্ষী থাক,
আমার দুর্দ্দশা দেখ !
আরো একটা মজার কথা শোন ;
কোথাকার এক মুনির মেয়ে,
দিয়েছেন তাঁর মাথা খেয়ে ;
এই কি তাঁর প্রেমের সময় ?
বাতিক ত কম নয়।
বরং এক গণ্ডুষে সাগর শোষা যায়,
তবু তাঁরে রাজধানীতে ফিরে নে' যাওয়া কারো কর্ম্ম নয়।
এই যে আসেন ধনুকধর ;
মলিন ভাবে—প্রেমাবেশে,
আস্‌ছেন প্রেমে ভেসে ভেসে ;

এখন এক কাজ করি না কেন?
বেঁকে চুরে দাঁড়াই আমি কৃষ্ণ ঠাকুর যেন।
যদি বল—ওরে ক্ষ্যাপা এখন কেমন জ্ঞান?
কি করি বল—এতেও যদি পাই পরিত্রাণ।

( দুষ্মন্তের প্রবেশ )

দুষ্মন্ত। পাব কি—পাব কি—তারে?
মহারত্ন পাব কি এ বুকে?
সে কিরে আমার হবে?
শকুন্তলা—আমার প্রাণের শকুন্তলা!
অনুরাগ কোমল হৃদয়ে তব
পশেছে কি প্রেমময়ি!
আমার পরাণে হায়, যে জ্বালা জ্বলেছে,
তুমিও কি সে জ্বালা পেয়েছ?
অথবা অজ্ঞান আমি;
স্বর্গের সৌন্দর্য্যমাখা দেবী প্রতিমায়,
কল্পনার ভাবনায় ভাবি,
হৃদয়ে ভুলিয়ে রাখি।
আমি যে প্রেমান্ধ,
তা বলে কি মোর মত তারেও হেরিব?
আহা মনে পড়ে সরলার খেলা;
যখন সে লীলাময়ী সখীদের সনে,
বৃক্ষমূলে জল দিতে গেল,
মন্থর গমনে তার
কি অপূর্ব্ব শোভা নিরখিনু!
বাক্যালাপে প্রকাশিল প্রেমের মাধুরী,
মরি মরি,
কি সুন্দর বিধাতার সৃষ্টির চাতুরী!

মাধব্য। হা—হ—মহারাজার—হা—হ!
আজ গিয়েছি নিরেট মেরে—
হাত পা আমার নাহি সরে।
খালি মুখে বল্‌তে হ'ল—
মহারাজার—হা—হ!

দুষ্মন্ত। একি হে মাধব্য!
হস্ত পদ ভগ্ন কেন তব?

মাধব্য। আপন চোখে গোঁজা মেরে—
জল পড়্‌ছে কেন বলেন!
পা টা ভেঙ্গে পথের দোষ,
মেরে পরে আপ্‌শোস!

দুষ্মন্ত। বুঝিতে নারিনু সখা বচন-প্রণালী,
কহ ভাই, এ দশা কি হেতু?

মাধব্য। সাধে আমি কাঁদি?
সাধে আমার নয়নজলে বইছে বুকে নদী?
ঐ বেত গাছটার দশা দেখে কাঁদি।
আহা দেখ দেখি চেয়ে,
গাছটা গেছে নুয়ে!
আচ্ছা রাজা, ও আপনি কুঁজো হ'ল,
না কেউ বা করে দিল?

দুষ্মন্ত। হা পাগল।
নদীস্রোতে ক্ষুদ্র তরু হয়েছে নমিত।

মাধব্য। তেমনি আমিও
প্রভুর মৃগয়া-স্রোতে হয়ে গেছি মৃত।
মহারাজ, বনে বনে দৌড়াদৌড়ি করে,
হাড়গোড় ভাঙ্গা অষ্টাবক্র করেছেন মোরে;
গরিব বামনের ছেলেটারে
মেরো না সখা একেবারে।

হাত নেই যে আশীর্ব্বাদ করি,
খালি মুখে তবু দুটো বলি,
মনোরথ সিদ্ধ নিশ্চয় হবে।

দুষ্মন্ত। হবে কিহে পূর্ণ-মনোরথ ?

মাধব্য। নরপাল,
কথাটা কি কানে গেল ?

দুষ্মন্ত। মৃগয়ায় সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণা মম ;
শকুন্তলা-পালয়িতা কুরঙ্গিনীগণে ;
নিরখিলে যাদের নয়ন
পড়ে মনে যে আনন্দ আঁখি,
কোন্ প্রাণে শরত্যাগ করিবে অধম ?

মাধব্য। চুপ—একেবারেই চুপ !
আমি মরি চেঁচিয়ে,
রাজা কাঁদে হাঁপিয়ে !
মহারাজ, দেখ চেয়ে,
আমি আছি মুখ চেয়ে !

দুষ্মন্ত। কেন সখা ?

মাধব্য। আবার কেন সখা !
আজ কি বাঘের সঙ্গে হবে দেখা ?
কি চিন্তা কর্‌ছ সখা ?

দুষ্মন্ত। চিন্তি মনে,
কি উপায়ে বয়স্যের ইচ্ছাপূর্ণ করি।
হে মাধব্য,
মৃগয়ার নাহি প্রয়োজন,
বিশ্রাম লভিব আজি।

মাধব্য। চিরজীবী হ'ন নরোত্তম !
রণে—বনে—
আর সেই তপোবনে জয়লাভ করুন।

( রৈবতকের প্রবেশ )

রৈবতক। মহারাজ, অশ্বগণ হয়েছে সবল।

দুষ্মন্ত। রৈবতক, সেনাপতি কোথা ?

রৈবতক। মৃগয়ায় প্রস্তুত হইয়ে,
নরনাথ, ওই হের, আসে সেনাপতি।

( সেনাপতির প্রবেশ )

সেনাপতি। জয় হোক মহারাজ!
গিয়েছিনু মৃগ অন্বেষণে।
হেরিলাম বন-স্থানে স্থানে,
শ্বাপদের পদচিহ্নচয়।
মহারাজ, মৃগয়ার হয়েছে উদ্যোগ।

দুষ্মন্ত। ভদ্রসেন,
নীতিজ্ঞ মাধব্য আজি,
মৃগয়ায় নিরুৎসাহ করেছে আমারে।
আজ আমি তাহার কথায়,
মৃগয়ায় লভিব বিশ্রাম।

সেনাপতি। মহারাজ,
ভীরুর এ উপদেশ প্রলাপ বচন!
মৃগয়ার কি অসীম মনের আনন্দ,
ক্ষীণজীবি এ শৃগাল কি বুঝিবে তার ?
প্রাণভয়ে ভীত হয়ে কুরঙ্গ যথন,
দুস্তর কান্তার মাঝে করে পলায়ন,
না হয় লক্ষিত যবে অবয়ব তার,
শুদ্ধ তার বেগ মাত্র হয় অনুভব,
সে বীরত্বমাথা আহা মুহূর্ত্তকালের—
স্ফূর্ত্তিপ্রদ বিমল আনন্দ,—
* এ আলস্যপরায়ণ,

সামান্য উদরজীবি ভীরু কি বুঝিবে ;
যখন দুর্দ্দান্ত সেই ভীষণ শার্দ্দুল—
ক্রোধভরে—
বিকট দশন ওহো বহির্গত ক'রে—
আক্রমণ করিবারে আসে,
খর শরে নিপাতিত করা—
কত যে আনন্দ-কর,
কাপুরুষ এ শৃগাল কি বুঝিবে তার ?
মহারাজ, চলুন চলুন মৃগয়ায়,
আর আমাদের প্রভো, বিলম্ব না সয় !

মাধব্য। আরে মোলো লক্ষ্মীছাড়া বুনো !
তুই আবার মোতে এলি কেন ?
তোর ও সব সয়,—আমাদের কাছে নয়।
বাঘা ভালুকোর মুখে পড়্
আর হবি না নড়্ চড়্।
এই শোন্,—আমার এই মুখের কথায়,
ধরে রেখেছি মহারাজায় ;—
মহারাজা কখনই যাবেন না—যাবেন না,—
এই ব্রাহ্মণের কথা আজ—নড়্বে না—নড়্বে না !

দুষ্মন্ত। ভদ্রসেন, শুনহ আদেশ !—
শান্তিপূর্ণ আশ্রমের সন্নিকটে আছি,
এই হেতু মৃগয়ায় ক্ষান্ত দিব আজি।
পরিশ্রান্ত মৃগকুলে অটবী ছায়ায়,
রোমন্থ করিতে দাও।
নির্ব্বিঘ্নে মহিষগণে,
দাও আজি জলাশয়ে করিতে ক্রীড়ন।
মনসাধে বরাহ নিকর,
নির্ভয়ে পল্বলে যাক্ মুকুতা খননে,

সুস্থা রাখ বিহঙ্গিনীগণে ;
শান্তভাবে রাখহ কানন,
আমারও ধনুর্ব্বাণ লভুক বিশ্রাম।
আরো শুন সেনাপতি,
সাবধানে মম আজ্ঞা সৈনিকমণ্ডলে
করগে প্রচার ত্বরা,—
গর্ব্বে তারা হয়ে আত্মহারা
তপ-পরায়ণ সেই তাপস সকলে,
কোনরূপ অত্যাচার নাহি করে যেন।
জেন' স্থির হে সেনানায়ক !
তপস্বীর প্রাণ-অভ্যন্তরে,
গূঢ়-দাহাত্মক তেজ আছে হে নিহিত ;
যদি তাহা জ্বলে একবার,—
তা' হ'লে কাহারো আর নাহিরে নিস্তার।
সুখস্পর্শ-সূর্য্যকান্তমণি,
সূর্য্যতেজে মহাতেজ করেছে ধারণ !
যাও সেনাগণে এবে করগে বারণ।

সেনাপতি শিরোধার্য্য রাজার আদেশ।

(প্রস্থান)

মাধব্য দূর হও হতভাগা,—
শান্তং পাপং !
যাক্—আপদ মিটে গেল,
আমার প্রাণটা স্থির হ'ল্।
মহারাজ শুনুন,—
হেথায় একবার বসুন ;
পাথর খানা সিংহাসন করি,
গাছের ডাল চন্দ্রাতপে ঘিরি

( উভয়ের উপবেশন )

দুষ্মন্ত। মাধব্য, তোমারি জয় হ'ল!
সেনাপতি ফিরে গেল,
সৈন্যগণ বিশ্রাম লভিল,
এখন একটি কার্য্য সাধিতে হইবে!
সে কার্য্যেতে পরিশ্রম নাই!

মাধব্য। ( সাহ্লাদে ) কি কি কি—কোন কার্য্য ?
সেই বুঝি সেই অনিবার্য্য—
দক্ষিণ হস্তের মহাকার্য্য—
উদর দেবের পরিচর্য্যা ?
হেঃ হেঃ হেঃ—ভাল—ভাল!
ভোজনাৎ পরতরং নহি।

লুচি রুচিং করোতি নিয়তং আলু ভর্জ্জ সমেতং।
কচি মাংসে রুচিং দধতি নিয়তং পয়সান্ন ততঃ কিং॥
রসয়তি রসনাং রম্ভা রসবল্লভা।
সন্দেশে দ্বেষ রহিতঃ কচুরী চূর্ণ কল্পা॥
মোহয়তি মোহনভোগে খাজা কিবা সথজা।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুক্তং এতৎ সুখাদ্যং ভূয়াৎ॥
—ইতি শ্রীভোজন পুরাণে পূর্ণকণ্ঠঃ।

রাখ-ভাই ভোজন পুরাণ!
কার্য্য সিদ্ধ হ'লে,
বিধিমতে করিব সন্তোষ;
আজ আমি যে অমৃত লাভে,
সর্ব্বদাই হই লালায়িত;
বিধাতঃ, সে সুধা লাভ কবে হবে মম ?
দেখ সখে,

এখনো তোমার চক্ষু হয়নি সফল,
যে হেতু অপূর্ব্ব বস্তু দেখনি এখনো!

মাধব্য। বটে—বটে অপূর্ব্ব জিনিস্?
আপনার চেয়ে কিছু আছে অপরূপ!
কহ রাজা, একি হে বিদ্রূপ?

দুষ্মন্ত। আহা শকুন্তলা মরি প্রেমের কুসুম।
নিরুপমা মনোরমা বালা—
কার গলে দিবে ফুলমালা?
হে মাধব্য! দেখিলাম অপূর্ব্ব মাধুরী!
বুঝি বিধি—
জগতের সুষমা কুড়ায়ে,
একাধারে সে মুরতি করেছে সৃজন!

মাধব্য। মহারাজ, তার কথা ছেড়ে দিন্,
সে ত নয় স্বেচ্ছাধীন—
যার তার গলায় দেবে মালা?
সে হচ্ছে ঋষির বালা,—
ক্ষত্রিয়-গলায় কেন সখা দেবে মালা?

দুষ্মন্ত। জান না—জান না সখা,
বিদ্যাধরী মেনকা-জঠরে,
ক্ষত্রিয়-প্রসূত—
শকুন্তলা রমণীরতন!

মাধব্য। পিণ্ডি খেজুর খেয়ে খেয়ে মুখ্‌টা গেছে মেরে,
এখন বুঝি তেঁতুল দিয়ে মুখটা নেবে সেরে?

দুষ্মন্ত। স্বচক্ষে দেখনি ভাই,
তাই হেন প্রলাপ তোমার।

মাধব্য। রাজার যা মনে ধরে,
মন্দ কেউ কি বল্‌তে পারে?
কি জানেন মহারাজ,

ডুব্‌তে বড় ভয় হয়,
কূলে বসে দেখাই ভাল ভাব্‌ব আগে হয় কি নয়
আপনি যাচ্ছেন ডুব্‌তে,
আমরা লাগি ভাব্‌তে।
বলি জল কত ?
তলা পাব ত ?

দুষ্মন্ত। জানি না হে এ সংসারে কে সে ভাগধার।
নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্যের রাশি
অনাঘ্রাত বিমল কুসুম,
মরি রে সৌরভালয় কমল কলিকা,
অনাবিদ্ধ—শোভাময়—নির্ম্মল পরশমণি—
সুরাসুর দুর্লভ অমৃত—
ত্রিলোকের সার বস্তু—
জানি না হে কার ভোগ্য হবে।

মাধব্য। আর বিলম্ব নয় রাজা, আর বিলম্ব নয়!
ইঙ্গুল তেলে চিকণ কেশী,
অধর ভরা মধুর হাসি,
অপরূপ সে মোহন শশী,
যার বরণ হেরে পলায় নিশি,
আলোকরা সেই রূপসী,
এখন যেন হয় না বাসী ;
তোমার সেই প্রাণ প্রেয়সী,
বাকল পরা পক্ককেশী—
একটা যেন বনবাসী,
করে না তায় হৃদয়শশী।
ভাল, তাই যেন হ'ল ;
বিয়ে কচ্ছেন যাঁরে,
তাঁর কি ইচ্ছা আছে আপনাকে বে' করে ?

দুষ্মন্ত। স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবতঃ বড় লজ্জাশীলা,
কিন্তু তবু সে আমার শকুন্তলা,
সখীদের অলক্ষ্যেতে—
সচকিতে ঘন ঘন হরিণীনয়ন দিয়ে,
বারেবারে দেখেছে আমায়।
হেরিয়াছি পূর্ণশশী মুখে,
প্রাণভোলা সুধামাখা হাসি।
গোপনীয় প্রণয়-রতন
ভস্মাবৃত হুতাশন সম
ধিকি ধিকি প্রজ্জলিত হৃদে।

মাধব্য। তবে ত এখান থেকেই বুঝি—
শকুন্তলা রাজী;
এবার তোমায় দেখ্‌লে,
শকুন্তলা ভাবের ভুলে,
তড়াক্ করে উঠ্‌বে তোমার কোলে।
বাবা, একেই বলে মৃগয়া করা!
প্রাণে মরা—প্রাণে মরা!—
মৃগয়ায় এসেছেন অনেক কষ্টে,
এখন জড়িয়ে পড়েছেন আষ্টে পিষ্টে।

দুষ্মন্ত। সুচতুর বুদ্ধিমান সুপণ্ডিত তুমি;
বল দেখি ভাই,
কি উপায়ে পুনরায় পশি সেইখানে?

মাধব্য। হুঁঃ—তার আবার ভাব্‌না,—
জোরে চ'লে যান্ না।
আপনি হলেন রাজা,
তারা হ'ল প্রজা!—

দুষ্মন্ত। বল দেখি কি কৌশল করি!

মাধব্য। গিয়ে হাত পাতুন,—

জোর ক'রে কর আদায় করুন।
এই ছলে যান্,—
গিয়ে মধু খান্!

দুষ্মন্ত। ধিক্ মূর্খ! এই যুক্তি তব?
এখনো তপস্বীদের মাহাত্ম্য বোঝনি?
তাঁহাদের প্রেরিত সামান্য কর,
বহুমূল্য রত্নরাশি চেয়ে,
সমাদৃত আমার নিকটে।
হা বাতুল,
দুষ্মন্ত কপটে সেথা করিবে প্রবেশ?
বশীভূত-করদ-নৃপতিগণ হতে,
যে প্রভূত ধন হয় সংগ্রহিত,
তাহা ত' নশ্বর,—
সে অর্থে যে পরমার্থ হয় অপলোপ।
কিন্তু শুন,—মহা মহা তপস্বী সকলে—
প্রীতমনে—
তপস্যার ষষ্ঠ ভাগ যে দান করেন,
অক্ষয় অবিনশ্বর—সে অমূল্য ধন!
যদি আমি নাহি পাই শকুন্তলাকেও—
তবু ও জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত হব না,
না না—অনৈতিক কৌশল তোমার।

নেপথ্যে। আঃ এতক্ষণে কৃতার্থ হইনু!—

দুষ্মন্ত। শুন শুন, গম্ভীর প্রশান্ত স্বর!
বোধ হয় আসিছেন তপস্বী সকলে।

( দৌবারিকের প্রবেশ )

দৌবারিক। জয় হ'ক মহারাজ!
আসিছেন তপস্বী দু'জন,

মহারাজে করিতে দর্শন।—

দুষ্মন্ত। সমাদরে লয়ে এস তাপস দু'জনে।

( দৌবারিকের প্রস্থান ও ঋষিদ্বয় সহিত পুনঃ প্রবেশ )

১ম তাপস। কি প্রশান্ত গম্ভীর প্রভাব!
প্রতাপ ধর্ম্মের সনে স্থিত একাধারে,—
ভয়-ভক্তি যুগপৎ হৃদয়ে সঞ্চারে!
এতদিনে জানিলাম,—
পার্থক্য কিছুই নাই রাজা ও ঋষিতে!
সর্ব্বভোগ্য সুখসেবা রাজত্ব-আশ্রমে—
প্রবল প্রতাপান্বিত দুষ্মন্ত নৃমণি,
রক্ষাযোগে নিমগ্ন সদাই,
প্রত্যহ তপঃসঞ্চয় হতেছে তাঁহার!
অধুনা সুকবিগণ
তাঁহাদের নিজ নিজ কবিতা গাঁথায়,
দুষ্মন্তের নামোল্লেখ করি—
বলেছেন,—'আদর্শ-ধার্ম্মিক নরপতি';
কিন্তু আমাদের মতে বলি,—
মহারাজা 'তাপস-প্রধান নরপতি।'

উভয়ে।— গীত।

আড়ানা-বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

রক্ষ রক্ষ রক্ষভয়াৎ হে নৃপতে সাম্প্রতং।
করোতীহ নিশাচরঃ তপোবিঘ্নসাধনং॥
নিবার্য্যতাং নিবার্য্যতাং দুর্নিবারনিশাচরঃ।
ত্বংহি নৃপ পালয়িতা রক্ষয়িতা কাননং॥

দুষ্মন্ত। মহাত্মার সন্দর্শনে আজি ধন্য আমি।
সভক্তি প্রণাম বিপ্রপদে।

(প্রণাম)

উভয়ে। জয়োস্তু—জয়োস্তু!—

দুষ্মন্ত। হৃদয়-উচ্ছ্বাস গীতে বুঝিনু সজ্জন,
দুরন্ত রাক্ষসগণ কানন-আশ্রম—
করিতেছে উৎপীড়ন।
ভাল, আমি যাব এইক্ষণে,
ত্বদীয় আদেশক্রমে,
দুষ্টগণে করিব সংহার।
মহাত্মন্, এতে আর অনুনয় কেন?
আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম আমিই করিব।
এ দাস ত তপোবনে শান্তিরক্ষা হেতু—
সর্ব্বদাই আছে নিয়োজিত।

১ম তাপস। এ দেবত্বভাব যদি না থাকে তোমাতে,
তবে কার গুণগ্রামে বদ্ধ বসুন্ধরা?

২য় তাপস। গন্ধর্ব্বের সপ্তসুরা বীণার সুতানে,—
এই গুণে,—এই মহাত্মার গুণ গান—
বাসব-সভায় ধায় সমীরে মাতিয়ে।

উভয়ে। জয় জয় মহারাজা দুষ্মন্তের জয়!

(উভয়ের প্রস্থান)

মাধব্য। আনন্দের নাইক ওর,
চোরে পেলে খোলা দোর!

দুষ্মন্ত। যাবে কি মাধব্য, তুমি তপোবনাশ্রমে—
শকুন্তলা দরশনে?—

মাধব্য। হাঁ—আগে তার ইচ্ছা ছিল,
এখন সেটা দূরে গেল!—

উঃ ! গাটা শিউরে উঠে,—
রাক্ষসের নাম যখন রটে !—

দুষ্মন্ত। ভয় কি তোমার সখা,—
যথা যাবে ছায়া সম রব পাছে পাছে।

মাধব্য। বাবারে রাক্ষস !—
লম্বা লম্বা হাতীর মত কান,
চক্ষু দুটো সূর্য্য মত আগুন মাখান,
এত বড় মুখের হাঁ,
উহুঃ আমার উল্‌সে গা !
যাব না—যাব না !—
শুনেই গাটা কাঁপে,
এখন পেছিয়ে পড়ি ফাঁকে !

( জনৈক দূতের প্রবেশ )

দূত। প্রণিধান,—
রাজমাতা পুত্রপিণ্ড-ব্রতউদ্যাপনে,
নাহিক বিলম্ব আর,
হস্তিনায় যেতে হবে প্রভু।

মাধব্য। এইবার হ'ল রুদ্ধ শ্বাস,
ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাস।

দুষ্মন্ত। এ দিকে তপস্বীকার্য্য,
অন্যদিকে গুরুজন-অলঙ্ঘ্য আদেশ,
কোন্ দিক করি অতিক্রম ?

মাধব্য। এখন মৌনব্রতই উত্তম।

দুষ্মন্ত। চলেছে বারিধি হায় অবিরাম গতি,
সম্মুখে বিস্তীর্ণ শৈলে লাগিল আঘাত,
দুই ভাগে বিভক্ত হইল।

( চিন্তা করিয়া )

দেখ ভাই,
মাতৃগণ পুত্রভাবে লয়েছে তোমায়,
অতএব করি অনুমতি,
যাও ত্বরা হস্তিনায়।
তথায় জননীগণে,
আমার প্রণাম দিয়ে কহিবে তাঁদের,
'তপস্বীর মহাকার্য্য করি সম্পাদন,
অবিলম্বে ফিরিব নগরে।'
যাও সখা, বাক্য ধর মোর।
হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী লইয়ে এখন
গমনের উদ্যোগ করগে!—

মাধব্য। যেমন করে ছোট রাজা যায়
তেমনি করে যাব হস্তিনায়?

দুষ্মন্ত। তপোবনে বিঘ্ন দূর হেতু,
আমি ভিন্ন সবাকায় দিনু তব সনে,
সাবধানে লয়ে যাও ভাই!

মাধব্য। তা' ব'লে এমন যেন হয় না তব মনে,
রাক্ষসের ভয়ে আমি মরে আছি প্রাণে।
এখন আমি যুবরাজ,
আমার হাতে কত কাজ!

দুষ্মন্ত। এ ব্রাহ্মণ নিতান্ত চপল,
শকুন্তলা সম্বন্ধীয় সকল ঘটনা,—
হয় ত বলিতে পারে মাতার সমীপে।
দেখ বীরবর, এক কাজ কর,
মনে রাখ যা বলি তোমায়।
শান্তি-প্রীতি সংস্থাপন হেতু
ঋষির আদেশক্রমে যাই তপোবনে।
মুনিবালা—শকুন্তলা ধনে কাজ নাই;—

কারণ, সে হ'ল ভাই ঋষির তনয়া,
কি সম্বন্ধ তার সনে মম?
পরিহাসছলে,
উপন্যাস করে ছিনু শুধু,
সত্য নয় সকলি অলীক।

মাধব্য। কোথায় হে সৈন্য সামন্তগণ!
শুন আমার অমোঘ বচন,—
রথ প্রস্তুত কর,
আমায় নিয়ে সর।
বল্লে হয় না বাবা,
রাজার ভাই রাজ প্রতিনিধি—ছোট রাজা আমি!

( প্রস্থান )

দুষ্মন্ত। ঈশ্বর, সহায় হও।

( অন্যদিকে প্রস্থান )

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

( মালিনী-নদীতট )

কুশহস্তে তাপস কুমারগণের প্রবেশ।

১ম তাপস। মহারাজা দুষ্মন্তের অতুল প্রভাব!
সাক্ষাৎ ভাস্কর-প্রভা তেজ ছটা তাঁর।
তপোবনে যেমন প্রবিষ্ট হইলেন,

অমনি রাক্ষসগণ
কে কোথায় পলাল চৌদিকে।
বাণের সন্ধান দূরে থাক্,
হুঙ্কার সদৃশ ভীম জ্যা রব শুনিয়ে—
বিঘ্নগণ অদৃশ্য হইল।
শান্তিময় নিকেতন এবে তপোবন।

২য় তাপস। যে নাম ঘোষিত ছিল ভারত সমাজে,
আজ সেই ভারত-ঈশ্বর হেরে,
চক্ষু কর্ণ-বিবাদ ভাঙ্গিল;
বাস্তবিক মহারাজা ধর্ম্মঅবতার!

৩য় তাপস। বেদি সংস্কার তরে
চল ভাই কুশ লয়ে,
ঋত্বিকগণের কাছে যাই।

( পদ্মপত্র হস্তে প্রিয়ম্বদার প্রবেশ )

১ম তাপস। প্রিয়ম্বদে, পদ্মপত্রে প্রয়োজন কিবা ?

প্রিয়ম্বদা। অতিরিক্ত রৌদ্রের উত্তাপে
শকুন্তলা-দেহলতা লতিয়ে পড়েছে।
তাই তাঁরে বীজনের তরে,
উশীর লেপিত এই পদ্মপত্র খানি,
হে কুমার,
লয়ে যাই অতি সযতনে।

১ম তাপস। শীঘ্র যাও, ভাল ক'রে সেবা কর তাঁর!
আহা শকুন্তলা—
ভগবান শ্রীকণ্বের আনন্দ-উচ্ছ্বাস।
যজ্ঞীয় পবিত্র শান্তিজল
মাতা গৌতমীকে দিয়ে দিতেছি পাঠায়ে।

( সকলের প্রস্থান ও দুষ্মন্তের প্রবেশ )

তপস্যার তেজবীর্য্য জানি,
জানি আমি তপস্বী ক্ষমতা,
প্রেমময়ী সে কনক লতা
সম্পূর্ণ যে পরাধীনা তাও জানি আমি।
তথাপি হায় রে এই তাপিত অন্তর
কিছুতেই মানে না প্রবোধ।
ভগবান্ হে মন্মথ!
জগতে বিখ্যাত তুমি 'ফুলশর' নামে,
তবে তব ফুলবাণে এত অগ্নি কেন?
অতল সাগরে যথা বাড়ব-অনল,
তেমতি কি হর-কোপানল
তোমাতে হে আজিও উজ্জল?
তুষার সত্যই কিহে দাহভাব ধরে?
হায় হায়—
কে জানিত তব শর বজ্রসার ময়?
স্বেচ্ছায় হৃদয় পাতি লয়েছি আগুন,
স্বেচ্ছায় পুড়িতে হবে,
তোমাকে বা দোষ দিই কেন?
আশার আশায় থাকি,
প্রাণে বাঁধি বাসনা পূরাতে,
পেতে দেছি হৃদয় আমার,
তাই ত আকর্ণ পূরি করেছ সন্ধান,
তবে আর তোমাকে বা দোষ দিই কেন?

(কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া)

ফুরাল আমার কার্য্য;
সদস্যেরা লয়েছে বিদায়,
এখন কোথায় গিয়ে করি শ্রান্তিদূর?

হায়, শ্রান্তিদূর হবে কি আমার ?
শকুন্তলা-দরশন বিনা
এ জীবনে কোথা শান্তি আর ?
যাই—দ্রুত যাই—বড় প্রাণ অধীর হয়েছে,—
আর তারে না দেখে থাকিতে নাহি পারি !

( কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া )

প্রখর রৌদ্রের তাপে উত্তপ্ত চৌদিক,
জীবপুঞ্জ স্নিগ্ধ-ছায়া করে অন্বেষণ।
বোধ হয় শকুন্তলা সখীদের সনে,
তমালাচ্ছাদিত ওই নদীতীর-কুঞ্জে
থাকিলে ও থাকিতে পারেন।
তবে যাই—আরো দ্রুত যাই।
পদচিহ্ন হেরি আমি শ্বেত-বালুকায় ;
শকুন্তলা, তোমারি কি পদচিহ্ন এই ?
এসেছিলে সমীর সেবনে,
বালুকায় আগমন নিশান রাখিয়ে
কাঁদাইয়ে দুষ্মন্তে তোমার,
পুনঃ কেন চলে গেলে ?
এইমাত্র কে তুলিল বৃক্ষটীর ফুল ?
বৃন্ত হতে এখনো ঝরিছে রসসার।
পাতা গুলি এখনও পড়িছে লতিয়ে।
শকুন্তলা,—তুমিই কি ফুলগুলি তুলে লয়ে গেলে—
পাতা গুলি তুমিই ছিঁড়িলে ?
কোথা গেলে,—শকুন্তলা, কোথা আছ তুমি ?
যাই—আর সুস্থির হব না।
আহা শকুন্তলা ! কি মধুর নামটি তোমার !

( প্রস্থান )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

( নদীতীরস্থ লতাকুঞ্জ )

শকুন্তলা শায়িতা, উভয়পার্শ্বে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা

প্রিয়ম্বদা। ( পদ্মপত্র বীজন করতঃ )
শকুন্তলা, পদ্মপত্র-বিমল বাতাসে—
শরীর কি সুস্থ হ'ল ভাই?

শকুন্তলা। ( সকাতরে ) তোমরা আমায় কিগো করিছ বাতাস?
আহা, আমার কারণে—
কত ক্লেশ পেতেছ তোমরা!

অনসূয়া। পাব ক্লেশ তোমার সেবায়?
এ কথা ব'ল না সই,
তপ্ত শেল বাজে যেন বুকে;
হরি, রক্ষা কর শকুন্তলা ধনে!—

( অলক্ষ্যে দুষ্মন্তের প্রবেশ )

দুষ্মন্ত। একি! শকুন্তলা কি হেতু এমন?
সুতন্বীরে ব্যাধি কি ঘেরিল?
হা হতভাগ্য!
বিশুষ্ক কনকলতা আমারি কারণে।
হায় যারে হেরিনু সে দিন,
কুসুমিত লতার মতন—
কান্তির ছটায় দিক্ আলো করে ছিল,
আজ সেই শকুন্তলা,—
ভূলুণ্ঠিতা বৃন্তহীন কুসুম সমান!
তবে কি আমারো মত অন্তর জ্বালায়—

জ্বলেছেন শকুন্তলা ধন ?
অথবা আতপ-তাপে—
ঝলসিতা হয়েছে কোমলা।
অপরূপ মরি কি রূপ রে !
শকুন্তলা অসুস্থা হলেও—
জগতদুর্লভা বলি হয় অনুমান।
আজও বসি অলক্ষিতে হেরি শোভা রাশি।

( বৃক্ষান্তরালে উপবিষ্ট )

প্রিয়ম্বদা। (জনান্তিকে) দেখ অনসূয়ে,
সেই মহাত্মার সনে দর্শন অবধি,
স্বজনীর ভাবান্তর হেরি।
শকুন্তলা-পীড়ার কি ইহাই কারণ ?

অনসূয়া। আমার ত বোধ হয় তাই,
র'স ভাই, ছলক্রমে জিজ্ঞাসি উঁহারে!
শকুন্তলা, সহসা এমন হ'লে কেন ?
খুলিয়া বল না বোন!

দুষ্মন্ত। আমারো শুনিতে প্রাণ হতেছে ব্যাকুল।

প্রিয়ম্বদা। খুলে বল সরলা আমার,
এ বিকার কি হেতু তোমার ?
কি কারণ ভাবান্তর হেন ?

শকুন্তলা। কি সই—কি বল মোরে—কি জিজ্ঞাসা কর,—
কারণ—কারণ—হাঃ—জানি না কারণ।

অনসূয়া। ও ভাই বুঝেছি!
দেখ শকুন্তলে,
অনুরাগ শিখিনি কখন,
মদনের গূঢ়ভাব বুঝিনি এখনো ;
কিন্তু আমি উপাখ্যানে শুনেছি স্বজনি,

নবপ্রেমে পরাণ মজিলে
ঠিক ভাই, তোর মত ব্যাধি তার ঘটে।
সখি, সত্য বল,
বিরহ-বিকারে তুমি জর্জ্জরিত না ত?

প্রিয়ম্বদা। বল শকুন্তলা,
মাথা খাও গোপন কোরো না;
কি রোগ তোমার—
না জানিলে কি করে করিব প্রতীকার?

শকুন্তলা। মুখে আসে ফুটে না ত সই,
কি বলি, তাহার আমি পাই না ত ঠিক।—
তোমাদের পায়ে পড়ি আর সুধাও না,
আমি কিছু বলিতে পারি না!

( দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ )

অনসূয়া। এটি ভাই, নিতান্তই অন্যায় তোমার,
না বলিলে হবে কেন সই?
আহা স্বর্ণচাঁপা—কালিমায় মাখা,
সুকোমল তনুখানি শীর্ণ হইতেছে,
দিন দিন প্রবল হতেছে ব্যাধি,
নিরবধি অন্যমনা হেরি।
পায়ে ধরি বল শকুন্তলা,
তবাশ্রিতা কিঙ্করী দুজন,
তোমা তরে বড়ই ব্যাকুলা।

শকুন্তলা। এ অনলে কেন ভাই দিতেছ আহুতি?
আমার এ অসহ্য দুঃখেতে,
কেন ভাই তোমাদেরও করিব দুঃখিত?

প্রিয়ম্বদা। তাই ত তোমারে এত সাধি,
তাই ত তোমার কাছে কাঁদি!

চিরদিন সমভাগে দেছ সুখ তব,
আজি দুঃখভাগ দিতে কেন গো কাতরা ?
প্রাণের বেদনা তব নিব দুই জনে।
বল রে প্রাণের শকুন্তলা !
কি জ্বালা পেয়েছ প্রাণে ?

শকুন্তলা। সই রে, লজ্জার মাথা খেয়ে,
কহি আমি—শুন শুন সহৃদয় হয়ে,
যে দিন দেখেছি আমি সেই——

প্রিয়ম্বদা। (জনান্তিকে)
যা মনে ভেবেছি আমি তাহাই ঘটিল !
শকুন্তলা,
যোগ্যপাত্রে করিয়াছে আত্ম-সমর্পণ ;
কিন্তু মনে হয় অনুমান,
সে জন দুষ্মন্ত ভিন্ন অন্য কেহ নয়।

অনসূয়া। মহাসাগরের পানে মহাগতি ভরে,
মহানদী হইবে মিলিতা,
ইহাই ত বিধির বিধান,
অতি পল্লবিত ভার মাধবীলতার—
সহকার বিনে আর কে পারে বহিতে ?
শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রতি—
হইয়াছে অনুরাগবতী।
প্রজাপতি, ধন্য তব নির্ব্বন্ধ-বাঁধন !

দুষ্মন্ত। আমি বলি চন্দ্রলেখা বিশাখার প্রতি,
স্বতঃই হতেছে সংমিলিত।

অনসূয়া। প্রিয়ম্বদা, শুনিলে ত ব্যাধি,
ঔষধির উপায় কি হবে ?
গোপনে অথচ শীঘ্র—
বল দেখি কি উপায়ে করি আহরণ ?

প্রিয়ম্বদা। শীঘ্র সম্পাদন করা নহে সুদুষ্কর,
কিরূপে গোপনে হবে তাহাই ভবনা।

অনসূয়া। তাই ত কি করি!

প্রিয়ম্বদা। আচ্ছা অনসূয়া, তোমার কি মনে হয়,
দুষ্মন্ত কি সমাসক্ত শকুন্তলা প্রতি?

অনসূয়া। আমার ত নিশ্চয় হতেছে,
তা না হ'লে সখীই বা দুষ্মন্ত উপরি,
অকস্মাৎ একেবারে টলিবে কি হেতু?
দু'জনেই দুজনে বেঁধেছে।

প্রিয়ম্বদা। তবে এক কাজ করি এস,
গোপনে প্রণয়-লিপি একখানি লিখে,
পদ্মের ভিতরে ঢেকে দিয়ে আসি চল।

অনসূয়া। এ উপায় মন্দ নয়—কি বল স্বজনি!

শকুন্তলা। অসহায়া মুনি বালা বলি,
যদি তিনি অগ্রাহ্য করেন!

দুষ্মন্ত। কি বলিলে শকুন্তলা, অগ্রাহ্য করিব!
হা ললনা, জান না জান না,—
দুষ্মন্ত যে কি দশায় করে অবস্থান,
অন্তর্যামী ভগবান বিনে
কে বুঝিবে এ তিন ভুবনে?

প্রিয়ম্বদা। অশুভ ভাবনা হেন ভেবো না স্বজনি,
তব চিন্তামণি,—
যাঁরে ভেবে উন্মাদিনী দিবস রজনী,
অমূল্য রতন বলি নিবেন তুলিয়ে তিনি।

অনসূয়া। শকুন্তলা, কি লিখিবে—কর লো কল্পনা,
লজ্জার সময় নয় গোপন ক'রো না!—

শকুন্তলা। দাও তবে পদ্মপত্র খানি,
নখরে অক্ষর তুলি কবিতা গাঁথিয়ে।

( নখর দ্বারা পত্র লিখন )

প্রিয়ম্বদা। কি লিখিলে একবার পড় না স্বজনি!

শকুন্তলা। ( পত্রপঠন )

না জানি কেমন তব পাষাণ হৃদয়,
পদাশ্রিতা জনে এত কেন নিরদয়?
একবার দেখা দিয়ে, অভাগীরে কাঁদাইয়ে,
কোথা গেলে প্রিয়তম, প্রাণ মন কাঁদে মম,
এস এস বুক ফেটে যায়,
দেখা দাও প্রাণধন, পদ-শরণায়!

দুষ্মন্ত। ( সহসা প্রকাশিত হইয়া )

সত্য শকুন্তলা, আমি পাষাণ হৃদয়,
সত্য সত্য আমি নিরদয়।
কাঁদাইয়ে কেঁদেছি আপনি,
ক্ষমা কর চন্দ্রাননি!
আমা হেতু ধূলায় শুয়েছ;
সরলার আনন্দ-নয়ন,
আমা হেতু হয়েছে সজল,
ক্ষমা কর আশ্রিতে তোমার।

সখীদ্বয়। অবিলম্বে মনোরথ স্বাগত হইল,
অবিলম্বে কল্পনার বাসনা পূরিল।
আজ বড় ভাগ্যবতী তপস্বিনীগণ,
আসুন—আসুন—মহারাজ।—

( শকুন্তলার ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান )

দুষ্মন্ত। উঠ না,—আয়াসে কাজ নাই;
কমল শয্যায় শুয়ে,
যে শরীর হয়েছে তাপিত,

সে শরীরে কেন ক্লেশ দাও ?
শিষ্টাচার প্রয়োগের এ নয় সময়।

শকুন্তলা। ( স্বগত ) এত যাতনার পর,
এখনো কেন রে হৃদি ধিকি ধিকি জ্বল' !

প্রিয়ম্বদা। স্বর্ণ মাথা—সুরঞ্জিত নেহারি কিরণ,—
চিনেছি ভাস্করদেবে।
হে মহাত্মা সুজন ! আপনি যেই হ'ন,
নিশ্চয় প্রতীতি হয় আমাদের প্রাণে,
আপনিই ভারত-ঈশ্বর—
আপনিই দুষ্মন্ত নৃপতি !
মহামতি, আমরা চপলমতি,
কি দিয়ে তুষিব মোরা রাজ-অতিথিরে ?
মহারাজ, আমাদের সিংহাসন নাই,
রাজার পূজার যোগ্য কোন বস্তু নাই,
নিজ গুণে করুণ মার্জ্জনা !
সামান্য এ শিলাতল—
অলঙ্কৃত করুন নৃপতে।

( শিলাতলে দুষ্মন্তের উপবেশন )

দুষ্মন্ত। প্রিয়ম্বদে,
শকুন্তলা পীড়ার কি হ'ল উপশম ?

প্রিয়ম্বদা। সর্ব্বৌষধি মহৌষধি পেয়েছি যখন,
এ পীড়ার প্রতীকার অবশ্যই হবে।
মহারাজ, সম্পূর্ণত অযোগ্য হলেও,
নিবেদন করিবারে হ'য়েছি সাহসী,
আমারে অভয় দিন,—

দুষ্মন্ত। বল বল প্রিয়ম্বদা, কি কথা তোমার ?

প্রিয়ম্বদা। ধর্ম্ম সাক্ষী, হরি সাক্ষী, সাক্ষী প্রজাপতি !

হে নৃপতি, আপনার প্রতি,
শকুন্তলা হইয়াছে অনুরাগবতী ;—
অবলায় রক্ষ' নররায় !—

দুষ্মন্ত। এতদিনে জানিলাম—
মম সম ভাগ্যবান—
কেহ নাই এ তিন ভুবনে !

শকুন্তলা। প্রিয়ম্বদে, কথায় কথায়
কেন ওঁরে বসিয়ে রেখেছ ?
রাজার কার্য্যকলাপে কেন বাধা দাও ?
পুনঃ একি—কেন ভাই বৃথা উপরোধ ?
যাঁরে পূজা করিবারে,
অন্তঃপুর-বিহারিণী নিতম্বিনীগণ,
সচেষ্ট সদাই সই,
তাঁরে কেন অনুনয় হেন ?
আমরা তাপসবালা,
এ আশা সাজে কি ভাই আমাদের প্রাণে ?

দুষ্মন্ত। হে হৃদয়-সন্নিহিতে—
প্রাণময়ী শকুন্তলা হৃদয়-লতিকা !
আর কেন দগ্ধ কর ?
এ হৃদয় তোমা ভিন্ন আর কারো নয়।
তবে যদি একান্ত অন্যথা ভাব,—
একবার আহত হয়েছি,
এবার আমার আর নাহিক নিস্তার।

অনসূয়া। মহারাজ,—
আমার একটি কথা শুনিতে হইবে !
শুনিয়াছি রাজাদের অনেক কামিনী ;
আমাদের মনের মানস,
প্রিয়সখী শকুন্তলে করিবে সুখিনী,

বল নরনাথ,
ইহাতে ত বিপরীত ফল ফলিবে না ?
যাঁরে সুখী করিবারে করেছি মনন,
তাঁরে ত দুঃখের অংশ হবে না লইতে ?

দুষ্মন্ত। অনসূয়ে,—
অধিক কি বলিব তোমায় ;
ত্রিসত্য করিয়া কহি,—
বহু পত্নী সত্ত্বেও আমার,
সমুদ্র-বসনা এই বসুন্ধরা, আর—
তোমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলা ধন,—
এ উভয়ে চিরদিন থাকিবে প্রধান।

অনসূয়া। তবে আর শঙ্কার কারণ কিছু নাই !—

প্রিয়ম্বদা। মরি গো ময়ূরি !
এখনো কি মৃয়মাণ রবে ?
পেয়েছ জলদ ছায়,
শীতল বিমল বায়,
হের ঝরে বারিধারা,
চন্দ্রানন তোল' চন্দ্রমুখি !

শকুন্তলা। ও কি ভাই প্রিয়ম্বদা !
নেহার গো নরপতি সম্মুখে বসিয়ে,
শিষ্টাচার অতিক্রম করি—
একি তব ব্যবহার ?
অতএব রাজার নিকটে—
করপুটে মার্জ্জনা মাগ না কেন সই ?

প্রিয়ম্বদা। আমি ত তোমার মত নই—
পদে পদে ভয় পাব ?
কারেও ত ভাগী করিবে না,
ভয় পেয়ে কাঁদিয়ে ক'বিয়ে, দয়া করে—

কারেও ত সঙ্গে লইবে না?
আমি—হাসি, থাকি—যাই—আমার কি ভয়?

অনসূয়া। বিবাদে কাজ কি সই!
ওলো—দ্যাখ্—দ্যাখ্—
আমাদের হরিণ শিশুটি—
দৌড়ে—দৌড়ে বেড়ায় চৌদিকে,
বোধ হয় হারিয়েছে জননী উহার,
আয়—ওকে ওর মার কাছে দিয়ে আসি।

প্রিয়ম্বদা। ( হাসিয়া ) হাঁ ভাই—চ' ভাই!—

শকুন্তলা। আমায় একেলা ফেলে কোথা যাস্ তোরা?

প্রিয়ম্বদা। পৃথ্বীর আশ্রয় মরি, নিকটে যাহার—
সে আবার একাকিনী—এ কথা কে বলে?

অনসূয়া। কথা শুনে হাসি পায়,
আয় ভাই, চলে আয়।—

( সখীদ্বয়ের প্রস্থান )

শকুন্তলা। দেখেছ, আমাকে ওরা একা ফেলে গেল!

দুষ্মন্ত। ভয় কি তোমার শকুন্তলা?
তোমার উপাস্য জন তোমারি সম্মুখে।
বল বল কি করিতে হবে?
পদ্মপত্র-নির্ম্মিত পাখায়—
করিব কি বাতাস তোমায়?
কিম্বা এই রক্তোৎপল সম পা দুখানি,
বুকে রাখি করিব শুশ্রূষা?

শকুন্তলা। পূজনীয় মহাত্মার কাছে,
আত্মারে কিরূপে আমি করি অপরাধী?
আমি যাই,—

( গাত্রোত্থান )

দুষ্মন্ত। এখনো রৌদ্রের তাপ আছে সমভাবে;
হেন দুর্ব্বল দশায়—
যেও না কোথাও শকুন্তলে!
পুষ্পশয্যা পরিহরি,
লো সুন্দরি, যেও না মিনতি করি।

(হস্ত ধারণ)

শকুন্তলা। বড় ভয় হয়,—
মহারাজ, ছেড়ে দিন,
আমি নই স্বেচ্ছাধীন;—
সখীরাও নহে হে স্বাধীন,—
আমি যাই—কে কোথায় এখনি দেখিবে!

দুষ্মন্ত। কেন ভয় ভাব লো ভামিনি!
সুধার্ম্মিক কণ্ব মহামুনি,
শকুন্তলা-দুষ্মন্ত মিলন শুনি—
কভু রুষ্ট হবেন না তিনি।
গান্ধর্ব্ব-বিধান মতে করিলে বরণ,
দুই দিক হইবে রক্ষণ।
প্রাণসাধ পূরাও প্রেয়সি!

শকুন্তলা। পুরুরাজ, একেবারে জ্ঞানশূন্য কেন?
চৌদিকে তপস্বীগণ করে বিচরণ,
এখনি করিবে দরশন;
এখনি লজ্জায় পড়ে যাব।
ছেড়ে দিন,—
কালাকাল করুন বিচার।

(কিছু দূর অগ্রসর)

দুষ্মন্ত। চির বিষাদে ডুবিয়ে,
প্রাণপ্রিয়ে, যেও না লো আশ্রিতে ফেলিয়ে।

শকুন্তলা, বড় জ্বালা পেতেছি পরাণে,
এস এস প্রাণেশ্বরি,—পায়ে ধরি !

শকুন্তলা। যদিও সময়ভেদে তব প্রস্তাবেতে
বাধ্য হয়ে অসম্মত হইল কিঙ্করী,
তথাপি হে হৃদয়-সর্ব্বস্ব !
শকুন্তলা—ভুল না কথন।

( অন্তরালে গমন )

দুষ্মন্ত। শকুন্তলা, আবার আবার চলে গেলে ?
বারেক ফিরেও দেখিলে না ?
তোমার প্রণয়-নীরে নিমগ্ন হয়েছি ,
কূল ত' দিলে না প্রেমময়ি !
নবনীত সম—
সুকুমার দেহ খানি দেখিয়া তোমার,—
ভেবেছিনু কোমল-হৃদয়া তুমি—
এবে বুঝিলাম তাহা মরিচিকা মাত্র—
হৃদিক্ষেত্র মরুভূমি তব,
দয়া মায়া হয় নাই অঙ্কুরিত কভু।
হা বিধাতঃ—
এ যন্ত্রণা কেন দিলে মোরে ?

শকুন্তলা। ( অন্তরালে ) কি করি—কিরূপে মন ধরি ;—
আমার ত চলে না চরণ ;
কেন প্রাণ কাঁপিছে এখন ?

দুষ্মন্ত। যাই—আর কিবা কাজ থাকিয়ে আমার ?
শকুন্তলা নাই—শূন্যময় ঠাঁই,—
আরো জ্বালা জ্বলে—হেথায় থাকিলে।
বৃথা আশা—যাই শূন্য প্রাণ লয়ে যাই ;
শকুন্তলা—কেন দেখা দিলে ?

দেখা দিলে যদি—কেন নিরবধি
হৃদয়ে আগুন জ্বেলে দিলে ?
হা পাষাণি ! নরহত্যা তরে শুধু জন্মেছিলে ভবে ?

( পরিক্রমণ করিয়া )

একি এ, আমার আহা অমৃতময়ীর
সুকোমল মৃণাল-বলয়
এই স্থানে রয়েছে পতিত !
বলয় রে !
আয় তোরে বুকে রাখি সুশীতল হই।

( হৃদয়ে স্থাপন )

শকুন্তলা। ওই যা ! আমার হাত হ'তে
বলয় দু'গাছি ভূমে খুলিয়া পড়েছে।
কি হবে, আবার আমি যাইব কিরূপে ?

দুষ্মন্ত। আহা, হৃদয় শীতল হ'ল !
হা—পাষাণহৃদয়ে !
আমাকে যে সুখে তুমি করিলে বঞ্চিত,
তোমার এ জড় বস্তু মৃণাল বলয়,
তার চেয়ে শতগুণে দিল শান্তি দান।

( ধীরে ধীরে শকুন্তলার পুনঃ প্রবেশ )

মেঘমুক্ত হয়ে—প্রফুল্ল হৃদয়ে—
আমার হৃদয়শশী আবার উদিল,
আবার নূতন আশা প্রাণে প্রবাহিল !
তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ে আহা কাতর চাতক,
এক বিন্দু বারি তরে করিল প্রার্থনা,
জলদ প্রসন্ন হয়ে
শতধারে করিল বর্ষণ।

শকুন্তলা। মহারাজ, ক্ষীণতা বশতঃ

ফেলে গেছি বলয় দুগাছি,
আপনি কি পেয়েছেন তাহা ?
আপনি যদ্যপি তাহা পাইয়া থাকেন,
কৃপা ক'রে ফিরাইয়ে দিন,
না হ'লে গৌতমী পিসি
মোরে বড় তিরস্কার করিবেন প্রভো !

দুষ্মন্ত। শকুন্তলে, পেয়েছি বলয়,
কিন্তু কৃপাময়ি,
কৃপা ক'রে একটি বচন যদি রাখ।—

শকুন্তলা। ( সলজ্জে ) উপস্থিত কালভেদে—
আপনার অমোঘ আদেশ
পালিবারে যদ্যপি সাহস পাই,
এ অধিনী প্রাণপণে করিবে যতন।

দুষ্মন্ত। একবার সুকোমল দুগ্ধফেন সম
মনোরম শ্রীকরকমলে,
পরাইয়ে দিতে পারি যদি এ বলয়,
কৃতার্থ মানিব আপনায়।

শকুন্তলা। তবে দিন্—

দুষ্মন্ত। (শকুন্তলার হস্ত ধারণ করিয়া) আহা—কি সুন্দর—কি কোমল
হায় রে কমল-দণ্ড হইল নিন্দিত।
শকুন্তলা, দেখ দেখ কি শোভা হয়েছে ;
চন্দ্রকর বলয় রূপেতে
কি শোভা দিতেছে মরি, দেখ একবার !

শকুন্তলা। উহুহুঃ—পদ্মের রেণু হায় উড়ে এসে,
পড়িল চক্ষের কোণে,
কিছুই দেখিতে নাহি পাই !

দুষ্মন্ত। এস এস ফুৎকারে উড়াইয়ে দিই।

( শকুন্তলার চক্ষে ফুৎকার প্রদান )

## পটপরিবর্ত্তন।

( বনকুঞ্জ )

### বনদেবীগণের আবির্ভাব।

গীত।

সিন্দূরা—ত্রিতালী।

আদি—কবি, দেখ ছবি, তোমার রচিত রবি,
কমলিনী-পাশে ডুবি, একাধারে মিশেছে।
যুগে যুগে যুগলে, রাখ রাখ কুশলে,
এয়োলিপি লিখে দাও কমলার কপালে ;—
এইরূপে রেখ' রেখ'—আজি যথা সেজেছে।
আর যেন কাল নিশি, দিনকরে ঢাকে না,
আর যেন পোড়া শশী, পোড়া হাসি হাসে না ;-
কোমলা কমলবালা, প্রেম-খেলা করে খেলা,
আহা সে প্রাণেশে পেয়ে বড় হাসি হেসেছে,
তার হাসি নিবায়ো না—বালা প্রেমে ঢলেছে।

---

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

( উদ্যান )

পুষ্পচয়ন করিতে করিতে সখীদ্বয়ের প্রবেশ

অনসূয়া। দেখ প্রিয়ম্বদা,—
রাজরাজ মহারাজ দুষ্মন্তের সনে
যদিও সখীর শুভ-বিবাহ হইল;
তথাপি কেমন ভাই, দারুণ আশঙ্কা—
আমার অন্তর সদা করিছে শঙ্কিত।

প্রিয়ম্বদা। কেন সই, কিসের ভাবনা তোর?

অনসূয়া। আজ প্রাতঃকালে যজ্ঞ সমাধান ক'রে,
মুনিগণ সম্মানের সহ—
নরনাথ দুষ্মন্তকে দিলেন বিদায়।
সত্য বলিতে কি সই, দুষ্মন্ত রাজার
শত শত সুরসিকা আছে লো প্রমদা;
পাছে ভাই, তাঁহাদের প্রেমদায়ভারে—
মহারাজ, শকুন্তলে বিস্মৃত হয়েন।

প্রিয়ম্বদা। ওই তোর কেমন স্বভাব!
অমন আকৃতি যাঁর দেবত্ব-প্রভাব,
তাঁরে হেন দোষারোপ অন্যায় তোমার।
অত বড় মহারাজা, যাঁর সত্যবলে—
সদ্বীপা এ বসুন্ধরা হতেছে পালিত,

তাঁর সত্য কথনই হবে না টলিত।
এ বিষয়ে তত চিন্তা নাই;
কিন্তু ভাই, আমার মনেতে
সদাই হতেছে ভয়,
তাত কণ্ব তীর্থ হ'তে ফিরিয়া আসিয়া—
এ কথা শুনিয়া,
পাছে তিনি বিরক্ত হয়েন।

অনসূয়া। না না বিরক্ত হবেন কেন?
এতে তাঁর সুনিশ্চয় হবে অভিমত।
সৎপাত্রে শকুন্তলা হয়েছে অর্পিত,
আহ্লাদিত হবেন মহর্ষি।

প্রিয়ম্বদা। যাই হ'ক হরির ইচ্ছায়,
নির্ব্বিঘ্নে এ শুভ কার্য্য হয়েছে সমাধা।
এখন যাহাতে সই, শেষ রক্ষা হয়,
হরি যেন তাহাই করেন।
দেখ দেখি অনসূয়া, এতে কি হবে না?
আরো কি ফুলের সই হবে প্রয়োজন?

অনসূয়া। না ভাই, এ গুলি সব যজ্ঞেতে লাগিবে,
আরো ফুল তুলিতে হইবে।
আজ সই, স্বজনীর সৌভাগ্যদেবীর
অর্চ্চনা করিতে হইবে;
মন্দির সাজাতে আরো ফুল প্রয়োজন।

( উভয়ের পুষ্পচয়ন )

নেপথ্যে। ( গম্ভীরস্বরে ) দ্বিপ্রহর আতপ-উত্তাপে,
আজি আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি অতি।
কে আছ—অতিথি আমি।

অনসূয়া। সর্ব্বনাশ! কে এখন আইল অতিথি!

প্রিয়ম্বদা। শকুন্তলা আছে ভাই কুটীরের দ্বারে,
আজি বড় হেরিয়াছি অন্যমনা তারে।
পাছে কোন ত্রুটি হয়,
চল ভাই এই বেলা যাই ;—
এই ফুলে যথেষ্ট হইবে।

নেপথ্যে। ( বজ্রকণ্ঠে ) কি, অতিথির অপমান !
হারে রে গর্ব্বিনি !
ক্ষুৎপিপাসায় আমি ব্যাকুল হইয়ে
আসিলাম তোর দ্বারে,—
আরে আরে—অবজ্ঞা করিলি মোরে ?
যাহার চিন্তায় তুই আছিস্ মগন,
স্মৃতিপথে তার কভু না হ'বি পতন।
এই শাপ লভরে পাপিনি।

উভয়ে। ( উচ্চৈঃস্বরে ) ওলো লো—কি সর্ব্বনাশ হ'ল !

প্রিয়ম্বদা। হায় হায় শকুন্তলা—
অন্যমনে ভাবে প্রিয়জনে,
অতিথি বচন তাঁর পশিল না কানে,
তাই বুঝি তেজস্বী তপস্বী কোন—
ভয়ঙ্কর অভিশাপ করিল প্রদান।
( নেপথ্যাভিমুখে ) ওমা, আর কেউ নয়,
চেয়ে দেখ ক্রোধ-অবতার
দুর্ব্বার দুর্ব্বাসা ঋষি।
দেখ দেখ অভিশাপ দিয়ে,—
অগ্নিমূর্ত্তি ধরে,
অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি নিক্ষেপণ ক'রে,—
ওই দেখ বনপথ করে অতিক্রম।
কি হবে—কি হবে—হা অদৃষ্ট !

অনসূয়া। যাও ভাই প্রিয়ম্বদা,—

মহর্ষির হাতে পায়ে ধরে,
যেমন করিয়া পার ফিরিয়ে আনগে !—

( প্রিয়ম্বদার প্রস্থান )

যাই আমি অর্ঘোদক আনি !

( দ্রুতগমন ও হস্ত হইতে পুষ্পভাজন পতন )

ওমা একি আবার বিপদ !
তাড়াতাড়ি যেতে যেতে—
হাত হতে পুষ্পসাজী পড়িল ভূতলে।
ওগো চারিদিকে বিপদ ঘেরিল !

( পুষ্প কুড়াইতে প্রবৃত্ত )

( কিয়ৎক্ষণ পরে প্রিয়ম্বদার পুনঃ প্রবেশ )

প্রিয়ম্বদা। বাপ্ রে, এমন ক্রোধ দেখিনি কথন !
স্বভাব-কুটীল সেই অগ্নিশর্ম্মা জনে
কার সাধ্য ফিরাইয়া আনে !
তবু যে কিঞ্চিৎ ক্রোধ করেছি লাঘব,
সখীর পরম ভাগ্য বলিতে হইবে।

অনসূয়া। ( সোৎকণ্ঠে ) কি ভাই, কি হ'ল বল্—হৃদ্‌কম্প হয় !

প্রিয়ম্বদা। যখন দেখিনু আমি,
কোনমতে ফিরিবার নয়,
মা দুর্গার শরণ লইয়ে,
জড়িয়ে ধরিনু আমি পাদুখানি তাঁর ;
স্তবস্তুতি মিনতি করিয়ে,—
কহিলাম সকাতরে ;—
"ভগবন্—দয়াময়—ধার্ম্মিক-প্রবর !
সম্বর' দারুণ রোষরাশি !
অভাগিনী শকুন্তলা তোমারি আশ্রিতা,

দয়া কর তারে ;
পতিধ্যানে নিমগন সতি,
বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে হারা ;
তাই হায় মহাত্মার শুভ-অগমন
ও দুঃখিনী বুঝিতে পারেনি।
তুমি প্রভো ধর্ম্ম-অবতার !
ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশাপ করহ সংহার ;
না হলে এখনি হায় এ কাতরা নারী,
তব এই শ্রীচরণ তলে,
প্রাণ দিবে তব নাম লয়ে,
নারীহত্যা পাতকে পড়িবে।”

অনসূয়া। তার পর—তার পর—

প্রিয়ম্বদা। এইরূপ নানাবিধ স্তব স্তুতি শুনে,
উপশম হ'ল ক্রোধ কিছু পরিমাণে।
কহিলেন সুতীব্র লোচনে ;—
“আমার অমোঘ এই অভিশাপানল,
কখনই হবে না নির্ব্বাণ ;
তবে যদি কোনরূপ থাকে অভিজ্ঞান,
খণ্ডন হইতে পারে মম অভিশাপ।”
এই ব'লে অন্তর্হিত হইল দুর্ব্বাসা।

অনসূয়া। আঃ ভাই, বুকে যেন প্রাণ এলো ;
ভাবনার আঁধার কান্তারে—
আশার একটু মাত্র পাইনু আলোক ;
শকুন্তলা-কর-পল্লবেতে
দুষ্মন্তের প্রেমচিহ্নরূপ
মনোময় মণিময় আছে অঙ্গুরীয়,
সেইটি এখন সই ভরসার স্থল।

প্রিয়ম্বদা। তবে আর বিলম্বে কি ফল,

আয় ভাই দেবকার্য্যে যাই।

( উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ ও নেপথ্যাভিমুখে )

মরিলো স্বজনি—
দেখ আহা হয়ে উন্মাদিনী—
একাকিনী একমনে—
বসে আছে পতির চিন্তায়।
এক খানি চিত্রপুত্তলিকা—
কুটীরের দ্বারদেশে আলো করে আছে বসে,
দেখিলে কি বোধ হয় সজীব বলিয়ে ?
পতির কল্পনামূর্ত্তি—
নিরন্তর অন্তরে পড়িছে ছায়া ;
বাহ্যজ্ঞান আছে কি সতীর ?
আপনার ভাবে ডুবে আপনি রয়েছে,
বিলায়ে দিয়াছে প্রাণ প্রাণেশ্বর-প্রাণে।
এমন অশনিপাত হইল মস্তকে,
কিন্তু দেখ চিন্তার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা !
রহিল অটলভাবে হ'ল না চঞ্চল।
এস অনু ভাই, চল চলে যাই,
প্রতিমারে করিগে সজীব।
কিন্তু সই সাবধান, এ ব্যাপার যেন,
কোনরূপে নাহি উঠে শকুন্তলা-কানে।

অনসূয়া। কে বল কোমলমনা নবমালিকারে—
উষ্ণনীরে করিবে সিঞ্চন !

উভয়ের প্রস্থান)

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



( আশ্রম-সম্মুখ )

জনৈক তাপসের প্রবেশ।

গীত।

রাগ—ভৈরব।

ভোর ভইল,—বসুধারাণী মুখ চুম্বনে জীবগণে জাগাইল।
'উঠ গা তোল' বলি ডাকিল স্নেহভাষে,
বাল রবি শিশুছবি ধীরে ধীরে উদিল আকাশে ;
তাই শুনে পাখীগণে দিক্‌দিগন্তে ছুটিল,
ময়ূর ময়ূরী আহা মরি মরি ভোর হয়ে তমালে বসিল।
হরিণ শাবক ত্যজিয়ে মাতৃকোল,
ধাইল বন পানে প্রেমে হইয়ে বিভোল,
সুখ-পবন বহি মৃদু মৃদু ধীর তানে ধরা প্রবাহিল।



এই ত প্রভাত হ'ল জাগিল ধরণী,
ওই ত উদিল নভে দেব দিনমণি।
যাই গিয়ে কহি গুরুদেবে,
আইল হোমের কাল আর রাত্রি নাই।

( গমন করিতে করিতে )

দেখ মন প্রকৃতির খেলা ;—
একদিকে রক্তমুখে ছটা বিস্তারিয়ে—
রবিদেব হন সমুদিত ;
অন্যদিকে ম্লান মুখে বিষাদে ডুবিয়ে,

চন্দ্রদেব অস্তাচলে হতেছে শায়িত !
এই দুই তেজস্বীর
নেহারিয়ে বিপরীত ভাব,
উঠে ভাব অন্তরে আমার,—
যুগপৎ আপদ সম্পদ,
ভ্রমমতি নরে যেন করিছে চেতনা।
এতেও কি জাগ্রত হবে না মূঢ় মন !

( প্রস্থান )

( ধীরে ধীরে অনসূয়ার প্রবেশ )

অনসূয়া। পোহাল যামিনী,
দিনমণি সমুদিল নভে,
জগতের জীব সব জাগিয়ে উঠিল ;
কিন্তু আমি যেন
এখনও রয়েছি নিদ্রিত,
জীবনের জড়তা ঘোচে না।
শরীর অসুস্থ নয়,
মনে বড় অসুখ আমার !
শকুন্তলা তরে—
দিবানিশি হৃদয় শিহরে।
দুষ্মন্ত কি দুর্ব্বাসার শাপে,
বাস্তবিক শকুন্তলে হলেন বিস্মৃত ?
তা না হ'লে সুধার্ম্মিক বিজ্ঞ নরপতি,
এতদিন হ'ল—
বারেক ত উদ্দেশ নিল না ?
আহা শকুন্তলা সরলা বালিকা—
প্রতিদিন পতি পদ ভাবে,—
ভাবে—এই আসে লইতে আমার।

হৃদয়ে কতই আশা দিয়াছে সে বাসা,
কত ভাঙ্গে কত গড়ে ;—
এ দিকে যে কপাল ভেঙ্গেছে—
বালিকা ত কিছুই জানে না !
কি যে করি কিছুই বুঝিতে নারি।
কোনরূপে অঙ্গুরীটি—
শকুন্তলা কাছ হতে ভুলায়ে লইয়ে,—
পাঠায়ে দিব কি হস্তিনায় ?
হায় হায় সহৃদয় কারে ত দেখিনি,
আপনার কার্য্য ছেড়ে—
কে যাইবে হস্তিনায় দুষ্মন্তের কাছে,
কে আমার মিনতি শুনিবে ?
কল্য তাত কণ্বমুনি প্রবাস হইতে—
এসেছেন এ আশ্রমে ;
কেমনে জানাব তাঁরে
শকুন্তলা দুষ্মন্তের সনে
হইয়াছে সংমিলিতা—
গর্ভবতী কথা—
কি সাহসে তাঁর কাছে করিব প্রকাশ ?

( প্রিয়ম্বদার প্রবেশ )

প্রিয়ম্বদা। অনু—অনু !—
শীঘ্র আয়—শীঘ্র আয়—অতি সুসংবাদ !
শকুন্তলা স্বামীগৃহে যাবে !

অনসূয়া। সত্য না কি ?
মহারাজা লোকজন পাঠায়ে দেছেন,—
কিম্বা বুঝি এসেছেন নিজে ?

প্রিয়ম্বদা। না না না—শোন্ না আগে,

একেবারে নাচিয়ে উঠিস্ কেন?
এই শোন্,—
কালি নিশিকালে স্বজনী কেমন ছিল,
জানিবারে গিয়াছিনু তাঁহার নিকটে ;—

অনসূয়া। তার পর—তার পর!—

প্রিয়ম্বদা। আঃ! অত ব্যস্ত হ'লে বলিব না আমি,
শোন্ না সুস্থির হয়ে।
এমন সময়ে সই মহর্ষি আপনি—
সেই ঘরে প্রবেশিয়া, সাদরে সস্নেহে,
কহিলেন স্বজনীরে ;—
'বৎসে শকুন্তলে,—
বাল্যখেলা কন্যাকাল ফুরায়েছে তব ;
এই হেতু শুন শুন প্রাণের তনয়া,
যেতে হবে আপন ভবনে,
স্বামীধর্ম্মে প্রাণ মন সঁপ মা আমার।'

অনসূয়া। বলিস্ কি প্রিয়ম্বদা!
আমার স্বপন বলে মনে হয় যেন।
দুঃখিনীর দুঃখের রজনী,
সত্য কি পোহাল আজি?
আচ্ছা ভাই, শকুন্তলা-পরিণয় কথা,
জানিলেন কি করে মহর্ষি?

প্রিয়ম্বদা। হোমগৃহে প্রবেশ কালীন,
পদ্যময়ী দৈববাণী হয়েছিল তথা।

অনসূয়া। কি সে দৈববাণী সই?

প্রিয়ম্বদা। "শুন শুন তপস্বী সুজন!
শমী তরু জঠরে দহন যথা ধরে,
তেমতি হে ভারতের শুভ সাধিবারে,
লক্ষ্মীরূপা মহাসতী শকুন্তলা ধন,

দুষ্মন্ত-নিহিত তেজ করিছে ধারণ।"

অনসূয়া। ( প্রিয়ম্বদাকে আলিঙ্গন করিয়া )
প্রিয়ম্বদা,—
আমার কখন এত অহ্লাদ হয়নি,
তোমার মুখেতে ফুল চন্দন পড়ুক!
আঃ!—বাঁচা গেল—
চারিদিক রক্ষা হ'ল!
শকুন্তলা আজই চলে যাবে?
আনন্দে বিষাদ আজি বিষাদে আনন্দ!
উৎকণ্ঠা পরিতোষ উভয়ে মিশিল।

প্রিয়ম্বদা। গোরোচনা, তীর্থমাটী, দূর্ব্বা, কিসলয়,
চ' ভাই লইয়ে ত্বরা,
যাত্রার করিগে আয়োজন।

( উভয়ের প্রস্থান )

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

( আশ্রম-বহির্ব্বাটী )

শকুন্তলা, গৌতমী ও তপস্বিনীগণের প্রবেশ।

গৌতমী। দেবীদের প্রণাম কর মা!

( শকুন্তলার প্রণাম )

১ম তপস্বিনী। বৎসে, স্বামী সমাদৃতা হয়ে,
'মহাদেবী' শব্দ লাভ কর।

২য় তপস্বিনী। বাছা, স্বামীসুখে হইয়ে সুখিনী,
বীরপ্রসবিনী হও।

৩য় তপস্বিনী। যাও মা পবিত্র মনে আপন ভবনে,
স্বামীধর্ম্মে হওগে দীক্ষিতা!
জন্ম এয়ো হয়ে থাক পুত্র কোলে করি।

( আশীর্ব্বাদ করিয়া তপস্বিনীগণের প্রস্থান )

গৌতমী। শকুন্তলা, ফেল' না চক্ষের জল,
অমঙ্গল হবে যে মা তোর!
আজি হতে নীরস কর মা আঁখি দুটি,
আজি হতে—
নূতন জীবন তব আরম্ভ হইল।
মা আমার!
অগ্রসর হইতেছ সংসারের পথে,
কাঁদিবার অনেক কারণ পাবে!
মা গো মা,—কঠিন হও,
বুক বাঁধ—ভুলে যাও শৈশবের খেলা।
ছি মা,—
কেঁদে কেন সবাইকে করিস্ আকুল!

শকুন্তলা। কৈ পিসিমা, আমি ত কাঁদি না!

( সখীদ্বয়ের প্রবেশ ও সজল নয়নে শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান )

শকুন্তলা। ( সোচ্ছ্বাসে ) সই—সই!—

( ঝাঁপাইয়া সখীদ্বয়ের বক্ষে পতন )

( বালিকাত্রয়ের পরস্পর আলিঙ্গন করতঃ অশ্রু নিক্ষেপণ )

গৌতমী। অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা!
তোরাও যে বাড়িয়ে তুলিলি!

প্রিয়ম্বদা। পিসিমা, বোলো না কিছু;

ডাক্‌ছেড়ে না কাঁদিতে পাইলে আমরা,
কিছুতেই পারিব না সুস্থির হইতে।

অনসূয়া। শকুন্তলা বিয়োগ-যাতনা—
দিয়াছেন সহিতে বিধাতা;
চিরদিন জানি—
এক দিন কাঁদিতে হইবে!
দেবি, আর ত পাব না,—
তিন জনে গলা ধরে—
হায় গো এমন করে—
আর ত পাব না মোরা কাঁদিতে পিসিমা?

শকুন্তলা। আয় ভাই একবার একত্রে বসেনি!

( সকলের উপবেশন )

প্রিয়ম্বদা। আর না—কেঁদোনা—সই ভাল হয়ে ব'স,
বেঁধে দিই রক্ষার বন্ধন।

( রক্ষা বন্ধন )

ওমা শিবে—অশিববারিণি!
শকুন্তলা স্বামী গৃহে যায়,—
দুঃখিনীর প্রতি—
মুখ তুলে চাস্ মা জননি!

অনসূয়া। সই কে শ্বশুর বাড়ী পাঠাবার কালে—
হায় হায় কত জনে—
কত রত্ন-অলঙ্কারে সাজাইয়া দেয়,
আমরা এমন অভাগিনী—

প্রিয়ম্বদা। আক্ষেপ ক'র না বোন্,
ফুলের প্রতিমা ধনে—ফুল অলঙ্কারে—
সাজা ভাই—সাজিবেও ভাল!—

( শকুন্তলাকে ফুলসাজে সজ্জিত করণ )

প্রিয়ম্বদা। দেখ দেখ অনু,—
শকুন্তলা কেমন সেজেছে!

অনসূয়া। এইরূপে ভুলে যেন রাজরাজেশ্বর!

( বস্ত্রালঙ্কার লইয়া জনৈক ঋষিকুমারের প্রবেশ )

ঋষিকুমার। দেবি, এই নিন্ বস্ত্র অলঙ্কার।

গৌতমী। বৎস, কোথা হ'তে পেলে এ সকল?

ঋষিকুমার। মহামনা কণ্বের প্রভাবে।

গৌতমী। তাঁর কি মানসীসিদ্ধি,
অথবা কি যোগের প্রভাব?

ঋষিকুমার। চমৎকার আশ্চর্য্য রহস্য!
আজ প্রাতে ভগবান্ কণ্ব মহামুনি
করিলেন আদেশ আমায়,
'শকুন্তলা স্বামীগৃহে যাবে,
তাহার কল্যাণ সাধিবারে,
ফুল তুলে আনগে ত্বরায়;
পূজা করি গৃহ-দেবতায়,
ভাগ্যদেবে প্রসন্ন করিব।'
তাঁহার আদেশ লয়ে—
যাইলাম কুসুম কাননে;
হেরিলাম আশ্চর্য্য নয়নে!
আম্র বৃক্ষ আহ্লাদেতে গদগদ হয়ে,
শুভ্রবর্ণ দুকুল বসন—
যেন আশীর্ব্বাদ ছলে শির নত করি,
করিলমা আমারে প্রদান;
সুন্দরী মাধবীলতা নয়নরঞ্জন,

চরণ-রঞ্জন এই অলক্ত কখানি—
যেন আহা মূর্ত্তিমতী হয়ে,
দিল মা আমার হাতে।
দেখিলাম বনকুঞ্জ হতে—
দামিনী ছায়ার মত নয়ন চ’কিতে,
শান্তমূর্ত্তি বনদেবীগণ—
ধবল মৃণাল সম রতনমণ্ডিত—
কর যুগ করিয়ে বিস্তার,
বহুবিধ রত্নরাশি করিল প্রদান।
দেবি, আজি আমি স্তম্ভিত হয়েছি!
শকুন্তলা স্বামীর ভবনে যাবে বোলে,
মানুষের কথা দূরে থাক্—
বৃক্ষগণও আনন্দে মেতেছে।

গৌতমী। যাও অনসূয়ে,
মণিময় আভরণে দুকুল বসনে,
সুসজ্জিতা কর কন্যাধনে।

অনসূয়া। আমি ত এমন বস্ত্র দেখিনি কখন,
এমন এ মণিময় বস্ত্র অলঙ্কার—
কেমনে পরাতে হয় জানি না ত আমি।
প্রিয়ম্বদে, কেমনে সাজাব?

প্রিয়ম্বদে। অনু, এক কাজ কর,
মহর্ষির হোমগৃহে যাও,
দশমহাবিদ্যা ছবি রয়েছে তথায়;
রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি দেখিয়ে স্বজনি!
আমাদের এই রাজরাজেশ্বরী ধনে,
সেইরূপ সাজাও যতনে।

গৌতমী। অনসূয়া, ত্বরা করে নাও,
নাহিক সময় আর বেলা বেড়ে যায়।

( অনসূয়া ও শকুন্তলার প্রস্থান )

প্রিয়ম্বদা। পিষিমা, ঐ দেখ—দূরে আসেন মহর্ষি।

( কণ্ব মুনির প্রবেশ )

কণ্ব। আজ আমার শকুন্তলা স্বামীগৃহে যাবে,
উৎকণ্ঠায় অন্তর কাঁপিছে।
অশ্রুজলে কণ্ঠরোধ হয়,
চক্ষুদ্বয় জড়পিণ্ড সম,
বিঘূর্ণিত হতেছে মস্তক ;—
আচ্ছন্ন হইল জ্ঞান,
প্রাণের বন্ধন যেন হইল শিথিল।
নির্লিপ্ত সংসারী আমি চিরব্রহ্মচারী,
আমার যখন মন ব্যাকুল এমন,
না জানি গৃহীরা কত শোকাকুল হন !

( পরিক্রমণ )

প্রিয়ম্বদা। দেখুন দেখুন আর্য্য, আশ্রমের দ্বারে,
বনদেশ আলো ক'রে অতি শোকভরে,
রাজরাজেশ্বরী তব তনয়া-রতন,
দেখিছে আশ্রমখানি ভরিয়ে নয়ন।
একবার শেষবার আশ মিটাইয়ে—
দেখে নেয় বন চারিপাশ,—
ভাবে মনে আর বুঝি দেখিতে পাব না !
ধন্য ধন্য অনসূয়া, ক্ষমতা তোমার,
চমৎকার সাজিয়েছ প্রতিমাখানিরে !
দশমহাবিদ্যা মাঝে রাজেশ্বরীরূপে—
স্থাপিলে এ রাজরাজেন্দ্রাণী—
ভ্রম হবে চিত্রপট বলি।

গজেন্দ্রগমনে চলে পাদপদ্মদু'টি ;
তালে তালে নূপুরের রোলে,
ঝুমু ঝুমু তান বেজে উঠে।
রক্তাভ অলক্তমাখা চরণচিহ্নিতে—
ফুটে উঠে স্থলনলদল,
আসে ছুটে ভ্রমরনিকর!
দুকুল বসন, অঙ্গে পরিধান,
কি শোভা সেজেছে মরি,
কণ্ঠে রত্নমালা, শশাঙ্ক-উজলা,
দোলে আহা আলো করি।
আধ মুখে হাসি, সুধা পরকাশি,
আধ মুখশশী ম্লান,
হরিষ বিষাদ, সাধ পরমাদ—
আধ ভাবে মূর্ত্তিমান।

( শকুন্তলাকে লইয়া অনসূয়ার প্রবেশ )

কণ্ব। এস—মা এস।

( কণ্বমুনির পদযুগে শকুন্তলার প্রণাম )

বৎসে, সাধ্বী সতী ভাগ্যবতী শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায়,
মহারাজা যযাতির প্রিয়পাত্রী হও।
শর্ম্মিষ্ঠা-জঠরে যথা পুরুর উদ্ভব,
সেইরূপ তুমিও মা, রাজচক্রবর্ত্তী—
ভুবন-সম্রাট-পুত্র ধরমা জঠরে।

গৌতমী। তপোধন এ তোমার আশীর্ব্বাদ নয়,
মহাবর দিলে তনয়ায়।

( শকুন্তলার অস্ফুটস্বরে রোদন )

কণ্ব। কেন মা রোদন কেন,—

আপন ভবনে যাবে,—
এতে কান্না কেন মা তোমার ?
তুমি যে আমার মাতা বড় বুদ্ধিমতী,
তোমার বুদ্ধির কাছে অনেক সময়ে
আমিও যে পরাজিত হই ;
আজি কেন ব্যাকুলা হতেছ ?
ছি মা, চুপ কর—রোদন সম্বর,
চক্ষুজল মুছ, শোক পরিহর,
হেসে হেসে শ্বশুর বাড়ীতে যাও।

গৌতমী। বাছা, আহা কেন বল্ দেখি—
কেঁদে কেঁদে সবাইকে আকুল করিস্ ?

কণ্ব। ওই দূরে হোমানল জ্বলে,
প্রাতঃকালে করিয়াছি হোম সম্পাদন;
এস বৎসে, প্রদক্ষিণ করহ ইহারে।

( শকুন্তলার হোমানল প্রদক্ষিণ )

সর্ব্ব-পাপ-বিনাশন দেব হুতাশন !
বালিকার সর্ব্ব পাপ কর বিমোচন।

( শকুন্তলার মস্তক আঘ্রাণ )

শুভক্ষণ হইবে অতীত,
এই বেলা যাত্রা কর বাছা !
কই—মিশ্রেরা কোথায় ?

( সারদ্যত শার্ঙ্গরব প্রবিষ্ট হইয়া )

উভয়ে। এই যে এসেছি প্রভো !

কণ্ব। দেখ,—প্রথমাহ্ন হইল অতীত,
বারবেলা পড়িবে এখনি।
অতএব শুন সাবধানে ;

তোমাদের ভগিনীরে,
লয়ে যাও হস্তিনানগরে।
উভয়ে। শিরোধার্য্য মহর্ষি আদেশ।
কণ্ব। সন্নিহিত হে তরুগণ,
যিনি হায় অতিশয় তৃষিতা হলেও—
তোমাদের মূলদেশ না করি শীতল,
না নিতেন বিন্দুমাত্র জল,
অতিশয় অলঙ্কার সুপ্রিয় হলেও,
পত্রচ্যুত করিত না ভূষণের তরে;
তোমাদের কুসুমিত নিরখিয়ে যিনি,
ভাসিতেন আনন্দ সাগরে;
সাক্ষাৎ জননী রূপা সেই শকুন্তলা,
চ'লে যান্ ত্যজিয়ে সবারে,
তোমরা অনুজ্ঞা কর।

( কোকিলধ্বনি )

আহা কোকিল ঝঙ্কারে,
বনবাস-বন্ধু তরুগণ,
গমনের করিল মা আদেশ প্রদান।

শূন্যবাণী।

যে গুণেতে এতদিন কানন-প্রদেশ,
উজ্জ্বল করিয়াছিলে বৎসে শকুন্তলে!
সেই গুণে রাজপুরী আলো কর গিয়ে।
পথান্তরে পদ্মিনীনিচয় বিরাজিত—
সরোবর করুক বিরাজ;
সুশীতল স্নিগ্ধ সমীরণ,—
মৃদুশান্ত অনুকূল ভাবে—
পথাগ্রে করুক সঞ্চরণ;

পথধূলি পদ্মরেণু সম—
তোমার গমনপথে হউক কোমল;
সহস্র সহস্র কর করিয়ে বিস্তার,
সুবৃহৎ মহীরুহগণ
ছায়াদান করুক তোমায়।
চিরদিন সুখশান্তি সনে, আধি ব্যাধি পরিশূন্য হয়ে—
পবিত্র সংসার-ধর্ম্ম পাল ঋষিবালে!

গৌতমী। বাছা, অন্তরীক্ষে বনদেবীগণ,
আশীর্ব্বাদ করিলেন তোমা,
তাঁহাদের প্রণাম কর মা!

প্রিয়ম্বদা। মুখ তুলে একবার চেয়ে দেখ সই,
তুমি আজ ছেড়ে যাবে বোলে,
সমগ্র কানন আজ কি শোক পেয়েছে!
প্রাণের হরিণ শিশুগুলি,
করে হায় আকুলি বিকুলি;—
হায় রে মুখের গ্রাস ফেলি,
চেয়ে আছে সজল নয়নে—
তোর মুখপানে;
ময়ূর ময়ূরীগণ নৃত্য ভুলে গিয়ে—
একদৃষ্টে চেয়ে আছে কাতর হইয়ে;
লতাগণ পাণ্ডুপত্র করিয়ে মোচন,
হায় লো রোদন করে!

শকুন্তলা। বাবা, লতাভগ্নী বনজ্যোৎস্নাটিরে,
একবার দেখে যাব, অনুমতি কর!

কণ্ব। যাও বৎসে;—

( অশ্রু মার্জ্জন করিয়া )

মা আমার—

প্রকৃতই কানন-প্রকৃতি !

( শকুন্তলা মাধবীলতার নিকট গমন করিয়া )

শকুন্তলা। যাই বোন্ সুখে থাক,—
সহকারে ছেড়ো না কখন ;
আয় ভাই, একবার আলিঙ্গন করি।

কণ্ব। চিরদিন আমার সঙ্কল্প ছিল মনে,
সৎপাত্রে সমর্পণ করিব তোমারে ;
বিধাতার অনুগ্রহবলে,
সে সাধ পুরেছে মোর।
আর এই নবমল্লিকাও—
সংমিলিতা হইয়াছে অনুরূপ বরে ;
আজ আমার দুই চিন্তা হইল অন্তর।

শকুন্তলা। অনু ভাই—প্রিয় ভাই—
তোমাদের দুজনেরই হাতে,
সঁপে গেনু মাধবীলতাটি।

উভয়ে। আমাদের কার হাতে সঁপে দিয়ে গেলি ?

শকুন্তলা। আহা, আমার পালিতা ওই—
গর্ভবতী মৃগবধূ—
শুয়ে আছে আশ্রমের দ্বারে,
বারে বারে দেখিছে আমারে ;
বাবা—বাবা, ও যখন প্রসব করিবে,
আমাকে সংবাদ দিও লোক পাঠাইয়ে।
দেখো বাবা ভুলে যাবে না ত ?

কণ্ব। না বাছা, তোমার কথা ভুলিতে পারিব ?

( অলক্ষ্যে দীর্ঘাপাঙ্গ নামক মৃগশিশুর প্রবেশ ও শকুন্তলার পশ্চাৎ অঞ্চল আকর্ষণ )

শকুন্তলা। আমার অঞ্চলে ধেয়ে কে এসে জড়ায় রে !

আমার হৃদয়ে অগ্নি কে এসে জ্বালায় রে !

কণ্ব। যে তোমার সন্তানের প্রায়,
পাছু পাছু সারাদিন ছুটিয়া বেড়া'ত,
যার মুখ কুশাঙ্কুরে হইলে বিক্ষত,
পরম আরোগ্যকর ইঙ্গুদী তৈলেতে,
সযতনে মাখাইয়া দিতে ;
শ্যামা ঘাসে যারে তুমি পোষণ করিতে,
'দীর্ঘাপাঙ্গ' পুত্র বলি যাহারে ডাকিতে,
সে এসে তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
মা আমার, এইবার বুঝিব তোমার ;
আমাকে ত ভুলিয়ে রাখিলি,
ভোলা দেখি হরিণ শিশুরে ?

শকুন্তলা। বাছা, আমি তোরে রেখে গেনু ব'লে,
তাই কি আমার সঙ্গ ছাড়িতে চাহ না ?
মাতৃহীন হয়েছ শৈশবে,
এতদিন আমি তোরে পোষণ করিনু,
আজ ওরে আমিও তোমারে ছেড়ে যাই—

( রোদন )

প্রিয়ম্বদা। দীর্ঘাপাঙ্গ, শকুন্তলা-পালিত রতন !
আয় বাবা, আমার কোলেতে আয়,
আমি তোরে করিব যতন !

শকুন্তলা। যাও বাবা, ঘরে যাও,—
না হ'লে তোমারে ছেড়ে যেতে পারিব না।

অনসূয়ে। না না থাক্ শকুন্তলা !
মুখ ফুটে বলিতে জানে না,—
তা না হ'লে বলিত তোমায়,
'মা—মা !
যতক্ষণ তোরে আমি দেখে নিতে পারি'—

শার্ঙ্গরব। ভগবন্,—
পেয়েছেন সরোবর জলান্ত প্রদেশ,
এই স্থানে করিয়ে আদেশ,
আমাদের বিদায় করুন!

কণ্ব। শার্ঙ্গরব—সারদ্যত!
তোমাদের দু'জনকে বলি ;—
অতি সাবধানে শকুন্তলাধনে—
লয়ে যাও হস্তিনা ভবনে।
আমার এ আশীর্ব্বাদ দিয়ে,
সবিনয়ে কহিবে তাঁহারে ;
"আমাদের তপস্বী জানিয়া,
নিজ বংশ নিজ মান স্মরণ করিয়া,
কণ্ববালা শকুন্তলা পত্নিনী বলিয়া,
অন্তঃপুর দারগণ মাঝে,
সাধারণ গৌরবেতে—
স্থান দান করুন নৃপতে!"—

উভয়ে। যথা আজ্ঞা প্রভো!

কণ্ব। বৎসে শকুন্তলে!
স্থিরচিত্তে শুন আমি যা বলি তোমারে!
আজি হতে সংসারী হইতে চলিলে মা,
শিশুখেলা আর চলিবে না!
পতিকুলে গুরুজনে সদাই সেবিবে,
সতীধর্ম্ম সদাই পালিবে ;
স্বামী রুষ্ট হ'লে,
অভিমান ক'রোনা কদাচ ;
স্বামীই পরম গুরু,
এটি যেন সদা মনে থাকে ;
সপত্নিনীগণে

সর্ব্বদা ভগিনীভাবে দেখিবে নয়নে,
আপনায় ভাগ্যবতী ভাবি,
অগর্ব্বিতা ভাবে—পৌরজন প্রতি—
সদা রবে অনুকূলা হয়ে।
দাস দাসীগণে সুমিষ্ট বচনে,
যতনে পালিবে বৎসে!
আর্য্যে,
এ বিষয়ে আপনার কিপ্রকার মত?

গৌতমী। নব বধূ নূতন সংসারযাত্রী জনে,
ইহাই ত উপদেশ ভাই!
বাছা, এই সার কথা গুলি সদা মনে রেখ'।

শকুন্তলা। বাবা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা,
এরা কি এখান থেকে ফিরে যাবে দোঁহে?

কণ্ব। হাঁ মা,—
এখনো সখীরা তব রয়েছে কুমারী,
নগরে তোমার সনে যাইতে দিব না;
সৎপাত্রে এদের' ত সমর্পিতে হবে।
ভয় কি,—গৌতমী দিদি সঙ্গে রহিলেন।

শকুন্তলা। বাবা,
তোমার চন্দন তরু মলয় ছাড়িয়ে,
হায় গো কেমন ক'রে জীবিত থাকিবে?

কণ্ব। কেন বাছা হতেছ কাতরা?
যাও মা, ধরণীশ্বরে পবিত্র হৃদয়ে
সুখী করি—হওগে সুখিনী।

( কণ্বের চরণে শকুন্তলার প্রণাম)

আমার প্রাণের ইচ্ছা হউক পুরণ।

প্রিয়ম্বদা। ( জনান্তিকে ) সখি, কি করি—কি করি,

পড়ে গেল দুর্ব্বাসার শাপ মম মনে,
কেমনে লো কোন্ প্রাণে অঙ্গুরীয় কথা,
কব সই সোনার কমলে ?

অনসূয়া। এখন এমন করে ভাবিলে স্বজনি,
উপায় কি হবে বল তার ?
কোনরূপে অঙ্গুরীয় কথা—
কৌশলেতে বুঝাইয়া দাও।

প্রিয়ম্বদা। দেখ শকুন্তলা,
যদ্যপি সহসা মহারাজ
চিনিতে না পারেন তোমায়,
এই অঙ্গুরীটি ভাই দেখাইও তাঁরে।

শকুন্তলা। কেন কেন—
এ কথা বলিলে কেন ভাই !
আমার যে বড় প্রাণ হইল অস্থির !

প্রিয়ম্বদা। কোন চিন্তা নাই,
অনুরাগী ব্যথিতের প্রাণে
এইরূপ নানা ভাব উথলিয়া উঠে।

সারদ্বত। দ্বিতীয় প্রহরে সূর্য্য হ'ন অধিরূঢ়,
আর না ত্বরায় এস,—
মহর্ষে, বিদায় দিন !

শকুন্তলা। বাবা, এই রম্য তপোবন,
আবার দেখিতে পাব কবে ?

কণ্ব। ভোগলিপ্সা করিয়ে পূরণ,
বাসনায় দিয়ে জলাঞ্জলি,
পুত্রের উপরে ভার দিয়ে সিংহাসন,
স্বামী সনে এই তপোবনে
আবার আসিতে পাবে।

গৌতমী। বাছা, বয়ে যায় গমন সময়,

পিতাকে নিবৃত্ত কর।

কণ্ব। যাও বৎসে,
তপস্যার হতেছে ব্যাঘাত।

শকুন্তলা। প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া—
যাই সই—

( সখীদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া, শকুন্তলা,
গৌতমী ও মিশ্রদ্বয়ের প্রস্থান )

প্রিয়ম্বদা। আর নাহি দেখা যায়,
হায় হায় শকুন্তলা—
বনরাজী অতিক্রম করে চলে গেল !

কণ্ব। প্রিয়ম্বদে,
তোমাদের শৈশবের সধর্ম্মাচারিণী,
এতদিনে পর হ'ল ;
শোক শান্তি করি—
এস—চল যাই তপোবনে।

অনসূয়া। বাবা,
এতদিনে তপোবন মাতৃহীন হ'ল,
শকুন্তলা ফেলে চলে গেল !

কণ্ব। স্নেহের খেলাই এইরূপ,
চল, আর ভাবিলে কি হবে !
"অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব।
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ ॥
জাতোঽস্মি সদ্যো বিশদান্তরাত্মা।
চিরস্য নিক্ষেপমিবার্পয়িত্বা ॥"

( সকলের প্রস্থান )

---

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

( হস্তিনা—বিলাস-ভবন )

দুষ্মন্ত।

দুষ্মন্ত। অনন্তের ধরাভার প্রায়
রাজ্যভার হেরি সেইরূপ।
রাজকার্য্যে কত যে দায়ীত্ব,
রাজা বিনা অন্যে কি বুঝিবে ?
প্রতি পদক্ষেপে দৃষ্টি রাখা চাই ;
প্রজাদের সুখ, দুঃখ, শোক, মনস্তাপ,
রাজাই কারণ তার,
রাজার উপরে হায় সকলি অর্শিছে।
আত্মহারা হয়ে,
আত্মসুখে জলাঞ্জলী দিয়ে,
প্রজাগণ কিসে সুখী হয়,
কিসে রাজ্য সুশৃঙ্খলে হয় সমাধিত,
এই চিন্তা সদাই রাজার।
কে বলে নৃপতি সুখী ?
অসুখী নৃপতি মত
আমি বলে কেহ নাই ত্রিলোক মাঝারে।
শত্রুভয়—জীবনের ভয়,
কুলোকের—কুকথার ভয়,
ধর্ম্মেভয়—অধর্ম্মেতে ভয়,

প্রতি পদক্ষেপে ভয় ;
হায় এত ভয় প্রাণে যার—
তার প্রাণ কে বলে রে সুখী ?

( বন্দীদ্বয়ের প্রবেশ )

গীত।

হাম্বীর—তেওরা।

সতত সাধুজনপালন, দুষ্টগণ দমন কারণ,
অসীম প্রতাপবান, ভো ভো রাজাধীরাজন !
অরিকুলহারী অনাথরক্ষণ, শিষ্টজনগণ প্রতিপালন,
অমোঘশরে তব ভীতরক্ষগণ, ভো ভো রাজাধীরাজন !
জয় জয় পৌরব বাসব-বান্ধব—দানবঘাতি,
হে নরদেব—তব অনুপম যশঃরবিভাতি ;
তুমি দারিদ্র্য দুঃখ হারণ, হে প্রজাপ্রাণরঞ্জন,
কীর্ত্তিকমলে কমলা নৃত্যতি—ত্বমসী নৃপঃ সুখ-ভাজন।

( বন্দীদ্বয়ের প্রস্থান )

---

দুষ্মন্ত। কথঞ্চিৎ শান্তি পায় প্রাণ,
শুনিলে ধরার সুধা পবিত্র সঙ্গীত।
রাজকার্য্যে এতই যে শ্রান্ত হইয়াছি,
বন্দিদের প্রাণারাম গানে,
আবার হৃদয় যেন হইল সবল।

( মাধব্যর প্রবেশ )

মাধব্য। বাস্তবিক মহারাজ!
গান শুনে প্রাণ শীতল হ'ল,
মরা হৃদয় জ্যান্ত হ'ল ;

গানের টানে ধাক্কা খেয়ে,
মোরেও হেথা আস্‌তে হ'ল।

( নেপথ্যে বীণার ঝঙ্কার )

আর একটি বীণ বাজ্‌ল;
শুনুন মহারাজ,
কিবে মধুর আওয়াজ।

দুষ্মন্ত। বোধ হয় রাণী হংসমতী,
রাগাভ্যাস করিয়াছেন নাট্যশালা মাঝে।
চুপ কর—স্থির হয়ে শুন।

নেপথ্যে।— গীত।

মালকোষ।

নাম ভুলিলে তার ( হে শঠ মধুকর )
চুম্বন-বিস্মরণ কেন রসাল পিযূষে,
অমল কমলদলে কেন হে বিরাম।
শিলীমুখ হেন দুখ কেন দাও রসালেরে,
পতিরতা পতিনীর গিয়ে ভাঙ্গ মান;
পাবক-মান তার, দরশন বারিদানে,
নিবাও প্রেমিকরাজ,—সাধ মনকাম।

---

মাধব্য। গানটা বড় ভাবের বটে,
শুনে প্রাণটা শিউরে উঠে।

দুষ্মন্ত। কেন রে হিভাবময়ী শুনিয়ে সঙ্গীত,
প্রাণমন হ'ল বিচলিত?
প্রেমময়ী হংসমতী কারে লক্ষ্য করি—
করিলেন এ গীতি ঝঙ্কার?
মাত্র আমি একবার প্রেম আবিষ্কার—

করিয়াছি হংসমতী সনে ;
বসুমতী প্রাণপ্রিয়া প্রাণের অধিক,
তারে আমি ভালবাসি ব'লে,
গীতি তিরস্কার হেন তাই কি তাঁহার ?
অথবা তাই কি—
পূর্ব্বজন্ম-সম্বন্ধজনিত-সুখাভাস
ধীর স্মৃতি সনে এসে হইল প্রকাশ ?
কি কারণ হৃদয় আকুল ?

( কঞ্চুকীর প্রবেশ )

কঞ্চুকী। দ্বিপেন্দ্র দিবসে যথা ভানু তপ্ত হয়ে,
শৈত্যস্থানে করে অবস্থান ;
সেইরূপ নরেন্দ্র দুষ্মন্ত সুধার্ম্মিক
পুত্রনির্ব্বিশেষে
প্রজাকার্য্য করি সমাধান,
এখন বিজন স্থানে করেন বিশ্রাম।
বায়ু ও শেষের কভু আছে কি বিরাম ?
দিবারাত্র কার্য্যভার করেন বহন।
সেইরূপ নরনাথ দুষ্মন্ত রাজার
কার্য্যভার হতে কভু নাহি অবসর।
যাই পুনঃ মহারাজে করিগে জাগ্রত।

( নিকটে আসিয়া )

জয় হ'ক মহারাজ !
হিমাদ্রির উপত্যকা কানন নিবাসী
মহাঋষি কণ্ব কুলপতি
সস্ত্রীক তাপসগণে, মহারাজ সন্নিধানে,
সসন্দেশে করেছে প্রেরণ,
কি আদেশ হবে এ দাসেরে ?

দুষ্মন্ত। সস্ত্রীক তাপসগণ এসেছেন হেথা—
মহাপূজ্য কণ্বাশ্রম হ'তে?
কঞ্চুকি, ত্বরায় যাও,—
সোমরাত উপাধ্যায়ে দাওগে সংবাদ;
বেদমতে করিয়ে সৎকার তাঁহাদের
অগ্নিগৃহে লয়ে যান্ অতি সমাদরে।
কঞ্চুকী। যথা আজ্ঞা মহারাজ!—

(সকলের প্রস্থান)

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অগ্নিগৃহ)

দুষ্মন্ত।

দুষ্মন্ত। কণ্বমুনি কি কারণে,
সস্ত্রীক তাপসগণে
পাঠালেন মম সন্নিধানে?
ব্রতধারী তপপরায়ণ মুনিদের
রক্ষগণ দুর্দ্দান্ত হইয়ে
করিল কি তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন?
শান্তিময় পুণ্যপূর্ণ হিমাদ্রি প্রদেশে
জরার কি আবির্ভাব হ'ল?
বিরতা কি বসুমতী ফলোৎপাদনে?
অথবা আমার পাপে
ঘনাবলী হইয়ে কঠিন
ধান্যক্ষেত্রে জল না বরষে?
কিছুই বুঝিতে নারি।

( কঞ্চুকী ও সোমরাতের সহিত শার্ঙ্গরব, সারদ্যত, গৌতমী ও শকুন্তলার প্রবেশ )

কঞ্চুকী। হে মহাত্মাগণ!
আপনারা এদিকে আসুন।

শার্ঙ্গরব। সারদ্যত,
সাক্ষাৎ দেবেন্দ্র সম হের নরনাথে;
অতুল বৈভববান কুবের সমান
ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট ধার্ম্মিকপ্রবর।

শকুন্তলা। পিষিমা—পিষিমা!
আমার দক্ষিণ চক্ষু নাচিতেছে কেন?

গৌতমী। অশুভ ভেবোনা বাছা,
পতিকুল দেবতা তোমায়,—
সকল অশুভ হতে দূরে রাখিবেন।

সোমরাত। হে তপস্বীগণ!
বর্ণাশ্রম শান্তিদাতা দেবতাস্বরূপ
ভক্তিমান দুষ্মন্ত ধীমান,
শুনিয়ে মহাত্মাদের শুভআগমন
ধর্ম্মাসন করেছেন ত্যাগ,
আপনারা সন্দর্শন করুন ইহাঁরে।

শার্ঙ্গরব। হে মহাজন!
তরুগণ ফলাগমে হয় অবনত;
জলধর নব বারিভরে
বহুদূর হয় প্রণমিত;
হইলে সমৃদ্ধিশালী সৎপুরুষগণ
চিরদিন হ'ন অনুদ্ধত,
ইহাই ত প্রকৃতি নিয়ম!

কঞ্চুকী। বোধ হয় ঋষিদের কার্য্যসিদ্ধ হ'বে,
প্রভুর আননভাগ প্রসন্ন নেহারি।

দুষ্মন্ত। (স্বগত) কে এ নারী অপ্রস্ফুটময়ী,
পাণ্ডু পত্র মধ্যস্থিত কিসলয় সম
পবন-কম্পিত হয়ে হতেছে প্রকাশ ?
শকুন্তলা। (স্বগত) হৃদয়, কম্পিত হও কেন ?
স্থির হও প্রাণেশের অনুরাগ স্মরি।
সোমরাত। (অগ্রসর হইয়া) ভো রাজন,
সমাগত হয়েছেন তপস্বী দুজন,
ইহাঁদের যথা বিধি হয়েছ অৰ্চ্চনা;
কুলপতি কণ্বের নিদেশ
ঋষি-প্রমুখাৎ এবে করুন শ্রবণ।
ঋষিদ্বয়। জয় হ'ক মহারাজ!
দুষ্মন্ত। পবিত্র হয়েছে পুরী ও পদ অর্পণে,
কোটী কোটী প্রণাম চরণে!
ঋষিদ্বয়। স্বস্তি স্বস্তি মনস্কাম হউক সফল।
দুষ্মন্ত। মুনিগণ, তপস্যার সব ত কুশল ?
সারদ্যত। সজ্জনের রক্ষাকর্ত্তা থাকিতে আপনি,
ভগে বিঘ্ন সম্ভাবনা কিবা ?
ভাস্কর প্রভাবে কভু
অন্ধকার পারে কি তিষ্ঠিতে ?
দুষ্মন্ত। এত দিনে রাজ শব্দ সার্থক হইল।
ভগবান কণ্বমুনি আছেন কুশলে ?
সারদ্যত। সিদ্ধ তিনি, নিজায়ত্ব কুশল তাঁহার।
মহারাজে অশীর্ব্বাদ করি,
অনাময় প্রশ্ন কতগুলি,
দিয়ে ভার মো' সবার প্রতি,
কুলপতি প্রেরেছেন নৃপতি সকাশে।
দুষ্মন্ত। কহ মুনিগণ,
কণ্বমুনি কি কারণে স্মরেছেন মোরে ?

সারদ্যত। "গান্ধর্ব্ব রীত্যনুসারে ধর্ম্ম সাক্ষ্য ক'রে,
পরস্পর বদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞার পাশে,
আমার প্রাণ-প্রতিমা শকুন্তলা ধন্যে
তপোবনে করেছ উদ্বাহ;
এতে আমি আহ্লাদিত হইয়াছি অতি।
যেহেতু পূজার্হ জনে
শকুন্তলা তনয়া আমার
করিয়াছে আত্মসমর্পন।
অতএব হে রাজন!
আমার আসন্নসত্বা তনয়া রতন
সহ-ধর্ম্ম আচরণে করুন গ্রহণ,
স্থান দিন তব পদ পাশে,
কন্যাদায় হ'তে মোরে করুন বিমুক্ত।"
এই তাঁর করুণ আদেশ।

দুষ্মন্ত। (অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া)
সে কি কথা!

সারদ্যত। একি ভ্রম মহারাজ!
একেবারে আশ্চর্য্য হলেন কেন?
কেন, আপনি ত জানেন সর্ব্বতোভাবে,
পিতৃকুলে রহিলে দুহিতা,
লোকে তারে ভাবে অন্যরূপ?
তবে আজ সহসা বিরূপ কেন রাজা?

দুষ্মন্ত। এ কি কথা! কি বলেন মুনে?

শকুন্তলা। (ভয়াকুল হইয়া)
পিষিমা—পিষিমা!

(গৌতমীর বক্ষে পতন)

গৌতমী। চুপ কর—চুপ কর—কেঁদোনা কেঁদোনা!

দুষ্মন্তের ঘটিয়াছে ভ্রম,
এই ক্ষণে হবে উপশম।

সারদ্বত। স্বীয় সহধর্ম্মিনীর প্রতি,
সদয় বা নিরদয় হও—
স্থান দাও অন্তঃপুর মাঝে।

দুষ্মন্ত। এ আদেশ কেন এ দাসেরে বিপ্রবর?
করি নাই বিবাহ যাহারে,
অন্তঃপুরে কেমনে তাহারে দিব স্থান?

শার্ঙ্গরব। কি, অস্বীকার!
একেবারে বিবাহেই অস্বীকার!
সত্যসন্ধ রাজার একিরে ব্যবহার!
প্রিয় বোধে পূর্ব্বে যারে করেছ গ্রহণ,
এখন অযোগ্য বোধে তাহে অস্বীকার?

দুষ্মন্ত। কেন এত ক্রোধ হে তপস্বী!
যাহারে নিশ্চয় জানি সে নহে আপন,
কি রূপে কি ধর্ম্মমতে করিব গ্রহণ?

শার্ঙ্গরব। অসার ঐশ্বর্য্য মদে হইলে মাতাল,
এরূপ বিকৃত ভাব পায় ভবিষ্যতে।

(রাজপুরুষগণের চমকিত হওন)

সারদ্যত। প্রবল প্রতাপশালী নরপতি হয়ে,
কি কারণে কর স্বেচ্ছাচার?
অঙ্গীকার কেন হে পাশর'?
স্মর' স্মর' নরবর,
মৃগয়া কারণে গিয়াছিলে কণ্ব তপোবনে,
গান্ধর্ব্ব বিধানে
শকুন্তলে করেছ বিবাহ।
এই সেই শকুন্তলা—
তোমারি সহধর্ম্মিনী;

মহর্ষি কণ্বের আজ্ঞা করিওনা হেলা,
স্থির মনে লয়ে যাও আপন ভবনে।

দুষ্মন্ত। হায় হায়—
কি বিষম সমস্যায় পরিনু এখন!
একি বৃথা গণ্ডগোল?
কবে করেছি বিবাহ?
কবে বা গিয়াছি তপোবনে?
গান্ধর্ব্ব বিধানে বিভা!
কই, কিছু নাহি পড়ে মনে।
অপরের বিবাহিতা নারী
লইব কেমনে হে তাপসবর!
নিষ্কলঙ্ক পুরুকুলে
স্বইচ্ছায় কালিমা রোপিব?
একে পরনারী তাহে গর্ভবতী,
আপন পত্নিনী বোলে লইব কেমনে?
মহাপাপ—ঘোর মহাপাপ!
পাপ পঙ্কে জেনে শুনে
কখনই সংলিপ্ত হবনা।

গৌতমী। বাছা আর ত উপায় নাই;
অবগুণ্ঠন করিয়ে মোচন
দেখাই মুখশ্রী তব,
মহারাজ অচিরায় চিনিবেন তোমা।

( অবগুণ্ঠন মোচন )

দুষ্মন্ত। (স্বগত)
মনোহর অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি
আপনি আসিয়া মোরে করিল ব্যাকুল!
কি করি, কিছুই আমি বুঝিতে না পারি।

সারদ্যত। মহারাজ, কিহেতু নীরবে তুমি ?
ঘুচেছে কি মহাভ্রম তব ?
দুষ্মন্ত। হে তপস্বীগণ !
দেখিলাম বহু চিন্তা করি,
ইহাঁকে যে করেছি বিবাহ,
কোন মতে হয়না স্মরণ।
এই ক্ষেত্রী—স্পষ্ট-গর্ভ-লক্ষণ সম্পন্না
রমনীরে, কোন শাস্ত্র মতে ভার্য্যা বলি
দিব স্থান আপন ভবনে ?
শার্ঙ্গরব। সাবধান সাবধান রাজা !
প্রজ্জলিত ক্রোধানলে যাঁর
ধ্বংস হয় সর্ব্ব চরাচর।
সেই মহাতেজগ্রস্ত কণ্বের কিঙ্কর মোরা,
সেই কণ্ব-কন্যা শকুন্তলা পত্নিনী তোমার,—
এত অপমান তাঁর ?
হা শঠ,—হা প্রবঞ্চক !
হরেছিলে যাঁর ধন তস্করের প্রায়,
স্ব ইচ্ছায় সেই রত্ন তিনি
দিতেছেন ফিরিয়ে তোমায়,
সৌভাগ্য বলিয়ে মান না ?
তাঁরেই অবমাননা করিলে মোহান্ধ !
সারদ্যত। ক্ষান্ত হও শার্ঙ্গরব !
দাম্ভিকের সনে
বিতণ্ডায় প্রলয় ঘটিতে পারে।
শকুন্তলা,
ঋষির আদেশ আর বক্তব্য মোদের
সমুদয় কহিনু রাজারে,
তথাপি বিশ্বাস তাঁর হলনা তোমারে।

এই বার তুমি নিজে হও অগ্রসর,
স্মরণ করিয়ে দাও অতীত ঘটনা।

শকুন্তলা। হায়, সেই অনুরাগ—
স্বর্গীয় প্রতিভাময় পবিত্র প্রণয়,
রূপান্তর হইয়াছে এরূপে যখন
তখন আমার আর মঙ্গল কোথায়?
আর্য্যপুত্র! না না আর কেন?
মহারাজ!
তপোবন-বাসিনীরে প্রবঞ্চনা ক'রে,
অনুরাগে প্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত করিয়ে,
সরলার কুলে কালি দিয়ে,
এখন নিষ্ঠুর হয়ে
পথের ভিখারী সম দাও তাড়াইয়ে,
এই কি উচিত হ'ল রাজা!

দুষ্মন্ত। (কর্ণে হস্ত দিয়া) ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও!—
কুলোকের কুমন্ত্রনায় বশীভুত হয়ে,
কুহকিনি!
কি হেতু ভুলাতে মোরে আস'?
কুলঙ্কষা সিন্ধু নদী যথা
প্রসন্নাম্বু নদীবরে করেরে মলিন,
সেই রূপ নিস্কলঙ্ক পূত পুরু কুল
কলঙ্কিত পতিত করিতে—
কোথা হতে আইলে রমণি!
নহি স্বামী আমি নহে ভার্য্যা তুমি মম।
দুষ্মন্তের জগত-বিখ্যাত
সুমহৎ কার্য্যাবলী
ত্রিজগতে কোথা অপ্রচার?
এ কথা কি সাজে হে সুন্দরি!

সহসা দুষ্মন্ত রাজা বালক হইয়ে
তপোবনে একটী অনাথা বালিকায়,
চুপি চুপি করিয়ে বিবাহ,
ফিরে এল হস্তিনা নগরে—
পুনঃ তারে অস্বীকার করে ?

শকুন্তলা। বাক্ শক্তি দিয়েছেন বিধি,
হয়েছেন সুবিচার পতি!
অবশ্য এ তিরস্কার সব শির পাতি।
কিন্তু ধর্ম্ম সাক্ষী,
লোকপাল সাক্ষী;
সাক্ষী তুমি নৃপতি স্বয়ং,
সাক্ষী তবৌরসজাত গর্ভস্থ কুমার,
অনাথার তুমি বিনা কেহ নাহি আর।
জ্ঞানের ঈশ্বর তুমি প্রাণের জীবন,
মনের হে মনোময় তুমি!
কঙ্গালিনী কিঙ্করীরে কলঙ্কে ডুবালে ?
হা ধর্ম্মরাজ!
এই কি হে ধর্ম্মের প্রভাব তব ?
এত দিন ছিলাম বালিকা;
তপোবনে বৃক্ষ ফল ফুল ময়ূর ময়ূরী সনে
এত দিন করিতাম বাস;
এত দিন জানি নাই
সংসারের প্রবঞ্চনা পূর্ণ ভালবাসা—
পুরুষের বজ্রময় জঘন্য প্রণয়
এত দিন জানিনি সরল প্রাণে,
আজ হে স্বার্থপর
কামোন্মত্ত নিষ্ঠুর চণ্ডাল!
ভালরূপে দিলে শিখাইয়ে!

হা দস্যু রাজনামধারি !
এত যদি মনে ছিল তব,
বিষ বাণে কেননা বধিলে,
কেন অগ্নি জ্বেলে দিলে বালিকার প্রাণে !
আজ্ আমায় ক্ষেত্রী বলে কৈলে উপহাস ?
আজ আমায় কলঙ্কিনী জ্ঞানে
তাড়াইয়ে দিতে চাও ?
ভাল, তাই যাব,
মহারাজা দুষ্মন্তের মহিষী হইয়ে,
কাঙ্গালিনী সম প্রভো তাই চলে যাব;
কিন্তু শেষ কথা এই,
প্রেম চিহ্ন রূপ তব প্রেম অভিজ্ঞান,
এক বার দয়া করে করিয়ে দর্শন,
বিসর্জ্জন করুন আমারে !

দুষ্মন্ত। উত্তম, প্রমাণ যদি দেখাইতে পার,
তা হ'লে নিশ্চয় তোমা করিব গ্রহণ।
তা হ'লে নিশ্চয় আমি জানিব অন্তরে,
দারুণ বিস্মৃতি বশে ভুলেছি তোমারে।

শকুন্তলা। ( অঙ্গুলি দর্শন করিয়া)
পিষিমাগো, কি হ'ল গো !
অঙ্গুরীয় নাই যে আঙ্গুলে !

গৌতমী। হা কপাল !
শচী তীর্থে সলিল বন্দনা কালে,
বুঝি হায় অঙ্গুরীয় পড়িয়াছে জলে।

দুষ্মন্ত। বলিহারী বলিহারী ধন্য নারী জাতি,
বলিহারী বলিহারী প্রত্যুৎপন্নমতি !

শকুন্তলা। বিধাত রে !
এতই কি মনে ছিল তব ?

হে পৌরব—জ্ঞানীবর, যদি আজ্ঞা হয়,
আরো কিছু নিবেদন করিব তোমায়!
বল বল—
যত কথা আছে তব সব বলে ফেল।

শকুন্তলা। স্থির মনে ভেবে দেখ দেখি!
আমারে ভুলায়ে লয়ে,
সেই নবমালিকামণ্ডবে,
এক দিন বসেছিলে
নীর পূর্ণ পদ্মাধারে পদ্ম হাতে করে।

দুষ্মন্ত। হাঁ, তা কি ভুলিতে পারি? তার পর বল।

শকুন্তলা। কি, রহস্য পরিহাস মনে কর রাজা?
হা স্বেচ্ছাচারী কপটী পুরুষ!
মনে নাই সব ভুলে গেলে?
হেন কালে—
আমার পালিত পুত্র প্রাণাধিক প্রিয়
দীর্ঘাপাঙ্গ কুরঙ্গ শিশুরে,
সম্বোধন ছলে তুমি ডাকিলে তাহারে;
মনে নাই ভুলে গেলে অস্বীকার কর?
জল পান করিতে ডাকিলে,
কিন্তু মৃগ শিশু এলো না তোমার কাছে;
দেখি তাহা,
হস্ত প্রসারিয়ে আমি ডাকিনু তাহারে,
অনায়াসে জল পান করি চলি গেল।
পরিহাস করি কহিলে আমারে তুমি,
"দুজনেই বন্য জাতি দোঁহে,
তাই এত পরস্পরে ভাব।"

দুষ্মন্ত। আত্ম কার্য্য হীন কার্য্য সাধন সময়ে,
কুমতি কুলটাগণ,

এই রূপ সরস মধুর মিথ্যাভাষে,
বিষয়ী বিলাসী জনে করে আকর্ষণ।

সকলে। ( একেবারে কর্ণে হস্ত দিয়া )
রাম—রাম!—

গৌতমী। হা দুর্ম্মুখ—মদোন্মত্ত রাজা!
একে বারে জ্ঞান শূন্য তুমি?
কাণ্ড জ্ঞান নাহি কিছু তব?
এই সাধ্বী সতী সরলতাময়ী
সাক্ষাৎ প্রকৃতিরূপা কণ্বতনয়ারে
অসহ্য অশ্রাব্য কথা কুলটা বলিয়ে
গালি দিলে?
যত বড় মুখ তব তত বড় কথা?

দুষ্মন্ত। ওগো বৃদ্ধে! জানি সব;
এই গর্ভবতী নারী যত দূর সতী,
তার আজ যথেষ্ট প্রমাণ দিলে তুমি।
দুষ্মন্ত কখন তার বচন চাতুর্য্যে
ভুলিবে না জানিও নিশ্চয়।

শকুন্তলা। অনার্য্য কপটী!
সর্ষপ প্রমাণ দোষ পরের নেহার,
কিন্তু হায় বিল্ব পরিমিত আত্মদোষ
দেখিয়াও দেখিতে পাওনা?
কে জানেরে পাপময় কূপ,
ধর্ম্ম আবরণে হায় ছিল বিভূষিত!
আগে যদি জানিতাম হেন,
তা'হলে কি এই—
অন্তর গরলাবৃত সুধাক্ত বদন
নির্ম্মম পাতকী দৈত্য হাতে
করিতাম আত্ম-সম্প্রদান?

হা বঞ্চক হা লম্পট !
সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় সদাশয় তুমি,
আর আমি দুশ্চারিণী কুলটা রমণী ?
এখনো সহস্র ধারে পাপ জিহ্বা তব—
না না সুখে থাক রাজা !

( সহসা উচ্চৈঃস্বরে উন্মাদিনীর ন্যায় )

মা মেনকে ! কোথায় মা !
আয় মা, দেখে যা তোর অভাগী তনয়া,
স্বামীর জ্বলন্ত বাক্য বাণে
প্রাণে মরে দেখে যা গো !

শার্ঙ্গরব। আর না আর না—
যত দূর স'বার সয়েছি,
যত দূর হবার হয়েছে।
শকুন্তলা, কেন তুমি এ বিষয়
কর্ণান্তর করনি কাহারে ?
কেন তুমি এক জন দুরন্ত রাক্ষসে,
না জেনে—না শুনে
গোপনে হৃদয় দান করিলে বিমূঢ়ে ?
জ্বলে মর—এবে তার ফল ভোগ কর !

দুষ্মন্ত। তোমরা যে সকলে মিলিয়ে,
এ নারীর কথায় ভুলিয়ে,
অমাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিলে !

শার্ঙ্গরব। লোকপাল—দিকপালগণ !
শুন শুন দুরাত্মার স্পর্দ্ধার বচন।
আজন্ম যে দয়া দেবী
মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম কণ্বাশ্রমে,
অকৃত্রিম সরলতা গুণে হয়েছে লালিতা;
এবে সেই সরমের লতা

মহা দেবী শকুন্তলা সতী
নিষ্পাপী পবিত্র চেতা পুরুবংশধরে,
ছল পাতি পতি বোলে এসেছে ভুলাতে
সকলে শ্রবণ কর দুষ্মন্তের কথা,
শকুন্তলা দ্বিচারিণী অনৃতভাষিণী !
এত দিন যাঁরে কণ্ব মুনি,
মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া জ্ঞানে
মা বলিয়ে করিতেন সদাই সম্ভাষ,
এত দিন যাঁর গুণে,
বন্য জন্তু তরু লতা আদি
ছিল বশীভূত,
সেই পবিত্রা পরমা সতী কণ্বের দুহিতা,
দুষ্মন্তের কাছে আজি মায়াবিনী হ'ল !
হা ভারত—হা সোনার ভারত !
এমন পাষণ্ড জনে করেছ ধারণ ?
এমন দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যে
রাজার অনন্ত ভার করেছ অর্পণ ?
হা ধিক্ ধিক্ !
এই গুণে দুষ্মন্ত মহৎ ?
এই গুণে বশীভূতা সদ্বীপা ধরণী ?

দুষ্মন্ত। ওহে সত্যবাদি ! সত্য মানি
পাষণ্ড দুর্ব্বৃত্ত আমি কুলের কজ্জল;
কিন্তু বল দেখি,
ইহাঁরে বঞ্চনা ক'রে কি লাভ আমার ?

শার্ঙ্গরব। নিপাত—নিপাত—লাভ !

দুষ্মন্ত। পৌরবের সর্ব্বনাশ লাভ ?
এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়,
স্থির হও—স্থির হও।

সারদ্যত। আর বৃথা বিবাদের প্রয়োজন কিবা ?
শাঙ্গরব, শান্ত হও ;
মহর্ষি আদেশ মোরা করেছি পালন,
মোদের কর্ত্তব্য কাজ করেছি সমাধা ;
ক্ষণ মাত্র দাঁড়াইতে ইচ্ছা আর নাই,
চল ভাই ফিরে যাই ঋষি সন্নিধানে।
এই তব রহিল পত্নিনী ;
ইহাঁরে গ্রহণ কর, অথবা বিদায় কর,
যাহা ইচ্ছা হয় তব মনে ;
পত্নী প্রতি পতির সম্পূর্ণ অধিকার।
আর্য্যে, আর কেন ?
চলুন—ত্বরায় যাই।

শকুন্তলা। অনাথারে শ্মশানে ফেলিয়ে—
ওগো, তোমরা কোথায় যাও ?

গৌতমী। বল দেখি, আহা হেন সোনার কমলে
কি বোলে দস্যুর কাছে ফেলে চলে যাই ?

শাঙ্গরব। থাক্—ওই স্থানে—থাক্!
শকুন্তলা, সেচ্ছাচারে প্রয়াস তোমার ?
থাক্—ওই স্থানে—থাক্!

( শকুন্তলা ভয়ে কম্পিতা হওন )

সারদ্যত। রাজার মুখেতে মোরা যে রূপ শুনিনু,
যদি তাই যথার্থই হয়,
শকুন্তলা, কলঙ্কিনী তুমি,
তোমারে মোদের আর প্রয়োজন নাই।
আর যদি—
বাস্তবিক মনে জান সাধ্বী সতী তুমি,
পতি গৃহে থাক দাসী হয়ে,—

আমরা তোমারে আর লইব না গৃহে।

( সারদ্বত শার্ঙ্গরব ও গৌতমীর প্রস্থান )

শকুন্তলা। ( উচ্চৈঃস্বরে ) বসুধা, বিদীর্ণা হও!

[ পতন ও মূর্চ্ছা ]

দুষ্মন্ত। ( পুরোহিতের প্রতি )
কি করি—বলুন দেখি!
আমি যে ইহাঁরে কভু করেছি বিবাহ,
কিছু মাত্র হয় না স্মরণ।
আমার যে উভয় সঙ্কট হল!
আমার বিস্মৃতি কিম্বা ইহাঁর চাতুরী,
কিছুই ত বুঝিতে না পারি!

সোমরাত। এরূপ সন্দেহানলে পুড়িবার চেয়ে,
রাজন, আমার মতে এক কাজ কর।
জ্যোতির্ব্বিদগণ,—
গণনায় বলেছেন তোমা,
তোমার প্রথম পুত্র,
চক্রবর্ত্তি লক্ষণে লক্ষিত হবে রাজা।
অতএব এই নারী প্রসব অবধি,
রহুন আমার গৃহে।
এই পরিত্যক্তা বালা,
চক্রবর্ত্তি পুত্র যদি করেন প্রসব,
ইহাঁর সকল দোষ করিয়ে মার্জ্জন,
অবশ্যই লবে অন্তঃপুরে।
আর যদি ঘটে অন্য রূপ,
পিত্রালয়ে প্রেরণই সর্ব্বাংশে উচিত।

দুষ্মন্ত। আপনার যেবা অভিরুচি।

সোমরাত। উঠ উঠ মুনি বালে!

আমার আশ্রমে এস,
ভয় কি মা?
সযতনে রাখিব তোমায়।

শকুন্তলা। (চেতনা পাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায়)
মা এলি? আয় মা—নে মা কোলে!
মা—মা—দেখগো মেয়ের দশা!

(প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ সোমরাতের প্রস্থান)

নেপথ্যে। কি আশ্চর্য্য—কি আশ্চর্য্য!
অলৌকিক অপূর্ব্ব ঘটনা!

(সোমরাতেরপুনঃ প্রবেশ)

সোমরাত। মহারাজ! অদ্ভুত ব্যাপার!
নর নেত্রে কথনই হয়নি দর্শিত।
সেই বালা হাহাকার করিতে করিতে
শূন্য পথে বাহু উত্তোলন করি,
মা মা বলি ডাকিল কাতরে;
হেন কালে অকস্মাৎ গগন হইতে,
নারী মূর্ত্তি দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী,
সকরুণে কাঁদিতে কাঁদিতে,
ভাগ্য নিন্দা করিতে করিতে,
সবলে তাহারে লয়ে,
চলে গেল অপ্সর তীর্থের পানে!
মহারাজ, এরূপ ঘটনা—
কভু আমি দেখিনি নয়নে!

দুষ্মন্ত। ভগবন্ এ যে কি রহস্য,
কিছুইত বুঝিতে পারি না!
যান, বিশ্রাম করুণ গিয়ে,
ভাবিলে উপায় কিবা হবে!

সোমরাত। জয় হ'ক।

( প্রস্থান )

দুষ্মন্ত। একি হ'ল! কোথা হতে এল!
কেনই বা স্বামী বোলে ডাকিল আমায়?
আমার ত কিছু মাত্র হয়না স্মরণ!
কিন্তু এ কি, হৃদয় আমার কেন
এ বিষয়ে প্রত্যয় দিতেছে?
অন্তর আমার কেন হতেছে ব্যাকুল?

( সকলের প্রস্থান )

---

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

( রাজ-পথ )

( নগরপাল ও উভয়হস্ত বদ্ধ ধীবরকে লইয়া রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ )

নগরপাল। বল্ বেটা,
মণিখোদিত রাজনামাঙ্কিতআংটী তুই কোথায় পেলি?

ধীবর। দোহাই নগর বাবার!
আমায় মেরোনা,
অমন ক'রে চোক্ রাঙ্গিওনা!
পুঁটীমাছ কি রাঘব বোলের ধাক্কা খেতে পারে?
আমার কোন দোষ নেই!

নগরপাল। তবে তুই ভাল বামুন ব'লে,
রাজা তোকে দান করেছেন না ?

ধীবর। শোন, আঃ আবার মার কেন বাবা ?
হাত কামাই দাও—
মুখ তুল্‌তেই দাও,—
চোক্ চাইতেই দাও—
মোর বাড়ী শকরাবতে,
চোদ্দপুরুষ মাছ মেরে খাই,
মোরা জেলে !—

১ম রক্ষী। ওরে বেটা,
আমরা কি তোর জাত জেত জিজ্ঞাসা কচ্ছি ?
তুই এই আংটি কোথায় পেলি বল্।

ধীবর। অত কড়া কেন বাবা ?
একটু নরম হও।
আমার যে সর্ব্বাঙ্গ নাগ্‌য়ে দিলে !

২য় রক্ষী। আচ্ছা, ঠিক্ করে বল্—
সাবধান বেটা,
কিছু লকুস নি !

ধীবর। বাবা, গলার আওয়াজ দেখ,
যেন ষাঁড়!
এজ্ঞে হুজুর,
মাছ মারা মোর ব্যাবসা ;
তাইতেই কষ্টে স্বষ্টে
এক রকম করে পরিবার প্রতিপালন করি।

নগরপাল। ব্যাটার কি সাধু ব্যবসা গো !

ধীবর। এজ্ঞে, মুই মিথ্যে বলিনি !
মোর হাত দেখ,
জাল টানার কড়া দেখতি পাবে।

নগরপাল। আচ্ছা, এখন বল্ আংটি কি করে পেলি!

ধীবর। এজ্ঞে মুই কাল সন্ধ্যে বেলা—
নদীতে জাল বাইতে বাইতে,
মস্ত একটা আকামানে রুই পাই।
তার পেট চিরে,
হীরে বসান আংটি পড়ল নজরে,
বেচ্‌তে এনেছিলেম বাজারে—

নগরপাল। বেটা ফের মিথ্যে!

( প্রহার )

ধীবর। মোরে কাটি ফেল,
মোরে খুন কর,
মুই মিথ্যা বল্‌বনা।
দোহাই মাকাল ঠাকুরের!
দোহাই বাবাদের!
দোহাই ধর্ম্মের!
মুই মিথ্যা বল্‌বনা।

নগরপাল। বীর সিং! আর মেরে কায নাই।
বাস্তবিক এ আংটীতে,
আমিষের গন্ধ বটে!
এর বিচার রাজার কাছে হবে।

ধীবর। মোরে এখানেই মেরে ফেল,
মুই রাজার কাছে যাতি পারবোনা।

১ম রক্ষী। কি যাবিনি?
তোকে আজ শূলে দেব!
চল্ ব্যাটা।

( ধাক্কা মারিতে মারিতে সকলের প্রস্থান )

———

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

( তোরণ দ্বার )

( ধীবরকে লইয়া রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ )

১ম রক্ষী। ব্যাটা, অত কাঁপ্‌ছিস কেন?

ধীবর। বাবা, তোমার হিড়িকে,
তোমার মারের ধমকে!
আমার বাবার ভাগ্গি—এখনো আছি টেঁকে।
হায়রে পোড়াকপাল!
এতই তোর কপালে ছিল রে?
লোভে পড়ে মারা গেলি?

২য় রক্ষী। তবে রে শালা,
তুই নাকি চুরি করিস্‌নি?
এই বার ত নিজের কথাতেই ধরা পড়্‌লি!

ধীবর। রও বাবা,
বাঁ দিক্‌টে অসাড় মেরে গেছে,
ও দিক্‌টেয় বোধ লাগ্‌ছে না;
এবার ডান দিক্‌টে ধর!

( নগরপালের পুনঃ প্রবেশ )

নগরপাল। বীর সিং!

ধীবর। ( চীৎকার করিয়া )
এই বার মলুম গা!—

নগরপাল। ধীবরকে ছেড়ে দাও,
ও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।—

উভয়ে। যে আজ্ঞা।
যা ব্যাটা, যমের বাড়ী থেকে ফিরে গেলি!

( ধীবরের বন্ধন মুক্ত করণ )

১ম রক্ষী। নগরপাল মহাশয়!
কি করে কি হ'ল বলুন দেখি?

নগরপাল। আমি মহারাজের নিকট
এ বৃত্তান্ত অবগত করাতে,
তিনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে,
অঙ্গুরীয় দেখ্‌তে চাইলেন,
বীর সিং—বীর সিং!
ধীবরকে বেশ করে ধরে রাখ,
ও যেন পালায় না,—
কাজ আছে।

১ম রক্ষী। তারপর—তারপর?

নগরপাল। তারপর যেমন অঙ্গুরীয়
মহারাজের হাতে পড়্‌ল,
অমনি তিনি উন্মত্তের ন্যায়,
"আমার শকুন্তলা—আমার শকুন্তলা!"
এই বলে চীৎকার কত্তে কত্তে—
মূর্চ্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন।

উভয়ে। সর্ব্বনাশ!—

নগরপাল। আক্ষেপ করোনা শোন;—
মহারাজের সংজ্ঞা লাভ হ'লে,
সকাতরে বল্লেন,—
"নগরপাল!
অঙ্গরীয়ের যত মূল্য হয়,
সমস্তই সেই ধীবরকে পারিতোষিক প্রদান কর!"
এই দেখ কত অর্থ!

ধীবর। ও বাবা—এ কি!
এত টাকা!
শূল থেকে নাবিয়ে—

একেবারে হাতির কাঁধে !
না বাবা বুঝেছি,
মেরে ফেল্‌বার এক রকম জাল পেতেছ ;
মোরে ছেড়ে দাও,—
মোর বড় জল তেষ্টা লেগেছে !

নগরপাল। ব্যাটা, টাকা না পেতে পেতেই
জল তেষ্টা লাগ্‌ল,—
এত টাকা পেলে তা হ'লে যে ফেটে মরে যাবি।

ধীবর। চোক রাঙ্গাও কেন ?
অর্দ্ধেক নয় বথ্‌রাই নিও,—
মদ খেয়ো !—

নগরপাল। ভ্যালারে মোর ভাই রে ;
বেঁচে থাক,—
এমনি করে রোজ মাছ ধর !
চল— মিলে ঘুষে শুঁড়ীর বাড়ী যাওয়া যাক !

ধীবর। তোমার জয় হ'ক !

(সকলের প্রস্থান)



## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

( রাজোদ্যান )

শূন্যে সানুমতীর প্রবেশ।

গীত।

ভীমপলশ্রী মিশ্রিত—একতালা।

কেরে নিদয় এমন,
প্রাণের প্রতিমা ধনে দেছে বিসর্জ্জন !
দেখিয়ে নয়নে জল,
দেখিয়ে সত্যের বল,
অনলে মাধবীলতা করিলে সেচন,
হা নিঠুর, দেখে যাও কি দশা এখন !—

---

না না—কি দোষ তোমার ?
বিজ্ঞ, ধীর, রাজগুণে অলঙ্কৃত তুমি,
কোটি কোটি জীবনের শুভাশুভ ভার,
ধরিয়াছ আপন মস্তকে ;—
না না—কি দোষ তোমার ?
সাধ্বীর নয়নে জল দেখিলে নয়নে,
জীবনে জীবনধনে না নিলে মিশিয়ে,
পতিপ্রাণা পরমাসতীরে,
গালি দিলে, "কুলটা" বলিয়ে,
সোনার প্রতিমাটিয়ে অতলে ডুবালে,
না না না, আবার বলি কি দোষ তোমার ?
সেই—দুর্দ্দান্ত কোপের মূর্ত্তি জ্বলন্ত ঋষির—
জ্বলন্ত অমোঘ শাপ !

বিধাতার দুশ্ছেদ্য বিধান!
না না, কি দোষ তোমার?

( পরিক্রমণ )

যাক্,—আমার পালানুসারে অপ্সরা তীর্থের,
সব কার্য্য হ'ল সম্পাদন।
দেহ মন শুদ্ধ করিবারে,
সাধুদের আগমন হবে সেই থানে;
এখন এখানে থাকি দুষ্মন্তের ভাব,
স্বচক্ষে দেখিব;
দেখিব সতীর অশ্রুজল
হইয়াছে রূপান্তর কি ভীষণ ভাবে।
তাই কাল মেনকা আমার,
পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল আমারে।

( ভূতলে অবতরণ )

হস্তিনায় বসন্ত উৎসব আজি,
রাজবাটী নিরুৎসাহ কেন?
ঠিক্ ঠিক্,—
দুষ্মন্তের বিষম বিস্মৃতি,
হইয়াছে অপলোপ।
আহা, ভাল হ'ল!
এইবার জানা যাবে দুষ্মন্তের প্রাণ।
এই খানে বসে থাকি অলক্ষিত ভাবে,
এখনি আসিবে রাজা;
আজ তাঁর বিষাদ মূরতি,
আঁখি ভরি দেখিতে হইবে।
করুণার বিপরীত খেলা,
চুপি চুপি খেলিতে দেখিব।

( অলক্ষ্যে অবস্থান )

( রতি রমণীগণের প্রবেশ )

গীত। *

পিলু মুলতান——দাদ্‌রা।

মৃদু-হিল্লোলে চললো সকলে ভেসে,
রূপের ছটা ছড়িয়ে সবে আয় ফিরি দেশ বিদেশে।
চল্লো যাই আকাশ কাছে,
আয় আয় পাখী পাছে পাছে,
আয় তুলি তান সবাই মিলে দিক্ উজিল মোহন বেশে।

---

১মা। বসন্ত জীবন-ধন বসন্ত-মুকুল,
বসন্তসমীরে দেখ নিতান্ত আকুল।
আসিয়াছে মধু মাস, চূতকলি পরকাশ,
বসন্ত উৎসবে মত্ত কুসুম কানন।

২য়া। সইলো, এগিয়ে নাও, মুকুল পাড়িয়ে দাও,
করিবলো সে মুকুলে কামের অর্চ্চণ।

৩য়া। অর্দ্ধেক অর্চ্চন ফল যদি হয় মম,
তা হলে পাড়িতে পারি, মুকুল সাজাতে পারি,
পঞ্চবাণে বেঁধে দিয়ে ঘটাই বিভ্রম।

( মুকুল পাড়িয়া লওন )

১মা। দেখলো অফুট হাসি মুকুলের মুখ খানি,
হেসে হেসে বলে মোরে খেলা দাও চন্দ্রাননি!
চূতাঙ্কুর, শুন শুন বচন আমার,
কন্দর্পে স্মরণ করি কহি হে তোমায়;
যুবক যুবতী গণে, তাহাদের প্রাণে প্রাণে,

---

* এই গীতটি আমার শৈশব সঙ্গীত "অপূর্ব্বমায়ামিলন" নামক গীতি কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ব'স গিয়ে প্রীত মনে, হানিয়ে মদন বাণে,
খেলা কর খেলা কর, প্রাণ মন বিদ্ধ কর,
রতি ও সুরত লয়ে মাতাও সবায়,
সমীরে আদেশ দাও, মহিমা বিলায়।

(চূতাঙ্কুর নিক্ষেপ)

(কুপিত হইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। অর্দ্ধস্ফুট চূতাঙ্কুর কেন নষ্ট কর ?
এ বৎসর হইবেনা বসন্ত উৎসব।
শোননি কি রাজার বারণ ?

উভয়ে। হবেনা বসন্তোৎসব—কি হেতু কঞ্চুকী!

কঞ্চুকী। দেখনি কি—বাসন্তিক তরু লতাগণ,
তদাশ্রয়ী বিহঙ্গ সমূহ,
রাজার শোকেতে সবে আছে মৃয়মাণ ?
আহা, এই নম্র আম্র কলি,
ফোট ফোট তবু অপ্রস্ফুট ;
ওই দেখ কোমল কুসুম গুলি,
সুখ ভুলি, আপনিই যেতেছে শুকায়ে,
কুরবক কোরক হয়ে নয়ন মুদিয়ে,
বিমলিন—রয়েছে দাঁড়ায়ে ;
কোকিল আকুল হয়ে,
চুপি চুপি গান গায় বিষাদের গান ;
নিরানন্দে স্বয়ং মদন,
পুষ্পবাণ তূণ মধ্যে করেছে গোপন।
হস্তিনায় উৎসবের সাধ,
চিরতরে গিয়াছে ফুরায়ে!

সানুমতী। অনুতাপ—প্রায়শ্চিত্ত—জীবনের সার,
এখন নয়ন জল—মঙ্গল তোমার!

১মা। সম্প্রতি এখানে মোরা এসেছি বলিয়ে,
শুনি নাই রাজার নিষেধ!
কিন্তু মহাশয়,
মনে বড় কৌতুহল হয়েছে মোদের,
সহসা রাজার কেন হেন ভাবান্তর,—
মহোৎসবে নিরানন্দ কি হেতু তাঁহার?

কঞ্চুকী। শোন নাই—শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান কথা?

১মা। রাষ্ট্র যাহা শুনেছি আমরা;
অঙ্গুরী দর্শনাবধি শুনেছি সকলে।

কঞ্চুকী। তার পর স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়,
যেমন রাজার হস্তে হইল পতিত,
অমনি সজল নেত্রে হাহাকার করি,
কহিলেন দুষ্মন্ত রাজন্,
"আমারি—আমারি—শকুন্তলা,—
আমারি সহধর্ম্মিণী শকুন্তলা ধন,
মোহ বশে করেছি বর্জ্জন।"
হায় সেই হিমালয় সম,—
অচল-অটল-স্থির অন্তর যাঁহার,
সেই ধীর গম্ভীর প্রকৃতি মহারাজা,
অকস্মাৎ উন্মাদের পারা,
দিগ্বিদিক হইলেন হারা!
চক্ষুজল ঝরে অবিরল,—
অনিবার দুশ্চিন্তায় মুগ্ধ মহীপাল,
ভুলেছেন দেহ আপনার।

সানুমতী। পরম অনন্দ হ'ল এ কথা শুনিয়ে!

কঞ্চুকী। যাও দোঁহে নিজ নিজ কাজে,
মহারাজ অবিলম্বে আসিবেন হেথা।

( রতীরমণীগণের প্রস্থান )

আহা, ওই যে আসেন মহারাজ!
শান প্রাপ্ত ক্ষীণ মণি সম,
ক্ষীণ তেজে মলিন হইয়ে,
আসিছেন উন্মাদ হৃদয়ে।—

( দুষ্মন্ত, মাধব্য ও প্রতিহারীর প্রবেশ )

দুষ্মন্ত। ছি ছি নীচ—অতি নীচ মূঢ় মন মম!
স্বহস্তে স্থাপিনু যারে হৃদয় মন্দিরে,
আবার তারেই আমি দিনু বিসর্জ্জন?
হারে—একি মতিভ্রম হইল সহসা!
সেই যে আমার শকুন্তলা,—
ওরে—সেই যে পবিত্রময়ী প্রেমের প্রতিমা!
কি করিনু গৃহলক্ষ্মী চরণে ঠেলিনু,
পরমাসতীরে আমি "কুলটা" বলিনু,—
নিজের চরণে কৈনু কুঠার প্রহার!
ছি ছি ধিক্ ধিক্ দগ্ধ স্মৃতি!

কঞ্চুকী। ( অগ্রসর হইয়া ) মহারাজ,
উদ্যানের মনোহর শোভা নিরখিয়ে,
শ্রমার্ত্ত চঞ্চল চিত করুণ সুস্থির!

দুষ্মন্ত। নিবিড় কুন্তল দাম, অভিরাম গুণগ্রাম,—
সেই হাস্যময়ী সেই প্রীতি জ্যোৎস্নাবতী,
চলে যায় মন্থর গমনে;
কোকিল ঝঙ্কারি উঠে, ভ্রমর গুঞ্জরি ছুটে,
সুন্দর মল্লিকা ফুল ছিন্ন বৃন্ত হয়ে,
পদ প্রান্তে পড়েছে লুটায়ে!
মধুর বসন্তানিল প্রভাস প্রদোষে,
শান্তি ঢালা নন্দন কাননে,
চলে যায় কুসুম প্রতিমা,—
রূপ ভাতি না হয় বর্ণনা!

মাধব্য। ক্রমে হায় ভাবের ঘোরে,
পড়্ছে ঘুরে—আত্মহারা হয়ে,
তুফান টানে—ধাক্কা খেয়ে—
পড়্ল বুঝি ধেয়ে।
মহারাজ, উদ্যানের মনোহর শোভা,
একবার চেয়ে দেখুন!—

দুষ্মন্ত। ছল ছল নয়ন কমল,
বিরস—সরস মুখখানি,—
কেঁদে বলে কমলা আমার,
'অন্ধকার—আবরণে ঢাকি,
কোথা যাও প্রাণ প্রিয়তম?'
'আসিব দুদিন পরে, লয়ে যাব স্বনগরে,
হৃদি পরে আবার রাখিব হৃদেশ্বরি!'
সে ত আর আসিবে না ফিরে,
তারে যে অতল নীরে দিয়েছি ভাসায়ে।
কে ও?

কঞ্চুকী। কঞ্চুকী দাসানুদাস;
চতুর্দ্দিক দেখিলাম প্রমোদ কাননে,
পরিস্কার সুশীতল ঠাঁই।
চিত্ত বিনোদন তরে যথা ইচ্ছা তব,
অবস্থান করুন সে স্থানে!—

দুষ্মন্ত। আরকি আছেরে চিতে বিনোদের সাধ?
আমার যে প্রাণ জ্বলে!
কোথা যাব—কোথা গেলে পাইরে আরাম?
কঞ্চুকী—কঞ্চুকী! শীঘ্র যাও,—
বল গিয়ে মন্ত্রীবরে,
আজ আমি সিংহাসন রাজ কার্য্য হতে
লব অবসর, ব্যাকুল অন্তর,

বুদ্ধিভ্রংশ হই ক্ষণে ক্ষণে,
ধর্ম্মাসনে বসিবার উপযুক্ত নই,
রাজকার্য্য মন্ত্রী যেন করে সম্পাদন।

কঞ্চুকী। যথা আজ্ঞা মহারাজ!—

(প্রস্থান)

দুষ্মন্ত। নিজ কার্য্যে যাও প্রতিহারী।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

মাধব্য। মহারাজ!
এত ক্ষণে রাজোদ্যান হইল নির্জ্জন!
এইবার বসন্তের বিমল আনন্দে,
প্রাণ মন দিন্ মিশাইয়ে।

দুষ্মন্ত। এ হৃদয়ে প্রাণ ত নাইরে,
এ বসন্তে সুখ ত নাইরে!
আজ যে সকলি ফুরায়েছে,
সকলি যে চলে গেছে!
বসন্তের বাতাস হইয়ে
একবার প্রাণ গেছে বয়ে।
তখন ত রাখিনি ধরিয়ে!
নির্দ্দোষীকে দণ্ড দেছি, কেন কি দোষেতে?
পতি-প্রাণা পতি কাছে এল,
অধম পতিত পতি তার,
তারে ত দিল না স্থান দান?
কেন—কি দোষে তাহার?

মাধব্য। বৃথায় বিলাপে আর কিবা ফল সখে?
ধী-শক্তিসম্পন্ন—নৃপঅগ্রগণ্য,
হে দুষ্মন্ত! ভারত সম্রাট তুমি;
বৃথা এক কামিনীর শোকে,

কেন ভোল' রাজ সিংহাসন?
মহারাজ, তুমি যদি হইবে এমন,
রাজ্য তবে চলিবে কি রূপে?
রাজ্য ভার কার হস্তে সঁপে দিতে যাও?
অনন্ত ভারত ভার করিতে ধারণ,
হায় রে দুষ্মন্ত বিনা,
এ ত্রিলোকে কারে ত দেখি না!
ঝটিকায় হিমালয় টলে কি কখন?
আত্ম কার্যে মন দিন,
দিন দিন ভাবিলে কি হবে?—

দুষ্মন্ত। এ অনলে ঘৃতাহুতি কেন দাও ভাই?
আমি ত আমার নই,
আমার যে মন প্রাণ সকলি গিয়েছে?
আমি মাত্র শুষ্ক তরু রয়েছি দাঁড়িয়ে!

মাধব্য। সর্ব্বনাশ, দারুণ বিপ্লব!
কার্য্য গ্রন্থী ছিন্ন ভিন্ন হ'ল!
রহস্যের আর ত সময় নাই।
একা শকুন্তলা—
মহারাজ দুষ্মন্তকে করিল মোহিত,
একি—একি বিপরীত!
এখন কর্ত্তব্য কিবা?
উপদেশ আর মানিবে না,
এ বিকার সহজে যাবে না!
এখন যে দিকে যাবে,
সেই দিকে যেতে হবে,
তা না হলে নাহিক উপায়!
মহারাজ, মণিময় আসন সুন্দর,
পুষ্প-উপহারশালী মাধবীমণ্ডপ,

আপনার তরে যেন প্রতীক্ষা করিছে,
চলুন, কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিগে।

( উভয়ে মাধবীমণ্ডপে উপবেশন )

সানুমতী। রাজেন্দ্রের এ অবস্থা দেখে,
হর্ষ শোক যুগপৎ হৈল আবির্ভাব।

দুষ্মন্ত। মাধব্য রে! তখন কি ভাব মনে পড়ে?
সজল নয়নী উন্মাদিনী,—
যেতে চান্ তাপসের সনে;
ওহো সেই প্রজ্জ্বলিত ঋষি,
বজ্রময় হুঙ্কার নির্ঘোষী,
কহিলেন রক্ত নেত্রে কোমলা রতনে,—
"থাক্—ওই স্থানে থাক্"!
কাঁপিছে কদলী পত্র বাতাহত হয়ে,
ওই ওরে আছাড়ি পড়িছে ভূমিতলে!—
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি!
পুড়ে মরি সতীত্বের তেজে!—
অগ্নিময়ী স্রোত সিন্ধু প্রাণে বহে যায়,
প্রাণ যায় রক্ষ অভাগায়!
ভয়ঙ্করী রুদ্রমূর্ত্তি নেরে সম্বরিয়ে,
রক্ত নেত্র সম্বর ভীষণা!
রাজরাজেশ্বরী তুমি.
শান্ত স্নিগ্ধ মুরতি তোমার,
অনলে উজ্জ্বল কেন তুমি?—
এস এস প্রেমময়ী শকুন্তলা রূপে!
এই দেখ—সেই তব মাধবীমণ্ডপ,—
এই দেখ—সেই তব বনজ্যোৎস্না ধন!
এই দেখ—সেই তব রম্য তপোবন,
এই দেখ—সেই তব মূঢ় নরাধম!—

সানুমতী। আহা, এমন উদার চেতা মহাপুরুষের,
এমন বিস্মৃতি হায় কিরূপে সম্ভবে ?
দুষ্মন্ত। সেই—সেই—মনে পড়ে সখে ?
এ অভাগা হায়রে যখন—
শকুন্তলা দরশনে হইয়ে ব্যাকুল,
মাতৃ আজ্ঞা করিয়ে হেলন,
চলে গেল স্বকার্য্য সাধিতে;—
তুমি ত জানিতে ভাই ?
প্রত্যাখ্যান কালে,
তুমি ও কি ভুলে ছিলে আমার মতন ?
মাধব্য। মহারাজ, ভুলি নাই,
মনে ছিল সকলি আমার ;
সব বোলে বলিলেন শেষে,
শকুন্তলা সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা,
সকলি অলীক,—
পরিহাসে রঙ্গরসে কহেছিনু শুধু।
আমি ও রাজন্,—
মৃৎপিণ্ড বুদ্ধির আধার,—
তাইতে আমারো হায় হইল বিশ্বাস।
দুষ্মন্ত। সেই—সেই—শকুন্তলা সুখের স্বপন !
একি—একি মায়া—হায় একি মতিভ্রম !
কোথা—আমি—কোথা সে মিলন !
কিম্বা বুঝেছি—বুঝেছি—
যতটুকু পুন্য ছিল পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত,
ততটুকু পেয়েছিনু সহবাস তাঁর।
আর পুন্যবল নাই আর শকুন্তলা নাই,—
সহবাস—সুখ বাস ভেঙ্গেছে আমার।
মাধব্য। হে মহারাজ, সর্ব্বদাই মনে হয় মম,

কেবা সেই বিমানবিহারী,—
শকুন্তলা-হাহাকারে হয়ে দ্রবীভূত
বুকে করে নিয়ে গেল তব রাজ্য হতে ?

দুষ্মন্ত। সাধ্বীসতী পতিপ্রাণা অবলারতনে,
কার সাধ্য অন্য জনে করে হস্তক্ষেপ ?
শুনিয়াছি অপ্সরীপ্রধানা—
ইন্দ্রের আরাধ্যা সেই মেনকাসুন্দরী,
শকুন্তলা-জঠরধারিণী ;
বোধ হয় মেনকাই লয়ে গেছে তাঁরে।

মাধব্য। মাতা পিতা কে কবে রাজেশ,
দুহিতায় অনাথিনী দেখিতে হে পারে ?
তবে আর ভয় কি বয়স্য ?
বাস্তবিক এ রহস্য নয়,—
নিশ্চয় আবার রাজা, মিলিবে তাঁহারে।

দুষ্মন্ত। মৃত কবে হয়েছে জীবিত ?
কে কবে দেখেছে ভাই, নীরস পাষাণ—
ফল ফুলে হয়েছে সজ্জিত ?
স্বর্গ পেয়ে মোহে ভুলে কৈনু পদাঘাত,
তবে আর কোথায় নিস্তার ?

মাধব্য। নিস্তারের উপায় হে সখে,
এক মাত্র এই কাল অঙ্গুরীয় তব।

দুষ্মন্ত। ও হো, এই অঙ্গুরীয়—
যবে সেই রক্তনখ—চম্পককলিকাবৎ—
পরাইয়ে দিনু আমি অঙ্গুলীপল্লবে;
পড়ে মনে সে সুখের মুহূর্ত্ত সুন্দর !
আহা মরি মরি !
জল ভরা হ'ল তার কমলনয়ন,
সরোদনে কহিল আমায়,—

"জ্ঞানময়, পুনঃ কবে দেখা হবে ?"
প্রতিজ্ঞায় বিকাইনু প্রাণ,
হাতে ধরে কহিনু কাতরে,—
"প্রেমময়ি, যাই—অশ্রু মুছ,—
প্রাণ বাঁধ—আমার কথায় ;
রহিল তোমার কাছে মম অঙ্গুরীয়।
প্রতিদিন মুদ্রিত অক্ষর—
ধীরে ধীরে করিও গণনা ;
যে দিন গণনা শেষ হবে,
মম অনুচর এসে লয়ে যাবে তোমা,—
স্থির হও—শান্ত মনে দেহলো বিদায় !"
ভুলাইনু ছলনায়—সে সরলা ললনায়,
হস্তিনায় শূন্য মনে চলে এনু পুনঃ।
কইরে—আর ত তারে —ভুলেও ভাবিনি,—
কি যেন ভীষণ স্তর—
পড়ে গেল স্মরণে আমার !
হা শকুন্তলা !
অকারণে ত্যেজেছি তোমায়,
অনুতাপে প্রাণ জ্বলে যায়,—
দয়াময়ি,—
দয়া ক'রে একবার দেখা দাও মোরে !—

মাধব্য। মহারাজ, আসে চিত্রকর !
শকুন্তলা—প্রতিমূর্ত্তি হেরে,—
কিছুক্ষণ ভুলে র'ন্ শকুন্তলা-শোক।—

দুষ্মন্ত। কৈ—কৈ—দেরে দেরে শকুন্তলা-ছায়া—
এক বার বুকে রাখি তারে,
দগ্ধ প্রাণ—হউক শীতল।

( চিত্রকরের প্রবেশ )

চিত্রকর। জয় হ'ক মহারাজ!
চিত্রপট সমাপ্ত হইল!—
(চিত্রপট গ্রহণান্তর)

দুষ্মন্ত। শকুন্তলা—এই যে আমার শকুন্তলা!
শকুন্তলা—শকুন্তলা! কোথা তুমি?
দেখি—দেখি—শকুন্তলা দেখি!
দেখরে—দেখরে—
লীলাময়ী খেলা করে কুরঙ্গের সনে,
দীর্ঘাপাঙ্গ বসে আছে সুকোমল কোলে;
বাৎসল্যের খেলা খেলে—চোকে চোকে মিলে!
ওই চক্ষু—এই মূঢ় দুষ্মন্তের তরে—
চিরদিন সলিলে ভাসিল।
যে হাসি নয়ন হতে পড়েছে উথলি,
যে হাসির গুণে—বনলতাগণে,
পায়ে ধরে—হাসি দেখিবারে,—
সেই—স্বর্গভাবমাখা হাসি—জনমের তরে—
দুরাত্মা দুষ্মন্ত হতে গিয়েছে ফুরায়ে।—
শকুন্তলা—কাননের জীবনদায়িনী,
শকুন্তলা—করুণার খনি,
শকুন্তলা—দুষ্মন্তের জীবনের মণি!
শকুন্তলা—কোথা তুমি?
জীবন যে যায়—যাতনা না সয়,
অভাগায় রক্ষা কর প্রাণাধিক ধন!—

সানুমতী। সুন্দর এ চিত্রপট শকুন্তলা-ছায়া,
যেন সাক্ষাৎ মেনকাকন্যা সম্মুখে আমার।

মাধব্য। হে রাজন্!
নেহারি ললনাত্রয় চিত্রপট মাঝে;
শকুন্তলা কোন্‌টি বয়স্য?

দুষ্মন্ত। তুমি কারে অনুমান কর ?

মাধব্য। বোধ হয় ওই যাঁর—
ফুলময় কুন্তল সুন্দর—
অন্য মনে হতেছে শিথিল,
ফুল গুলি খুলিয়া পড়িছে ;
বদন মণ্ডলে যাঁর—
বিন্দু বিন্দু মুক্তাপাঁতি প্রায়,
স্বেদ ঝ'রে করিছে শোভন ;
যিনি পরিশ্রান্তা হয়ে,
বকুল বৃক্ষের পাশে সুবঙ্কিম ভাবে,
আছেন দাঁড়ায়ে সখে,
পূর্ণপ্রভাময়ী যাঁরে নেহারি নয়নে,
বোধ হয় ইনিই সে দুষ্মন্তমহিলা—
মহারাজ্ঞী মহাদেবী শকুন্তলা সতী।

দুষ্মন্ত। ধন্য তুমি—নিপুনতা ধন্য হে তোমার !
কিন্তু সখে, আরো দেখ—মন দিয়ে দেখ ;—
দেখিবে হে কি পবিত্র সৌন্দর্য্য প্রতিমা,—
কি মধুর অমায়িকা ভাব—
কি অপার দয়ার আকর !—
মাধব্য রে !
এই শকুন্তলাধনে দে'ছি বিসর্জ্জন !

মাধব্য। বিধির দারুণ বিধি কে বুঝিতে পারে ?
হায় হায় মহারাজ দুষ্মন্তের ভালে—
এতই কি জটিল লিখন !—
ভবিষ্যত জঠরান্ধকারে,
হায় রে দুষ্মন্ত রাজা হইল মগন।

দুষ্মন্ত। শকুন্তলা—আমার চিত্রিত শকুন্তলা !
এ পাতকী প্রবঞ্চক দুষ্মন্ত তোমার,

মোহে ভুলে পরিত্যাগ করেছে তোমায়;
অধোমুখে কেন আছ সতি ?
দুর্ম্মতি এ পতিরে তোমার—
যত পার কর তিরস্কার—
ঘৃণা কর—ভস্মীভূত কর সতী-তেজে।
হিংসা, তেজ, ঘৃণা, ক্রোধ জাননাকি প্রিয়ে?
চিত্রকর—চিত্রকর!
ধর ধর অভাগার কথা,
শকুন্তলা—চিত্রকর তুমি,—
প্রাণ দিতে পার নাকি এ'তে ?
পার যদি, ছার প্রাণ দিব হে তোমায়,
অতুল সাম্রাজ্য দে'ব;—
বল—বল—
এ চিত্র কি হবে না জীবিত?
পাবনা—পাবনা—
তবে কি পাবনা তারে ?
ধিক্ ধিক্ মোরে!
হা শকুন্তলা—হা শকুন্তলা—হা শকুন্তলা!—

(মোহ)

মাধব্য। মহারাজ—মহারাজ! একি রে বিপদ!
চিত্রকর—চিত্র লয়ে যাও—
চিত্রপটই মূর্চ্ছার কারণ!—
মহারাজ—মহারাজ!—

দুষ্মন্ত। পেয়েছি রে—পেয়েছি রে তারে!
শকুন্তলা ওই আসে ভয়ঙ্করী বেশে!
ওই বলে ঘূর্ণিত লোচনে,—
নিষ্ঠুর—চণ্ডাল!
দেখ্ দেখ্ দুর্দ্দশা আমার!

রক্ষা কর—রক্ষা কর—

পায়ে ধরি ক্ষমা কর মোরে।

( বেগে প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ মাধব্যের প্রস্থান )

( সানুমতীর প্রকাশ )

সানুমতী। দেখরে জগতবাসি,—

সতীঘাতী মোহাচ্ছন্ন দুষ্মন্তের দশা!—

( প্রস্থান )

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

( প্রাসাদ সম্মুখ )

( দুষ্মন্তের প্রবেশ, তৎপশ্চাৎ কঞ্চুকী )

দুষ্মন্ত। প্রভূতজলশালিনী—

বালুকাসংস্থিতহংসমিথুনচারিণী—

পান্থ-প্রাণ নদীবরে করি পরিত্যাগ

এখন রে পড়িয়াছি মৃগ-তৃষ্ণিকায়!

সাক্ষাৎ সে শকুন্তলা প্রাণ প্রিয়া ধনে,

স্বইচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়ে,

এখন ছায়ারে তার করি সমাদর!

কঞ্চুকী। মহারাজ,

একবার যেতে হবে রাজসভা পানে,—

কয়েকটী গুরুতর বিচার বিষয়ে,

একবার আগমন—হইয়াছে প্রয়োজন,

কি আদেশ হবে অকিঞ্চনে?

দুষ্মন্ত। আমি রে বিচার হীন দুর্ম্মতি অজ্ঞান,

বিচারের অধিকার কোথায় আমার ?
স্বীয় পত্নী শকুন্তলা ধনে—
বিনা দোষে যখন রে দিয়েছি ভাসিয়ে,
তবে আর সুবিচার কোথায় আমার ?
ফিরে যাও—
নয়ন সম্মুখ হ'তে যাও চলে যাও—
একাকী থাকিতে দাও—
চিন্তায় কেন রে বাধা দাও ?—

কঞ্চুকী। একান্তই যদি প্রভো, না যান তথায়,
তবে এই পত্র নিন,—
অমাত্য পিশুন—
সমস্তই নিবেদন করেছেন এতে !

( দুষ্মন্তের পত্র গ্রহণ ও উদাসীন ভাবে পত্র পাঠ করণ )

দুষ্মন্ত। "সাধু ধনমিত্র নামে রত্নব্যবসায়ী,
মৃত হইয়াছে আহা নৌকা নিমজ্জনে,
পুত্র হীন উদাসীন—উত্তরাধিকারী হীন,
সকলি রাজার প্রাপ্য বিষয়ার্থ তার"।

এই কথা মন্ত্রীবর—
পত্রিকায় জানা'য়েছে মোরে।
ওহো,—নিঃসন্তান !
তোমারো এরূপ দশা হবে ভবিষ্যতে !

কঞ্চুকী। মহারাজ,
কি আদেশ হবে এ দাসেরে ?

দুষ্মন্ত। বহু ধনবান ছিল বণিক সুজন,—
বহু পত্নী থাকিবার আছে সম্ভাবনা।
দেখ দেখ লহগে, সন্ধান,
তাহাদের মাঝে—

গর্ভবতী আছে কি না কেহ!

কঞ্চুকী। দেব, শুনিয়াছি—
অযোধ্যার শ্রেষ্ঠীকন্যা বনিতা তাহার,
পুংসবন ক্রিয়া তার সম্পন্ন হয়েছে।

দুষ্মন্ত। গর্ভস্থ বালক—
জনকের সম্পত্তির হয় অধিকারী।
যাও শীঘ্র অমাত্যকে এই কথা বল।

কঞ্চুকী। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

নেপথ্যে। মহারাজ, প্রাণ যায়!
রক্ষা কর মহারাজ!—
প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!—

দুষ্মন্ত। কে কোথায় করে আর্ত্তনাদ?

( প্রতিহারীর প্রবেশ )

প্রতিহারী। প্রভো,
আপনার বয়স্যের জীবন সংশয়!
পরিত্রান করুন তাঁহারে।

দুষ্মন্ত। কি বলরে—

প্রতিহারী। মহারাজ—অলৌকিক আশ্চর্য্য ঘটনা!
কোথা হতে অদৃশ্য ভাবেতে শত্রু এসে,
আপনার প্রাসাদ হইতে,
ভুতলেতে করেছে নিক্ষেপ।

নেপথ্যে। ভো বয়স্য, গেলেম—মলেম।

দুষ্মন্ত। প্রতিহারী—ধনুর্ব্বাণ কর আনয়ন।
ভয় নাই—ভয় নাই সখে।

নেপথ্যে। ভয় নাই—ভরসাই বা কোথা?
যমদূত কোথা থেকে এসে—
তিন খণ্ড করেছে আমায়,—

প্রাণ যায়—এখনো এলেনা ?

নেপথ্যে। দুরাত্মন, আজ তোরে পশুর মতন—
করিব বিনাশ।
জানিস্ রে নরাধম !
কৃতান্ত এসেছে হস্তিনায়,
ডাক্ তোর দুষ্মন্ত রাজায় !

দুষ্মন্ত। কি—কি—এত স্পর্দ্ধা—আমারে উদ্দেশ ?

(প্রস্থান)

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান)

(মাধব্যকে প্রহার করিতে করিতে মাতলির প্রবেশ)

মাধব্য। মহারাজ, কোথায় আপনি !
ব্রাহ্মণ সন্তান আজ রাক্ষসের হাতে
মারা যায় !
কোথা রাজা—কোথা মহারাজা !—

মাতলি। চুপ কর্—আবার চেঁচাবি !—
দেখ্ তোর কি দুর্দ্দশা করি !—

(প্রহার ও মাধব্যের চীৎকার,
বেগে দুষ্মন্তের প্রবেশ)

দুষ্মন্ত। ভয় নাই—ভয় নাই সখে !—

মাতলি। জয় হ'ক মহারাজ !

দুষ্মন্ত। কে মাতলি—মহেন্দ্রসারথী ?

এস এস কুশল তোমার ?
দেবরাজ আছেন কুশলে ?
আর আর দেবতার—সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ত সবে ?—

মাধব্য। বা রে—এত বড় মজা হ'ল !
দু'জনে যে বড় ভাব দেখি !
মাঝে হ'তে বিখোরে আমিই মারা গেনু ?—

মাতলি। অপেক্ষা করুণ মহারাজ !
আপনার ভয়ঙ্কর জ্যারোপণ হেরে,
বড় ভয় পাইয়াছি প্রাণে !—
দেবরাজ মহেন্দ্র স্বয়ং—
আত্ম হিতে অসুর নিধন তরে—
আপনার শর শরাসন—
নিয়তই প্রতিক্ষা করিছে ;
এ দারুণ বজ্র শর—
মম এই বক্ষ প্রতি লক্ষ্যস্থল নয়।—

মাধব্য। ও বাবা—কথার ছন্দ দেখ !—
বয়স্য, কখন ওর কথা শুনিওনা।
যে আমায় যজ্ঞ পশু মত,—
এত ক্ষণ বলীদান দিতেছিল,
তারে পুনঃ অভ্যর্থনা—কখন হবেনা।

দুষ্মন্ত। আর লজ্জা দিওনা মাতলি !
কহ কহ কি মানসে আগমন তব ?—

মাতলি। শুন তবে ইন্দ্রাদেশ হে ভারতরাজ !—
ইন্দ্রের অজেয় সেই কালনেমী-সুত—
সুদুর্জ্জয় "দুর্জ্জয়" দানব,
বড় অত্যাচার করে ত্রিদিব ভুবনে ;
এই হেতু হে দুষ্মন্তরাজ !
রণে তারে করুণ বিনাশ।

ইন্দ্রের প্রেরিত দিব্যরথে—
এই ক্ষণে যেতে হবে ইন্দ্রের আলয়ে।

দুষ্মন্ত। ইন্দ্রের এরূপ অনুগ্রহে,—
নিজেরে ভাবিনু ভাগ্যবান।
কিন্তু কহ হে মাতলি,
নির্বলী এ ব্রাহ্মণ সন্তান—
কিবা দোষ করিল তোমার?

মাতলি। মহারাজ, অপরাধ করহ মার্জ্জনা;
কৌশলেতে উত্তেজিত করিতে তোমায়,—
মাধব্যেরে প্রহার কারণ।

দুষ্মন্ত। বয়স্য, এখন এক কায কর তবে;
যাও গিয়ে কহ মন্ত্রিবরে,
সাবধানে রাজ কার্য্য করিতে নির্ব্বাহ।
যাব আমি ইন্দ্ররাজ্যে ইন্দ্র আজ্ঞা হেতু,
দমিবারে অসুর নিকরে।
কঞ্চুকীরে কহ ত্বরা—
অস্ত্র শস্ত্র সহ শীঘ্র আসে মোর পাশে।

মাধব্য। যথা আজ্ঞা মহারাজ!—

---

# ষষ্ঠ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

( অন্তরীক্ষ )

### বিমানে দুষ্মন্ত ও মাতলি।

দুষ্মন্ত। না মাতলে,
দুষ্মন্তের এ সৎকার উপযুক্ত নয়,
দেবরাজ বাসবের—সামান্য করেছি উপকার!

মাতলি। ভাল—ভাল!
পৃথ্বিরাজ, উভয়েই অসন্তুষ্ট কেন?
স্বর্গের যে উপকার করেছ নরেশ,
এ পূজা ত তব পক্ষে অতিরিক্ত নয়!
দেবরাজ বাসব বলেন,
"দুষ্মন্তের যথোচিত সন্মান হ'লনা,"—
আবার তোমার মুখে শুনি,
"দুষ্মন্তের এ সৎকার উপযুক্ত নয়।"

দুষ্মন্ত। না মাতলে, পরিহাস নয়;
আমার বিদায় কালে শচীশ স্বয়ং
বসাইয়ে অর্দ্ধাসনে দেবগণ মাঝে,
বক্ষস্থল সুশোভিত, হরি-চন্দন অঙ্কিত,
সুন্দর মন্দারমালা আমার গলায়,
সযতনে দিলেন পরায়ে।
কহ হে সুধীর,
নরভাগ্যে এ সম্মান সম্ভবে কি কভু?

মাতলি। এ কথা ব'লনা মহারাজ!
অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিলে ত্রিদিবে।
পঞ্চবর্ষ কাল—
অবিশ্রাম করিয়ে সমর,
বিনাশিলে দানব নিকর।
তোমার আনতপর্ব্ব শর শরাসন,
পুরাকালে নৃসিংহের নখর সমান।

দুষ্মন্ত। দেবেন্দ্রের আশীর্ব্বাদ মম শক্তি বল;
তাঁহারি কৃপায়—
রণজয়ী হয়েছে এ দাস।
অরুণ কভুকি দেব, অন্ধকার বিনাশিতে পারে,
নাহ'লে ভাস্কর-রথে হইলে সারথী?

মাতলি। সত্য বটে এ কথা তোমার;—
আয়ুষ্মণ,—
দেবেন্দ্র সৌভাগ্য যশঃ নেহার অদূরে।
ওই দেখ দেববালাগণ,
তব সুচরিতগাঁথা সুমধুর তানে—
দশদিশি কাঁপাইয়ে করিছে সঙ্গীত।

দুষ্মন্ত। হে ধীমান,
সে দিন অসুর বধে ঔৎসুক্য হেতু,
স্বর্গ পথ লক্ষ্য করি নাই;
আজ মোরে ভাল ক'রে বুঝাইয়ে দাও।
এবে মোরা আসিয়াছি কোন্ বায়ু পথে?

মাতলি। "পরিবহ" নামে—
সুশীত সুস্বাস্থ্যকর বায়ু অধিকারে,
অগ্রসর হইতেছি ক্রমে,
এই স্থানে মন্দাকিনী হ'ন প্রবাহিতা।
সুন্দর নক্ষত্রগণ এই স্থান দিয়ে,

সর্ব্বদাই নিজ কার্য্য করিছে সাধন।
বলির ছলনা কালে—শ্রীহরি বামন রূপে
এই পথে পদার্পণ করি,
পথ ভাগ করেছেন পবিত্র মঙ্গল।—

দুষ্মন্ত। বুঝিয়াছি সারথী প্রবর!
এই হেতু—
শরীর মনের সনে অন্তরাত্মা মম,
সুশীতল হতেছে সদাই—
এই বুঝি বারিদ মণ্ডল?
কহ দেবসখা,
এই বুঝি মেঘলোকে আসিলাম মোরা?

মাতলি। কিরূপে জানিলে রাজা?

দুষ্মন্ত। মেঘবারি মুকুতাকণায়—
রথচক্র সিক্ত বোধ হয়;
জ্ঞান হয় হিমাচল অদূরে নিকট।
ব্যাকুল চাতক কুল তৃষিত হইয়ে,
সাঁতারি উঠিছে দেখ মেঘের উপরে।
দেখ দেখ অশ্বগণ বিদ্যুতের তেজে,—
মেঘোপরি হৃষ্ট মনে হতেছে ধাবিত।

মাতলি। মহারাজ,—
পৃথিবীর সন্নিকটে এসেছি আমরা;
অবিলম্বে ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হব।

দুষ্মন্ত। দেখ দেখ হে দেব সারথে!
মহাবেগে অবতীর্ণ হইতেছি বলি,
কেমন মনুষ্যলোক নেহারি সুন্দর!
অত্যুচ্চ গগণশিরে আছিনু যখন,
দেখেছিনু শৈল শ্রেণী বসুন্ধরা সনে,
অবস্থিত সমতল—একাকার ভাবে।

এবে যেন ক্রমে জ্ঞান হয়,
শাম্বিতা-পৃথিবী সতী শৈল শির হতে,
ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িছে।
বহুদূর স্থিত—
নেহারিয়ে মহীরুহগণে,
এত ক্ষণ বোধ হতেছিল.
যেন হে সমষ্টী ভাবে—সবে একাধারে—
বিমল হরিত ভুষা পরি—
ধরণীরে করিছে শ্যামল!
এত ক্ষণে ভাঙ্গিল এ ভ্রম!
অতি সূক্ষ্ম রৌপ্য সূত্র সম,
ওই যে নেহারি দূরে দেখ সুতবর!
উজ্জ্বল—আশ্চর্য্য বস্তু রয়েছে পতিত,
এতক্ষণে জানিলাম আমি,—
কল্লোলিনী—ধরণী-শোভনা!
ওই শুন—স্থির মনে—স্থির কর্ণে শুন,
অসংখ্য অসংখ্য মিশ্র
পৃথিবীর ধীর কোলাহল—
ধীরে ধীরে হতেছে উত্থিত।
দেখ দেখ ভ্রাম্যমান ধরা,
কি অদ্ভুত ঐশী-শক্তি বলে.
শূন্য ভরে হয় অগ্রসর।

মাতলি। সাধু—সাধু—সাধু—দৃষ্টি তব।

দুষ্মন্ত। হে মাতলে, ওই যে গম্ভীর দৃশ্য—
পূর্ব্ব ও পশ্চিম সিন্ধু করিয়ে বিস্তার,
মেঘপংক্তি বিরাজিত স্বর্ণরসস্রাবী—
ধরিত্রীর আভরণ নিরখি ভূধর,
কি নাম উহার সখে?

মাতলি। গন্ধর্ব্ব আবাস স্থান হেমকূট গিরি!
মহামুনি শ্রীকশ্যপ মরীচি নন্দন,
সুরাসুর পূজিত সুজন,
এই পুণ্যময় স্থানে,
পত্নীসনে করেন বসতি।

দুষ্মন্ত। অতএব মহাপূজ্য কশ্যপ চরণে,
বিনীত প্রণাম করি যাব নিজ স্থানে।

মাতলি। সাধু কল্পপূরাব তোমার।

( উভয়ের প্রস্থান )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

( তপোবন )

( দুষ্মন্ত ও মাতলির প্রবেশ )

দুষ্মন্ত। রথ চক্র ভূতল স্পর্শিল,
কিন্তু দেখ কি আশ্চর্য্য!
চক্রের ঘর্ঘর রব নাই,
পথ ধুলি হয়না উত্থিত।
এখন ও মনে হয় যেন,
শূন্য গর্ভে রথ সনে হতেছি উড্ডীন।
কহ রথী, কোথা সেই কশ্যপ আশ্রম?

মাতলি। নেহার' নেহার' রাজা, ওই দুর দেশে—
ওই যে উন্নত বপু শান্ত স্থির ভাবে,
সূর্য্য-প্রতি চেয়ে রণ অনিমিষ চোখে;
যাঁহার প্রতিভাময় অসামান্য দেহ—
বল্মীক রাশির মাঝে মগ্ন অর্দ্ধভাগ,
বক্ষস্থল সর্পত্বকে সমাবৃত যাঁর,

যাঁহার জলদনিভ জটাজুটজালে
পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড় করেছে নির্ম্মাণ,—
কঠোরতপস্যাশালী
উনি সেই মহাভাগ মহর্ষি কশ্যপ।

দুষ্মন্ত। উদ্দেশে প্রণাম করি মহর্ষি চরণে।

মাতলি। মহারাজ, অশোকের মূলে,—
কিছু কাল লভুন বিশ্রাম।
শুভআগমন তব,
কহি গিয়ে মহর্ষি কশ্যপে।

( মাতলির প্রস্থান )

দুষ্মন্ত। হায় রে, ভ্রমান্ধ হয়ে যবে—
ঘটায়েছি নিজ সর্ব্বনাশ,
যার আশা একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে ;
তবে আর কেন হে দক্ষিণ পাণি!
বৃথা তুমি হতেছ স্পন্দিত?
পূর্ব্বে যারে স্বইচ্ছায় উপেক্ষা করেছ,
আর তারে পাইবে কোথায়?

নেপথ্যে। বৎস, হওরে সুস্থির,
কি হেতু প্রহার কর মৃগেন্দ্রশাবকে?

দুষ্মন্ত। বিজন অরণ্য মাঝে একি শুনি আমি!
কেবা করে কাহারে প্রহার?
তমশূন্য তপোবনে—
কাহার রে অনিষ্ট আচার হেন?
যাই আমি দেখি কেবা!

( প্রস্থান )

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

( উপবন )

একটি শিশু সিংহশিশুর কেশর ধরিয়া আক্রমণ করিতেছে; সম্মুখে তাপসীদ্বয় দণ্ডায়মান; বৃক্ষান্তরালে দুষ্মন্ত উপবিষ্ট।

দুষ্মন্ত। কি আশ্চর্য্য! এই শিশু,—
কেশরী শিশুরে আহা করিছে প্রহার—
সিংহশিশু সহ্য করে অবিকৃতচিতে?
কি মহিমা তপোবনে—অনির্ব্বচনীয়!
আহা, কি কারণে শিশুটীরে হেরে—
প্রাণ মন এত মুগ্ধ হ'ল?
আনন্দ উথলি উঠে অন্তর মাঝারে।
আপন ঔরসজাত পুত্রকে দেখিলে,—
বাৎসল্যে যেমতি গলে পিতার পরাণ,
এ প্রাণ পাষাণ—
সেই মত কেনরে হতেছে?
আরে আরে পাষণ্ড হৃদয়!
পর পুত্র নিরখিয়ে তুমি,—
কেন রে স্নেহের জালে হতেছ জড়িত?

১ম তাপসী। এ হেন দুর্দ্দন্ত পশু—সন্তানের ন্যায়—
স্নেহ করি মোরা;—
তপোবনে বিরুদ্ধাচরণ—
কেন তবে কর বাছা?

শুনিলে কশ্যপমুনি—
কত বকিবেন তোরে।
ত্যজ ওরে,—
যাক্ ওর জননীর কাছে;
নহে—ইহার জননী—
সম্মুখে পাইলে তোমা—
এ অপেক্ষা—
হায় হায় করিবেরে মহা অত্যাচার।

শিশু। তুমি চুপ কর।
শক্তি যার আছে—
ডরায়না সে কভু সিংহেরে।
( সিংহশিশুর মুখে চপেটাঘাত করিয়া )
হাঁ কর, গুণিব তোর দাঁত।

দুষ্মন্ত। আশ্চর্য্য বীরত্ব পরিচয়!
অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ হেরি শিশুটিরে।

২য় তাপসী। শুন বাছা, যদি তুমি ত্যজ এ শাবকে,
এনে দিব সুন্দর খেলেনা।

শিশু। আগে দাও—পরে তব শুনিব বচন।

( হস্ত প্রসারণ )

দুষ্মন্ত। প্রলোভ্য সুন্দর বস্তু গ্রহণ ইচ্ছায়,
সরল শিশুটি—হস্তদ্বয় কৈল প্রসারণ;—
একি হেরি—চক্রবর্ত্তিনৃপেন্দ্রলক্ষণ—
বিদ্যমান—কেন হেরি বালকের করে?
আহা—আহা—নবনীর কার এ পুতলি—
কার রে বাছনী তুই?

২য় তাপসী। প্রবঞ্চনা বাক্য দ্বারা কভুনা ভুলিবে;
আমার কুটীরে আছে মৃন্ময় ময়ূর;
তাই আনি,—স্থির হও বাছা!

দুষ্মন্ত। পরের সন্তান হেরি কি হেতু রে মন!
অঙ্কে ধরিবারে এত হতেছ ব্যাকুল?
বড় সাধ ছিল মনে,
ধূলায় মাখান' হায় পুত্র কলেবর—
ক্রোড়ে লয়ে করিব মলিন বাস,
না পূরিল সে আশ আমার।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এই যাহার তনয়,
যবে করিবে শ্রবণ—অর্দ্ধস্ফুট বাণী,
ননীর চিবুক ধরি
বুকে রেখে করিবে চুম্বন,
সন্তাপিত প্রাণে—করিবে স্থাপন যবে,
মহান্ পুণ্যাত্মা সেই ইহার জনক,
কত সুখ অনুভব করিবে তখন।
ওহো, শকুন্তলে,
হেরিলে শিশুর মুখ,
পড়ে মনে মুখ খানি তোর;
আকর্ণ-বিস্তৃত সলজ্জ নয়ন সেই—
ঠিক্ যেন শিশুর সমান;
তোর প্রতিবিম্ব যেন পড়িছে বালকে!

( নীরবে রোদন )

শিশু। এখনো দিলে না তুমি তোমার ময়ূর?
তবে দেখ—সিংহ শিশু কিরূপে বিনাশি।

২য় তাপসী। আরে দুরন্ত বালক!
সিংহ সনে খেলা তোর?

( বল পূর্ব্বক ছাড়াইবার চেষ্টা ও অক্ষম হওয়াতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ, পরে দুষ্মন্তকে দেখিয়া )

মহাশয়,

সবিনয়ে করি হে মিনতি,
শিশু হতে কর ত্রাণ—
এ সিংহ শাবকে।

দুষ্মন্ত। দেখি যদি কৃতকার্য্য হইবারে পারি।
কেন ওহে তাপস কুমার,
সিংহ প্রতি কর অত্যাচার ?
নির্দ্দোষীকে বিনা দোষে
কি হেতু প্রহার কর ?
ছেড়ে দাও,—চলে যাক্ জননীর কাছে।

১ম তাপসী। মহাভাগ,
নহে ঋষি পুত্র শিশু—রাজার তনয়।

দুষ্মন্ত। ভেবেছিনু পূর্ব্বে তাহা ;
কিন্তু হেন স্থানে,
কিরূপে সম্ভবে-রাজপুত্র এই শিশু ?

১ম তাপসী। পরে তাহা করিব প্রকাশ,
এখন উদ্ধার কর সিংহ শিশুটিরে।

( দুষ্মন্তের সিংহশিশু উন্মুক্ত করণ
ও সিংহশিশুর পলায়ন )

দুষ্মন্ত। ( বালককে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া )
পরের তনয় কোলে ধরিয়া ধারণ,
কত সুখ অনুভব হতেছে আমার।
নাহি জানি—
কাহার নন্দন এই সুকুমার শিশু !
শকুন্তলা !
বিসর্জ্জন দে'ছি তোমা' গর্ভিনী দশায় ;
এতদিনে সুকুমার পুত্র প্রসবিয়ে,
কর বাস আনন্দ হৃদয়ে।
একবার এসে দেখ সতি,

নিষ্ঠুর তোমার পতি,
পর পুত্র বক্ষস্থলে তুলে,
বজ্রবক্ষ করিছে সার্থক।—
ওরে, আমি কি ঘোর পাতকী!
সংসারে আসিয়া—
এ হেন পরম ধনে বঞ্চিত হয়েছি!

তাপসীদ্বয়। কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য নেহারি দু'জনে!

দুষ্মন্ত। কহগো তাপসী,
কি সংযোগে এই শিশু আইল হেথায়?
কোন্ বংশ করেছে উজ্জ্বল?

১ম তাপসী। পুরুবংশে জন্ম এর শুন মহাশয়!

দুষ্মন্ত। পুরুবংশ? একি শুনি!
যেই বংশে জন্মিয়াছি আমি,
সেই বংশে জনম ইহার?
হাঁ, পুরুবংশী রাজাগণ,
ত্যজি সংসার আশ্রম,
পত্নীসনে করে বাস অরণ্য ভিতরে।
দেব ভূমি ইহা কিন্তু;—
তাপসী গো,—
কৃপা করি কহ প্রকাশিয়ে!

১ম তাপসী। অপ্সরা সম্বন্ধে এর জননী হেথায়,
করিলেন আসিয়া প্রসব।

দুষ্মন্ত। অপ্সরা সম্বন্ধ আর পুরুবংশ শুনে,
বলবতী হয় আশা পুনঃ।
জান সুভাষিণি!
কোন্ কুল করিয়াছে সমুজ্জ্বল শিশু,
কাহার ঔরসজাত?

১ম তাপসী। যে দুরাত্মা পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী ধনে,

জেনে শুনে—বিনা দোষে করে পরিত্যাগ,
কেবা তার পাপ নাম করি উচ্চারণ
কলুষিত করিবে রসনা?

দুষ্মন্ত। লক্ষ্য লক্ষ্য মোর প্রতি,—
আমিই ত বিবাহিতা ধর্ম্মবনিতায়—
স্বইচ্ছায় করেছি বর্জ্জন।—

২য় তাপসী। হের বাছা, শিখী কিবা শকুন্ত-লাবণ্য!

শিশু। কই—কোথায় আমার মা?

১ম তাপসী। না বাছা, মায়ের কথা হতেছেনা হেথা!
ময়ূরের কেমন সুন্দর রূপ দেখ!
মহাভাগ,
দুর্দ্দান্ত বালক এই জানে না কাহারে—
বিনা তার জননীরে,—কব কিবা আর
অভাগিনী শকুন্তলা ইহার জননী।

দুষ্মন্ত। শকুন্তলা!
শকুন্তলে, তুমিই কি শিশুর জননী?
না—না বৃথা আশা!
যেই করে আশালতা রোপেছিনু আমি,
সেই করে করেছি নির্ম্মূল।
হৃদয় আশ্বস্ত হও—
মৃগতৃষ্ণিকায় তুমি পড়িয়াছ ভ্রমে;
অবনী মাঝারে হায় শকুন্তলা নাম—
শত শত আছে,—
কেন তবে অস্থির হতেছ?

১ম তাপসী। একি!
কোথা গেল ভরতের হাতের কবজ?

দুষ্মন্ত। ক্রীড়া কালে—পড়েছে ভূতলে,
লয়ে তুলে—পরাই শিশুরে;

সোনার শরীরে—
শোভে ভাল সোনার কবজ।

( তুলিয়া লওন )

উভয়ে। রক্ষা কর—রক্ষা কর—আপনারে,—
ছুঁইওনা কবজ কখন।

দুষ্মন্ত। ( পরাইয়া দিয়া )
কেন—কেন—কি হেতু বারণ কর মোরে?—

১ম তাপসী। মহর্ষি কশ্যপ দত্ত ঔষধি কবজ,
যদি পড়ে ভূতলেতে,
বিনা তার জনক জননী,
অন্য জনে যদি কভু করেছে স্পর্শন,
কশ্যপের বিশেষ বচন,—
তখনি হইয়ে সর্প দংশিবে তাহারে!
হে রাজন্,—এতক্ষণে চিনিলাম তোমা,
মহাভ্রম হইল কি দূর?
অভাগিনী পরিত্যক্তা শকুন্তলা সতী,—
আর এই অনাথ শিশুর প্রতি,
এত দিনে মুখ তুলে চাহিলে নৃপতি?
সত্য কি পাষাণে হ'ল সলিল সঞ্চার?

২য় তাপসী। চল ভাই, বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন,
একবেণীধরা—
পতিহারা—পতিপ্রাণা—
দুখিনীরে আনি চল্ সই,—
দেখুন দুষ্মন্ত রাজা—
পতি বিনে সতীর কি হয়েছে দুর্দ্দশা!

( উভয়ের প্রস্থান )

শিশু। আমায় কি হেতু ধরে রাখ ?
ছেড়ে দাও—মার কাছে যাই !

দুষ্মন্ত। যেও বৎস,—
আরো কিছুক্ষণ—থাক্—বুকে থাক্ !
ওরে—তুই শকুন্তলা সতীর সন্তান !
নরাধম মূঢ়ের সন্তান !

শিশু। কে তুমি—কি হেতু মোরে পুত্র বোলে ডাক ?
কেন তুমি নিন্দা কর পিতারে আমার ?
ত্রিভুবনে সুবিখ্যাত—ত্রিভুবনপতি,—
মহারাজা দুষ্মন্ত আমার জন্মদাতা !—
ওই দেখ জননী আমার শকুন্তলা,
ওই দেখ আসে মোরে কোলে করিবারে।
ছেড়ে—দাওনা আমায়—
আমি আমার, মার কাছে যাই !—

( বল প্রকাশ করতঃ দুষ্মন্তের ক্রোড় হইতে অবতরণ
ও বেগে প্রস্থান )

দুষ্মন্ত। একি দেখি !—
ওই যে আমার শকুন্তলা !
হেরি দূরে ওই আসে কুঞ্জর গমনে !
একি—শকুন্তলা তুমি ?
আরে—আরে দুষ্মন্ত নির্দ্দয় !
এ রতনে কোন্ প্রাণে ফেলেছিস্ নীরে ?
জীবন্মৃত পতিনীরে—
দেখ্ দেখ্ ভাল করি নয়ন উপাড়ি !
হায় রে বিরহবেশ দেখিতে না পারি ;
কুন্তল আলুলায়িত—ক্ষীণ কলেবর,—
বিষন্ন মলিন হের আস্য সরোসিজ,—

আহা প্রস্ফুটিত পদ্ম—
অকালেতে গিয়েছে শুথায়ে।
রে পাপ দুষ্মন্ত!
দেখ চেয়ে একবার সাধের রতনে;
এ দশায় হেরিয়ে প্রিয়ায়,
ভস্মরাশি হ'লনা কি পাপ আঁখি তোর?
রসাতলে এখনো গেলিনে তুই?
ওঃ—

( ভরতকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া শকুন্তলার
ও তৎপশ্চাৎ তাপসীদ্বয়ের প্রবেশ )

শিশু। মা মা, ওই দেখ,—
এতক্ষণ উনি মোরে কোলে ক'রে নিয়ে,
তোর মত মুখ চেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে,
কত চুম খেলেন আমায়।
মা মা, উনিই কি আমার জনক?

শকুন্তলা। উনি যদি কৃপা ক'রে তোরে,
পুত্র বোলে কোলে তুলে লন,
হতে পার এক দিন তনয় তাঁহার;
তা না হ'লে তুমি বাছা দুঃখিনী সন্তান!

দুষ্মন্ত। শকুন্তলা,—শকুন্তলা!
ক্ষমা কর নির্দ্দয় চণ্ডালে!

শকুন্তলা। আর্য্যপুত্র—আর্য্যপুত্র!
অভাগিনী পদাশ্রিতা দীন দুঃখিনীরে—
এত দিনে মনে কি পড়িল?

দুষ্মন্ত। আদর্শ সতীপ্রতিমা—শান্তি স্বরূপিণী
রাজলক্ষ্মী শকুন্তলা দিয়ে বিসর্জ্জন,—
আমার দারুণ ভ্রম হইয়াছে দূর!

দয়াময়ি,—
দয়া করে ক্ষমা কর মোরে!
পতিব্রতা পরমাসতীরে,—
কটুক্তি অশ্রাব্য কথা দ্বিচারিণী বলি—
কত মনস্তাপ আমি দিয়েছি তাঁহারে,—
ক্ষমা কর মোরে।
পাপ জিহ্বা শতধারে বিচূর্ণ হউক।—

শকুন্তলা। উঠ উঠ—মহারাজ!
আমা লাগি রাজঅঙ্গ ধূলায় ধূসরে,
এ চক্ষুতে দেখিতে না পারি,
উঠ—উঠ মহারাজ!—

দুষ্মন্ত। আগে বল ক্ষেমঙ্করি,
দোষ তব করিনু মার্জ্জন!
আগে বল দয়াময়ি,—
পূর্ব্ব কথা—কটু কথা হৈনু বিস্মরণ!
আগে বল গুণবতি!
প্রত্যাখ্যান-জনিত-যন্ত্রনা—
হৃদি হ'তে করিলাম দূর!
হায় হায় মোহ-অন্ধ আমি!
পুষ্পমালা পড়িল মস্তকে,
তারে আমি সর্প বোধে করিলাম ত্যাগ!
আমি নীচ—অতি নীচ মূঢ় নরাধম,—
কিন্তু সতী, তুমি ত করুণাময়ী;
পাতকীরে হবে না করুণা?
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই?

শকুন্তলা। আর্য্যপুত্র, আর কেন?
কিঙ্করীরে একি সম্ভাষণ?
আমা হেতু হয়েছ কাতর,—

আমায় মার্জ্জনা কর নাথ!
সুপূজ্য এ চরণ দুখানি,
চিরদিন মনে মনে করিয়াছি পূজা!
বিরলে নয়ন জলে ভাসায়েছি আঁখি।
পূর্ব্ব জন্মে পুণ্য কর্ম্মে পড়েছিল বাধা,
তাই হায় এ দুর্দ্দশা আছিল কপালে।

দুষ্মন্ত। আনন্দরূপিণি!
নিরানন্দে ফিরিয়াছ প্রত্যাখ্যান কালে,
সেই আঁখি ধারা স্রোত—
অবিরত বহিতেছে দুষ্মন্তের হৃদে।
হাস হাস একবার,—
উড়ে যাক্ দুখরাশি,—
সূর্য্যের কিরণে—
উড়ে যথা নীহার কলাপ।

তাপসীদ্বয়। মহারাজ, কেন বৃথা হতেছ কাতর?
সকলি করম ফল;
ভাগ্য দোষে ঘটিয়াছে এত অঘটন।
আর্য্যপুত্র, দুখিনীর সুখের সম্বল—
দুখের সান্ত্বনা এই অমূল্য রতন,
একবার তুলে নাও বুকে,
প্রাণ ভোরে—আঁখি ভোরে হেরি একবার!—
বাবা, শুনেছি নাকি—পৃথিবীর রাজা তুমি,—
শত শত প্রাণীর জীবন,
সমর্পিত হয়েছে তোমায়,—
আমার দুখিনী মাকে—
একটু ও স্থান দিতে নেই?
হা দুষ্মন্ত, এ কথায় কি দিবি উত্তর?—

( মাতলির প্রবেশ )

মাতলি। জয় জয় সস্ত্রীক দুষ্মন্ত মহারাজ!—
রাজন্, সৌভাগ্য ক্রমে,—
ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলা প্রিয়পুত্র সনে—
মিলিলেন পুনঃ তপোবনে।
আসুন—কশ্যপ কাছে,—
আশীর্ব্বাদ করিবেন তিনি!—

(সকলের প্রস্থান)

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হেমকুট পর্ব্বত—(তল-ভূমি)

আসনস্থ অদিতি সহ কশ্যপ;
চতুর্দ্দিকে মহর্ষি ও তপস্বিনীগণ

কশ্যপ। অদিতে!—
ভুবন পালন—রাজা দুষ্মন্ত নৃপতি,—
সস্ত্রীক কুমার সনে প্রণাম করিতে,
আসিছেন আমাদের কাছে।
প্রবল প্রতাপশালী এই নরদেব,—
তোমার প্রধান পুত্র ইন্দ্রের সমরে—
অগ্রগামী—দোসর তাঁহার।
ইঁহার অক্ষয় ধনু অসুর বিজয়ী
বজ্রধর—বাসবের বজ্র আভরণ।
ওই—দেখ ইন্দ্রের প্রসাদ—
গলদেশে হয়েছে লম্বিত,—

শোভিত মন্দার হারে দুষ্মন্ত নরেশ।
আকৃতি প্রকৃতি তাঁর করিলে দর্শন,—
অতুল প্রভাবশালী বলি জ্ঞান হয়!—

( মাতলি, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা প্রভৃতির প্রবেশ )

দুষ্মন্ত। ইন্দ্রের আদেশবাহী চরণসেবক—
দুষ্মন্ত দাসানুদাস—
মাতা পিতা কশ্যপ অদিতি শ্রীচরণে—
ভক্তিভরে নত হ'ল সংসার লইয়ে।

( সকলের প্রণাম )

কশ্যপ। এস এস চিরজীবি হও;
পৃথিবী পালন কর ধর্ম্মের সহিত।

অদিতি। অরাতি অন্তক হয়ে রহ রাজ্য সুখে।—

শকুন্তলা। শ্রীপদ বন্দনা করি পুত্রের সহিত।

কশ্যপ। পতি তব দেবরাজ বাসবের সম,
পুত্র তব জয়ন্ত সমান,
আর তুমি শচী রূপা হয়ে—
সম ভাবে স্বর্গরাজ্য কর হস্তিনায়!
এই মম মনের কামনা।

অদিতি। বৎসে শকুন্তলা!
স্বামী সোহাগিনী হয়ে,
পুত্র রত্ন কোলে লয়ে,—
শান্তি লভ সংসারের সুখে;
ব'স সবে—যথাযোগ্য স্থানে।

( সকলের যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন )

কশ্যপ। ( প্রত্যেককে নির্দ্দেশ করিয়া )—
এত দিনে ব্রহ্মশাপ হইল পূরণ,
এত দিনে শকুন্তলা—ভাগ্য বিবর্ত্তন।

পবিত্র স্বর্গীয় দৃশ্য নয়ন সম্মুখে!
আহা, এই তিনের মিলন,
শ্রদ্ধা বিত্ত বিধির মিলন সম হেরি!

মাতলি। নররাজ, যদি কিছু বলিবার থাকে,
প্রাণ খুলে গুরুপদে করুণ প্রকাশ!
এ হেন সুঅবসর ঘটিবে না আর।

দুষ্মন্ত। ভগবন্,
এই বনবালাচিরবনবাসিনীরে,
গান্ধর্ব্যরীত্যানুসারে—ধর্ম্ম সাক্ষ্য করে,
তপোবনে পবিত্র অন্তরে—
বরণ করিয়াছিনু।
কিছু দিন পরে কুলপতি কণ্ব মহামুনি,
তাপসগণের সনে মম সন্নিধানে,
প্রেরিলেন নিজ নন্দিনীরে।
কিন্তু হায়, ওহো মুনিবর,
বলিতে সে সব কথা ব্যাকুল অন্তর!

কশ্যপ। বল বৎস, হয়োনা নীরব,
মনোভাব ক'রনা গোপন,—
নতুবা অভূত পূর্ব্ব রহস্য ঘটনা,
চিত্ত মাঝে হবেনা প্রকাশ!

দুষ্মন্ত। হা পূজ্যবর! আমি মহাপাপী,
তাই হেন মহাপাপ করেছি সাধন!
কণ্বের প্রেরিত মুনিগণ,—
কহিলেন আদরে আমায়,—
"এই তব ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলা সতী,
গৃহ মাঝে দেহ স্থান দান,
পত্নী-ব'লে করহ গ্রহণ।
কি কহিব মহাত্মন্!

তখন যে কি দুর্ম্মতি হইল আমার,
কেন যে এ দগ্ধস্মৃতি হইল বিলোপ,
কিছুই বুঝিতে আমি পারিনি তখন।
কিছুতেই হয়না প্রমাণ,
কিছুতেই পত্নী বোলে হ'লনা প্রতীতি।
শকুন্তলা তপোবন হ'তে—
হস্তিনায় আগমন কালে
প্রেম চিহ্ন অঙ্গুরীয়—
দিয়েছিনু শকুন্তলা করে।
কিছু দিন পরে, সেই কাল অঙ্গুরীয়—
হস্তগত হইল আমার।
অমনি সকল কথা মনে পড়ে গেল,—
অনুতাপ-হুতাশনে হৃদয় পুড়িল।
বশ্যপ। শুন বৎস, স্থির মনে বিচিত্র রহস্য!
আত্মারে ক'রনা দোষী,
কিছু মাত্র অপরাধ নাহি হে তোমার।
দুর্ব্বাসার শাপের প্রভাবে,—
এ অনর্থ ঘটনা ঘটিল।
শুন তার শাপের কারণ;—
হস্তিনায় প্রস্থানের পর,—
এক দিন শকুন্তলা সতী,
বসে ছিল কুটীরের দ্বারে—
তব ধ্যানে উন্মাদ হইয়ে;
হেন কালে ক্রোধমূর্ত্তি মহর্ষি দুর্ব্বাসা—
অন্ধ হয়ে ক্ষুৎ-পিপাসায়—
আইলেন শকুন্তলা কাছে।
'অতিথি—অতিথি'—বলি—
বারত্রয় কৈলা উচ্চারণ,

কিন্তু হায়, ধ্যানমগ্না যোগিনীর প্রাণ—
সে কথায় হ'লনা জাগ্রত ;
রোষে ঋষি প্রজ্জ্বলিত হয়ে—
দিলা শাপ অভাগীরে,
"যাহার চিন্তায় তুই আছিস্ মগন,
স্মৃতিপথে তার কভু না হবি পতন"
ভয়ঙ্কর শাপ—বজ্রধ্বনি,—
পশিল হে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা কাণে ;—
শ্রুতি মাত্র শঙ্কিতা হইয়ে,
বালাদ্বয় লুটিল দুর্ব্বাসা পদতলে,
বহু বিধ স্তব স্তুতি মিনতি করিয়ে—
সুপ্রসন্ন করিল ঋষিরে ;—
কহিলা দুর্ব্বাসা মুনি,—
"তবে যদি কোন রূপ থাকে অভিজ্ঞান,-
খণ্ডন হইতে পারে মম অভিশাপ।"
শকুন্তলা-ভাগ্যচক্র ঘর্ঘরে ঘুরিল,—
কালশনি শিয়রে বসিল !
অতঃপর কণ্ব তনয়ার
হস্তিনায় আগমন কালে,—
শচী-তীর্থ সলিল বন্দিতে—
জলাঞ্জলি সনে—
জলাঞ্জলি দিল সেই অঙ্গুরীয় ধন।
অকস্মাৎ অঙ্গুরীয় রোহিত জঠরে,
বিধির বিধান বলে হইল পতিত।
শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান পরে—
ঘটনায় হস্তগত হইল অঙ্গুরী,
বেদবাক্য ফলিল তখনি,
হাহাকার পড়িল পরাণে,—

পূর্ব্বস্মৃতি জাগিল অমনি,
উন্মাদ হইলে তুমি।
সদয় হইল বিধি,
মিলাইল তোমা দুজনায়,
অভিজ্ঞান—শকুন্তলা পূর্ণ হ'ল এবে!—

দুষ্মন্ত। ধর্ম্ম হ'তে নিন্দা হ'তে—
এত দিনে পাইনু উদ্ধার!—

শকুন্তলা। বুঝিলাম, এই জন্য সখীরা আমায়,
অঙ্গুরীয় দেখাতে রাজায়,
কত করে মিনতি করিল।

কশ্যপ। শকুন্তলা, এখন বুঝিলে সব?
দুষ্মন্তের সমল-দর্পনে,
শাপ হেতু প্রতিবিম্ব পড়ে নাই তব;
এখন সে মসৃণ দর্পনে,
পূর্ণ ভাবে পড়িয়াছে ছায়া,
আর খেদ রে'খনা সুশীলে!
পবিত্র হৃদয়ে এবে—
স্বামী সনে করগে সংসার!
শুন শুন দুষ্মন্ত রাজন,—
তপোবনে প্রসূত হয়েছে তব সুত,
জাত কর্ম্ম করেছি সম্পন্ন।
তথাপি শুন হে এক মনে;
এই তব বংশধর,
পরিশেষে রাজ-রাজচক্রবর্ত্তি হবে।
অমাদের তপোবনে—
সিংহ আদি বন্যজন্তুগণে,
পুত্র তব করিত দমন,
এই হেতু নাম ছিল 'সরব-দমন।'

বীরবংশধুরন্ধর নন্দন তোমার,
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীরে করিবে অধীন।
ভুবন—ভরণ হেতু,—
ভারতে বিখ্যাত হবে 'ভরত' নামেতে।

দুষ্মন্ত। ভগবন্,
এত দিনে ভাগ্যবান হইল কিঙ্কর।

কশ্যপ। গালব, অচিরে যাও কণ্ব তপোবনে;
মম আশীর্ব্বাদ দিয়ে কহিবে কণ্বরে,
"দুষ্মন্ত দুর্ব্বাসা শাপে বিমুক্ত হইয়া,
পুত্রবতী শকুন্তলে করেছে গ্রহণ।
মঙ্গল—মিলন নিমন্ত্রনে—
ত্বরায় যাইতে হবে কশ্যপ আশ্রমে।"

গালব। শিরোধার্য্য মহর্ষি আদেশ।—

(গালবের প্রস্থান)

কশ্যপ। দেবেন্দ্র তোমার রাজ্যে শষ্য-হিত হেতু,—
বৃষ্টি দান করুন প্রচুর;
যাগ যজ্ঞে তুমি ও সতত রত হয়ে,
দেব লোকে পূজ্যবান হও।
এই রূপ পরস্পর-পরস্পর-প্রতি,
উপকার—প্রতি উপকারে,—
শত যুগ করহ যাপন।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়!—

কশ্যপ। বল বৎস,—
আর কিবা প্রিয় বস্তু করিব প্রদান?

দুষ্মন্ত। একান্তই যদি তুষ্ট এ দাসের প্রতি,
হে—কুলপতি,—
এই মম প্রাণের বাসনা;—
রাজা প্রজা হিত হেতু করুন যতন,

বাগীশা করুন কৃপা শাস্ত্রজ্ঞ সুজনে ;
ভগবান ভূতনাথ সংহারকারণ,
আমার আবার জন্ম করুন বারণ।

---

শ্রীমহাভারত নামক নাট্য-কাব্যে আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে
অভিজ্ঞান-শকুন্তলা সমাপ্ত।

---

গ্রন্থসূচনার উপসংহার ভাগ সমাপ্ত

---